মূল

الوابل الصيب

ابن القيم الجوزية

আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহের বারিধারা

তত্ত্বাবধানে : শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফি.

মাদ্‌রাসায়ে ইসলামিয়া দারুল উলূম সুধন্যপুর
সুধন্যপুর, এলাহিপুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

সুমহান রবের আবারো শুকরিয়া,
আলহামদুলিল্লাহ!

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রহ. প্রণীত "الوابل الصيب" কিতাবটি এক কথায় যিক্‌রের উপর অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় কিতাব। শুধু যিক্‌রই নয় বরং সুনিপুণভাবে একজন মু'মিনের জীবনে আবশ্যকীয় সকল কিছুই এ কিতাবে আলোচিত হয়েছে। এ কিতাবকে কখনো মনে হবে তাযকিয়া তাসাউফের কিতাব। কখনো মনে হবে তাফসীরের বা হাদিসের কিতাব। মুসান্নিফ রহ. কিতাবটি শোকর, সবর ও ইস্তেগফারের আলোচনা দিয়ে শুরু করেন এবং একটি হাদিসে কুদসির ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাওহীদ, শিরক, জান্নাত, সালাত, সিয়াম, সদকা ও যিক্‌র সম্পর্কে তুলে ধরেন। এছাড়াও বিস্তারিতভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে যিক্‌রের উপর সত্তরের অধিক উপকারিতা, সুফল ও ফযীলত বর্ণনা করেন। যার প্রত্যেকটির উপকারিতা ও ফযীলত বান্দার জিহ্বাকে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে সজীব রাখতে প্রেরণা যোগায়।

অতঃপর মুসান্নিফ রহ. পঁচাত্তরটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে যিক্‌রের স্বরূপ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, অবস্থান ও কোন সময়ে কোন যিক্‌র করা উত্তম তা তুলে ধরেন। তারপর বান্দার জন্য প্রয়োজনীয় রাসূল ﷺ এর জা'মে দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা সমূহ তুলে ধরেন। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের মতো অসামান্য আমলের ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী কিতাব, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নিয়মিত পাঠ করা ও আমল করা জরুরি।

আল্লাহ তা'আলার
অপার অনুগ্রহের
বাবিংবারা

মূল

الْوَابِلُ الصَّيِّبُ

اِبْنُ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَّةُ

আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহের বারিধারা

তত্ত্বাবধানে : শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

প্রকাশনা বিভাগ

মাদ্‌রাসায়ে ইসলামিয়া দারুল উলূম সুধন্যপুর

সুধন্যপুর, এলাহিপুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহের বারিধারা

তত্ত্বাবধানে : শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদক : মাওলানা মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ
খতিব, লেখক, গবেষক

স্থায়ী বিক্রয়কেন্দ্র
মাদ্‌রাসায়ে ইসলামিয়া দারুল উলূম সুধন্যপুর
সুধন্যপুর, এলাহিপুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রথম মুদ্রণ - সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রথম সংস্করণ
তৃতীয় মুদ্রণ - মার্চ ২০২৪, প্রথম মুদ্রণ - ডিসেম্বর ২০২৩

ওয়েব
www.dusbd.com

যোগাযোগ
০১৭২৯ ৮৫০ ১৬৪ [প্রকাশনা বিভাগ]

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

টেলিগ্রামে শায়খ দা.বা. এর সকল অডিও বয়ান
গুগল প্লে স্টোর থেকে ইমো এর মত Telegram লিখে সার্চ দিয়ে ইনস্টল করুন, তারপর mushtakunnobi লিখে টেলিগ্রামেই সার্চ দিন এবং JOIN করুন অথবা ভিজিট করুন
https://t.me/mushtakunnobi

মূল্য : ৭০০ [সাতশত] টাকা মাত্র

Allah Ta'yalar Opar Onugroher Baridhara
Published by : Darul Uloom Shudhonnopur, Cumilla, Bangladesh
+880 172 98 50 164
Price : Tk. 700.00 US $ 70.00 only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাকিমুন নফস্ আরেফবিল্লাহ আল্লামা মুফতি
মুশতাকুন্নবী হাফিযাহুল্লাহ এর

অভিব্যক্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْ نَصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানি। ﷺ اِبْنُ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَّةُ রচিত ঐতিহাসিক কিতাব "اَلْوَابِلُ الصَّيِّبُ" যা পুরো বিশ্বের মুসলমানদের জন্য যিক্‌রের উপর অতুলনীয় এক কিতাব। আমরা ইতিমধ্যে এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছি।

মুসান্নিফ ﷺ কিতাবটিতে শোকর, সবর ও ইস্তেগফার থেকে শুরু করে তাওহীদ, শিরক, জান্নাত, সালাত, সিয়াম, সদকা ও যিক্‌র সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেন। এছাড়াও যিক্‌রের সত্তরের অধিক উপকারিতা, সুফল ও ফযীলত বর্ণনা করেন। যা প্রতিটি বান্দার হৃদয়কে মহান রব্বুল আলামিনের স্মরণে সজীব রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি মনে করি, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য এটি একটি অনবদ্য রচনা। আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবটি ও এর সাথে জড়িত সবাইকে কবুল করুন - আমীন!

২৫/১২/২০২৩ইং
১১/৬/১৪৪৫ হি:

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

তখন ২০০৮ সাল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হাকিমুন নফস মুফতি মুশতাকুন্নবি দা.বা. এর সোহবতে ধন্য হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। সে সময় শায়খ দা.বা. কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপীঠ 'ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা'য় ছিলেন। এ সুবাদে তিনি কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় গুনাইঘর গ্রামে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম মসজিদ 'বায়তুল আজগর সাত গম্বুজ জামে মসজিদে' ইতিকাফ করতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তাঁর সাথে ইতিকাফ করার তাওফীক দান করেছেন। ইতিকাফকালীন সময়ে আমাদের নিয়ে শায়খ দা.বা. প্রতিদিন বিশেষ মজলিস করতেন। তাতে একদিকে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় নসীহা করতেন, অন্যদিকে নিয়মিত আমলে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ইমাম নববী ﵀ এর 'রিয়াজুস সালেহীন' কিতাব হতে যিক্‌রের ফযীলত বয়ান করে মুখস্থ করাতেন। ফলে তখন থেকেই প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর যিক্‌রের অভ্যাস গড়ে উঠে। আবার নফল সালাত যেমন - ইশরাক, আউয়াবীন ও তাহাজ্জুদের পরপর কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। যে কারণে অনেককে বলতে শোনা যেত, 'হুজুর! রমযানুল মোবারকে এটাই আমার জীবনের প্রথম কুরআনুল কারীমের খতম!'। ইতিপূর্বে রমযান মাসে কুরআনুল কারীমের খতম করার সুযোগ আমার হয়নি!

শায়খ দা.বা. এর সোহবত ও ইতিকাফের ধারাবাহিকতায় শায়খ দা.বা. এর মাদ্‌রাসা 'মাদরাসায়ে ইসলামিয়া দারুল উলূম সুধন্যপুর'-এ কয়েকবার ইতিকাফ করার তাওফীক লাভ হয়। ২০২২ সালে রমযানুল মোবারকে ইতিকাফ চলাকালীন শায়খ দা.বা. যিক্‌রের ফযীলত বর্ণনার সময় হাজারো ওলামায়ে কেরামের সামনে বলে উঠেন, 'এ কিতাব আমার মাথার বালিশ, এ কিতাব আমার গায়ের চাদর।'

শায়খ দা.বা. তখন ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ ﵀ প্রণীত, " اَلْوَابِلُ الصَّيِّبُ مِنَ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ " কিতাবটিকে লক্ষ্য করে এ কথাগুলো বলেছিলেন। শায়খ দা.বা. এর কথাগুলো আমার অন্তরে রেখাপাত করে। তখন মনে হলো এ মহা মূল্যবান কিতাব যদি বাংলায় অনুবাদ করা হয় তবে বাংলা ভাষার আলেম, উলামা, আবেদ, সালেকসহ সর্বস্তরের দ্বীনদার মানুষের ফায়দা হবে। ঐ মজলিসে সিদ্ধান্ত নেই যে, এ কিতাব বাংলায় অনুবাদ করব ইনশাআল্লাহ! তখন থেকেই দু'আ শুরু করি যেন, আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা এ খেদমত কবুল করেন। আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে এ কিতাব এখন আমাদের হাতে! সুমহান রবের আবারো শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ্!

এক কথায় কিতাবটি যিক্‌রের উপর অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় কিতাব। শুধু যিক্‌রই নয় বরং সুনিপুণভাবে একজন মু'মিনের জীবনে আবশ্যকীয় সকল কিছুই এ কিতাবে আলোচিত হয়েছে। এ কিতাবকে কখনো মনে হবে তাযকিয়া তাসাউফের কিতাব। কখনো মনে হবে তাফসীরের বা হাদীসের কিতাব। মুসান্নিফ ﵀ কিতাবটি শোকর, সবর ও ইস্তেগফারের আলোচনা দিয়ে শুরু করেন এবং একটি হাদীসে কুদসির ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাওহীদ, শিরক, জান্নাত, সালাত, সিয়াম, সদকা ও যিক্‌র সম্পর্কে তুলে ধরেন। এছাড়াও বিস্তারিতভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে যিক্‌রের উপর সত্তরের অধিক উপকারিতা, সুফল ও ফযীলত বর্ণনা করেন। যার প্রত্যেকটির উপকারিতা ও ফযীলত বান্দার জিহ্‌বাকে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে সজীব রাখতে প্রেরণা যোগায়। অতঃপর মুসান্নিফ ﵀ পঁচাত্তরটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে যিক্‌রের স্বরূপ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, অবস্থান ও কোন সময়ে কোন যিক্‌র করা উত্তম তা তুলে ধরেন। তারপর বান্দার জন্য প্রয়োজনীয় রাসূল ﷺ এর জা'মে দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনাসমূহ তুলে ধরেন। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের মতো অসামান্য

আমলের ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী কিতাব, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নিয়মিত পাঠ করা ও আমল করা জরুরী!

এ কিতাবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরব বিশ্বের অন্যতম শায়খ আব্দুর রাজ্জাক ইবনে আব্দুল মুহসিন আল বদর বলেন -

وَلِهٰذَا أَرَى أَنَّ هٰذَا الْكِتَابَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهِ كُلُّ مُسْلِمٍ ؛ اَلْأَبُ يَعْتَنِيْ بِاقْتِنَائِهِ وَإِهْدَائِهِ لِأَوْلَادِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى قِرَاءَتِهِ . وَطَالِبُ الْعِلْمِ يَحْرِصُ عَلَى اقْتِنَائِهِ وَالْاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ . وَيُتَدَاوَلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِعِظَمِ نَفْعِهِ وَكِبَرِ فَائِدَتِهِ.

এজন্য আমি মনে করি এ কিতাবের প্রতি সকল মুসলমানের গুরুত্ব দেয়া উচিত। প্রতিটি বাবার উচিত এ কিতাব নিজ সন্তান ও পরিবার পরিজনদের হাদিয়া করা এবং তাদেরকে এ কিতাব অধ্যয়নে উৎসাহিত করা। আর ছাত্ররাও এ কিতাব সংগ্রহে রাখবে, যেন এ কিতাব হতে উপকৃত হতে পারে এবং এর মহা উপকার ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ কিতাব মুসলমানদের হাতে হাতে তুলে দিতে পারে।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে মিনতি, যেন আমাদের এ মেহনতকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। এ কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও ঐকান্তিকতা দান করেন। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, পাঠক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নাযাতের ওসিলা করে দেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ
খতিব, লেখক, গবেষক
কবিরহাট, নোয়াখালী

ভেতরের পাতায়

সৌভাগ্যের সোপান (শোকর, সবর, ইস্তেগফার)	১৩
বান্দার সৌভাগ্যের সোপান	১৪
অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা	২১
আমল বিনষ্টকারি বিষয় হতে সতর্কতা	২৫
পাপ ও পুণ্যের লড়াই	২৯
আদেশ নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন	৩১
দুনিয়ার হাকীকত	৩৭
তাওহীদবাদী ও মুশরিকের উপমা	৪৫
জান্নাত পবিত্রদের ঘর	৪৮
সালাতে নিষিদ্ধ দৃষ্টি দুই প্রকার	৫০
মাকবুল আমল দুই প্রকার	৫৫
সালাতে মানুষের পাঁচটি স্তর	৫৬
ক্বলব তিন প্রকার	৫৮
সিয়াম বা রোযার হাকীকত	৬০
সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ	৬২
এ মাসআলায় বিতর্কের সমাধান	৬৬
পাপ পুণ্যের প্রভাব	৬৬
সদকা এবং তার প্রভাব	৬৭
শুহ ও বুখল এর পার্থক্য	৭৬
উদারতা দানশীলতা দুই প্রকার	৭৮
যিকর ও যিক্‌রের উপকারিতা	৮৫
অন্তরে মরিচা পড়ে দুইভাবে	৯৬
কার অনুসরণ করব?	৯৬
যিক্‌রের ফায়েদা	৯৮
যিক্‌রের সুফল ও উপকারিতা	১০৪
আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়ার ক্ষতি	১০৮
কারাগারে ইবনে তাইমিয়ার ﵀ কিছু আলাপচারিতা	১১৩
যিক্‌র সকল সময় ও অবস্থার শামিল করে	১১৬

যিক্‌র আলো ১১৭
আগুন ও পানি বিষয়ক দু'টি উপমা ১২৫
পানি বিষয়ক দ্বিতীয় উপমা ১২৯
সূরাতুর রা'দে উল্লেখিত দু'টি উদাহরণ ১৩১
মানুষের তিনটি স্তর ১৩৪
নফস তিন প্রকার : কালবী, সাবুয়ী ও মালাকী ১৩৮
আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দেওয়া ও না দেওয়া ১৩৮
আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও কুদরত ১৪৫
যিক্‌রের সৌন্দর্য ১৫০
যিক্‌রের জন্য বিশেষ মায়িয়্যাত বা সান্নিধ্য ১৫২
যিক্‌র শোকরের মূল ১৫৬
আল্লাহর নিকট সম্মানিত ব্যক্তি ১৫৯
যিক্‌র হৃদয়ের আরোগ্য ১৬৩
যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার মূল ১৬৪
যিক্‌র আল্লাহ ও ফেরেশতাদের রহমতকে আবশ্যক করে ১৬৫
জান্নাতের বাগান ও ফেরেশতাদের মজলিস ১৬৬
যিক্‌রের ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা ১৭৪
যিক্‌রের কতক ফযীলত ১৭৭
যিক্‌রকারীগন অগ্রগামী ১৮০
যিক্‌রের মাধ্যমে জান্নাতের ঘর বাড়ি ১৮২
যিক্‌র বান্দা ও জাহান্নামের মাঝে দেয়াল ১৮৩
যিক্‌রকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা ১৮৪
বেশি বেশি যিক্‌র নেফাক হতে নিরাপত্তা ১৮৫
যিক্‌রের বিশেষ স্বাদ ও মজা ১৮৬
অধিক সাক্ষ্যদাতা ১৮৭
বিস্ময়কর নববী স্বপ্ন ১৮৯
যিক্‌র ও শয়তান হতে নিরাপত্তা ১৯৫
যিক্‌রের বিবিধ প্রকার ২০২
যিক্‌র দু'আ হতে উত্তম ২০৭
কখন তেলাওয়াত আর কখন যিক্‌র উত্তম ২১৪

নিয়মিত ওজিফা, যাতে ত্রুটি করা উচিত নয়	২১৮
দিনের দুই প্রান্তের যিক্‌র	২১৮
ঘুমের যিক্‌রসমূহ	২২৯
ঘুম থেকে জেগে উঠার যিক্‌রসমূহ	২৩৭
ঘুমের মধ্যে ভয় বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলে যিক্‌রসমূহ	২৩৯
ভালো অথবা খারাপ স্বপ্ন দেখার পরের যিক্‌রসমূহ	২৪১
ঘর হতে বের হওয়ার যিক্‌রসমূহ	২৪৪
ঘরে প্রবেশের দু'আ	২৪৫
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ	২৪৭
আজানের যিক্‌রসমূহ	২৪৮
সালাত শুরুর দু'আ	২৫৩
রুকু-সেজদা ও দুই সেজদার মাঝের যিক্‌র	২৬২
সালাতের মধ্যে ও তাশাহহুদের পরের যিক্‌রসমূহ	২৬৭
সালামের পরে ও সেজদার মধ্যকার যিক্‌রসমূহ	২৭৬
তাশাহহুদের যিক্‌র	২৮১
রাসূল ﷺ এর প্রতি সালাত	২৮৩
ইস্তেখারার দু'আ	২৮৮
বিপদাপদ পেরেশানী ও দুঃখ যাতনার সময়ের দু'আ	২৯১
রিযিক আনয়নকারী, সংকীর্ণতা প্রতিরোধকারী যিক্‌রসমূহ	২৯৫
দুশমনের মোকাবিলা ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে যিক্‌র	২৯৬
যে সকল যিক্‌র শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়	২৯৯
নেয়ামতের সংরক্ষণ ও নতুন নেয়ামত লাভের যিক্‌র	৩০২
মুসিবতের সময় যিক্‌র	৩০৩
ঋণ পরিশোধ ও ঋণ থেকে মুক্ত থাকার যিক্‌র	৩০৬
দংশন বা কামড়ে ঝাড়ফুঁক করার যিক্‌র	৩০৭
কবরস্থানে প্রবেশের যিক্‌র	৩১২
ইস্তিস্কার যিক্‌র	৩১৩
বাতাশ প্রবাহিত হলে যিক্‌র	৩১৭
বজ্রপাতের সময় যিক্‌র	৩১৯
বৃষ্টি অবতরণের সময় যিক্‌র	৩২০

অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পানির সমস্যার সময়ে যিক্‌র ৩২১
নতুন চাঁদ দেখার সময় যিক্‌র ৩২৩
রোযা ও ইফতারের যিক্‌র ৩২৪
সফরের যিক্‌র ৩২৬
যানবাহনে আরোহণের যিক্‌র ৩২৯
সফর হতে ফিরে আসার যিক্‌র ৩৩২
বাহন কষ্টদায়ক মনে হলে যিক্‌র ৩৩৩
পশু পলায়ন করলে যিক্‌র ৩৩৪
কোন গ্রাম কিংবা নগরে প্রবেশের দু'আ ৩৩৪
ঘরে প্রবেশের দু'আ ৩৩৫
খাদ্য ও পানীর ক্ষেত্রে যিক্‌র ৩৩৬
কারো মেহমান হলে যিক্‌র ৩৪১
সালাম ৩৪৩
হাঁচি দিলে যিক্‌র ৩৪৫
বিবাহের শুভেচ্ছা এবং স্ত্রীর নিকট গমনের যিক্‌র ৩৪৭
প্রসবের সময় ও সন্তান সম্পৃক্ত যিক্‌র ৩৫০
মোরগ, গাধা ও কুকুরের আওয়াজের সময় যিক্‌র ৩৫৩
আগুন নেভানোর যিক্‌র ৩৫৪
মজলিসের কাফফারা ৩৫৪
ক্রোধের সময় যা করবে ও বলবে ৩৫৭
বিপদগ্রস্ত লোককে দেখার সময় যা বলবে ৩৫৮
বাজারে প্রবেশের সময় যিক্‌র ৩৫৯
পশু হোঁচট খেলে যিক্‌র ৩৬১
হাদিয়া বা সদকা পেলে দাতার জন্য দু'আ ৩৬১
যার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া হলো ৩৬২
নতুন ফল দেখার সময় যিক্‌র ৩৬২
ভালো কিছু দেখলে কিংবা নজর লাগার আশংকা হলে ৩৬৩
শুভ ও অশুভ লক্ষণ ৩৬৪
বাথরুমে প্রবেশ ও বের হওয়ার যিক্‌র ৩৬৬
অযুর পূর্বে যিক্‌র ৩৬৮

অযুর পরে দু'আ	৩৭০
জানাজার সালাত	৩৭৩
আল্লাহর অসন্তুষ্টি মূলক কথা বলে ফেললে যিক্‌র	৩৭৬
মুসলিম ভাইয়ের গীবত করে ফেললে যিক্‌র	৩৭৭
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে করণীয়	৩৭৮
কিছু হারিয়ে গেলে দু'আ	৩৮০
আঙ্গুলে গননা করা যা তাসবীহের দানা হতে উত্তম	৩৮০
আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্যসমূহ	৩৮১
অধিক সাওয়াবের যিক্‌র	৩৮৩
একাকীত্ব অনুভব করলে যা বলবে	৩৮৬
নতুন পোশাক পরিধানের যিক্‌র	৩৮৬
ফজর দেখার সময় দু'আ	৩৮৮
আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাকদীরের প্রতি সমর্পিত হওয়া	৩৮৮
বান্দার জন্য আবশ্যকীয় দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনাসমূহ	৩৯১




الوابل الصيب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এটি শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইমাম শামছুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়্যুব ইবনে সা'দের একটি কিতাব। যিনি ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ হিসেবে পরিচিত (আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর রহমতে ঢেকে রাখুন)। যা তিনি কিছু ভাইদের উদ্দেশ্যে লিখেছিরেন -

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

সৌভাগ্যের সোপান

সবর, শোকর ও ইস্তেগফার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের চাওয়া পাওয়ার আঁধার। আমাদের আবেদন নিবেদনের ভরসা স্থল। তাঁর কাছে কামনা ও মিনতি এই যে, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতরাজি পরিপূর্ণ করবেন। তোমাদেরকে এমন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন - যারা নেয়ামতে শোকর করে, মুসিবতে সবর করে, গুনাহ হয়ে গেলে ইস্তেগফার করে।

নিঃসন্দেহে এ তিনটি বিষয় তথা-

الشُّكْرُ وَالصَّبْرُ وَالِاسْتِغْفَارُ

- ❖ শোকর,
- ❖ সবর ও
- ❖ ইস্তেগফার

বান্দার সৌভাগ্যের সোপান

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার মাধ্যম। বান্দা কখনই এ গুণাবলী হতে দূরে থাকতে পারে না। এগুলো তার জীবন চলার পথে অনিবার্য অবলম্বন।

প্রথমত : বান্দা সার্বক্ষণিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অফুরন্ত নেয়ামতে নিমজ্জিত। বান্দার জন্য আবশ্যক হলো নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। আর শুকরিয়া আদায় হয় তিন কাজে -

- ❖ আন্তরিকভাবে নেয়ামতের স্বীকারোক্তি প্রদান করা,
- ❖ মুখে নেয়ামতের আলোচনা করা এবং
- ❖ নেয়ামতকে নেয়ামত প্রদানকারীর সন্তুষ্টিমত ব্যবহার করা।

এ তিন কাজের মাধ্যমে বান্দা শুকরিয়া আদায় করতে পারে যদিও তাতে কিছু ভুল ত্রুটি হয়।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিভিন্ন প্রকার দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন। এ সময় বান্দার জন্য করণীয় হলো সবর করা ও মেনে নেয়া। আর সবর হয় তিন কাজে -

- ❖ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সিদ্ধান্তে মনে মনে অসন্তুষ্ট বা নারাজ না হওয়া।
- ❖ মুখে অভিযোগ না করা।
- ❖ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা অবাধ্যতা ও নাফরমানী না করা। যেমন: মুখ চাপড়ানো, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, চুল ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি।

এ তিনটি হলো সবরের উপাদান বা মূলনীতি। বান্দা যখন যথাযথভাবে এগুলো সম্পাদন করবে তার কষ্ট তখন স্বস্তিতে পরিণত হবে। বিপদ তার জন্য অনুগ্রহে পরিণত হবে। যে বিপদ তার নিকট অপছন্দনীয় বিষয়, তা তার প্রিয় বিষয়ে পরিণত হবে। কারণ, বান্দা জানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ধ্বংস করার জন্য বিপদ দেননি। বরং তাকে এ বিপদ দিয়েছেন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, সে এ বিপদে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও সবর করে কিনা? যার বিনিময়ে জান্নাতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে। আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও সুদিনে যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দাসত্ব

করা আবশ্যক, ঠিক তদ্রুপ বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দিনেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দাসত্ব করা আবশ্যক। অর্থাৎ সুদিনে যেমন আনুগত্য করা চাই, দুর্দিনেও তেমন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা চাই। অথচ অধিকাংশ মানুষ পছন্দনীয় বিষয়েই দাসত্ব পেশ করে। যদিও অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ে দাসত্ব করার মাঝেই প্রকৃত মর্যাদা এবং এর আলোকেই বান্দাদের পদমর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, প্রচণ্ড গরমে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অযু করা, সুন্দরী প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো, পরিবার পরিজন ও নিজের জন্য খরচ করা ইত্যাদি অবশ্যই ইবাদত। কিন্তু তা আরামদায়ক ইবাদত। অপরদিকে প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অযু করা, গুনাহের প্রতি নফসের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও একাকীত্বে গুনাহ না করা, অসচ্ছল ও রিক্তহস্ত অবস্থায় খরচ করা ইত্যাদিও ইবাদত। তবে এগুলো কষ্টকর ইবাদত। এদিক থেকে এ দু'প্রকার ইবাদতে বিস্তর তফাত রয়েছে। আবার এর বিপরীতে, বিপদে-আপদে যেমন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য জরুরী, সুখে-শান্তিতেও তেমন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য জরুরী। অনেকে এমন আছে, যারা বিপদ-আপদে আল্লাহ তা'আলাকে স্বরণ করে। বিপদ-আপদ থেকে উত্তরণের জন্য অনেক দু'আ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের বিপদ দূর করে দেন, তখন তারা আল্লাহ তা'আলাকে স্বরণ করে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায়, প্রিয়-অপ্রিয় সকল বিষয়ে যথাযথভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বা দাসত্ব করে, তাঁর সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন -

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?[১]

অতএব, যে ব্যক্তি যে পরিমাণ দাসত্ব পেশ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সে পরিমাণ যথেষ্ট হবেন। তাই কেউ যদি কোনো কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ তা'আলারই প্রশংসা করে। আর যদি কেউ

---

[১] সূরা জুমার আয়াত : ৩৬

এর বিপরীতে অকল্যাণ লাভ করে, সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।

যে বান্দাগণ আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্য করে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না। অর্থাৎ কোন গুনাহ হয়ে গেলে তারা সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসে।[২]

শয়তান তখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব বান্দাদের শয়তানের নিকট ছেড়ে দিবেন না। এসব বান্দাদের উপর শয়তানকে কর্তৃত্ব করতে দিবেন না। তখন শয়তান বলে -

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ .

তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ .

তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণিত করল (অল্প সংখ্যক ব্যতীত সে অধিকাংশ মানুষদের গোমরাহ করে ছাড়বে)। ফলে মু'মিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল। তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে আখিরাতে বিশ্বাস

---

[২] ১৫ সূরা হিজর আয়াত : ৪২

[৩] ৩৮ সূরা ছোয়াদ আয়াত : ৮২, ৮৩

করে আর কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ে হেফাযতকারী।[৪]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রকৃত ঈমানদার বান্দাদের উপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব রাখেননি। তারা আল্লাহ তা'আলার হেফাযতে থাকে। যদিও শয়তান তাদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে প্রতারিত করে, যেমন উদাসীন ব্যক্তিকে চোর প্রতারিত করে। আর এমনটি হবেই, কারণ বান্দাকে গাফলত, কামনা-বাসনা ও রাগ-ক্ষোভ দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শয়তান বান্দার নিকট এ তিন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। এ জন্য বান্দা যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে চায় তার জন্য -

- ❖ গাফলত বা উদাসীনতা হতে সতর্ক থাকার বিকল্প নেই,
- ❖ শাহওয়াত বা কামনা-বাসনা হতে সতর্ক থাকার বিকল্প নেই আর
- ❖ গাজব বা রাগ-ক্ষোভ থেকে সতর্ক থাকার বিকল্প নেই।

কেননা সর্বাধিক ধৈর্যশীল, সর্বাধিক জ্ঞানী, সর্বাধিক দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, মানব জাতির পিতা, সাইয়্যিদুনা আদমকেও ﷺ শয়তান বিপদে ফেলেছিল। তাহলে স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প জ্ঞানের বান্দার কি অবস্থা হতে পারে?

তবে ধোঁকা, প্রতারণা ও গাফলতের সুযোগ ব্যতীত শয়তান মু'মিনের নিকট পৌঁছতে পারে না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই বান্দাকে গুনাহের কাজে লাগিয়ে দেয় আর মনে মনে ভাবতে থাকে সে সফল হয়ে গেছে, এখন আর বান্দা তার রবের আনুগত্য করবে না। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া, ক্ষমা ও রহমত এরপরও বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলা যখন এ বান্দার কল্যাণ চান তখন তার জন্য তাওবা, অনুশোচনা, হৃদয়ের ভগ্নতা, তাঁর প্রতি লজ্জিত হয়ে মুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করা, তাঁর কাছে ফরিয়াদ করা, তাঁর নিকট সত্যিকারের আশ্রয় গ্রহণ করা, সার্বক্ষণিক অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি ও নেক আমল ইত্যাদি করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের দরজাগুলো থেকে যে কোনো একটি দরজা খুলে দেন। ফলে ঐ গুনাহ

---

[৪] ৩৪ সূরা সাবা, আয়াত : ২০,২১

তার জন্য রহমতের কারণ হয়ে যায়। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহকে নেকী দ্বারা বদলিয়ে দেন। তখন শয়তান আফসোস করতে থাকে আর বলতে থাকে, হায়! যদি তাকে গুনাহে না জড়িয়ে ছেড়ে দিতাম!

কিছু কিছু সালাফ বলেন -

"নিশ্চয়ই বান্দা এমন কিছু গুনাহ করে যার দ্বারা সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবার এমন কিছু নেক আমল করে যার দ্বারা সে জাহান্নামে প্রবেশ করে"। এটা কেমন কথা? গুনাহ করলে জান্নাতে যাবে কেন? আর নেক আমল করে জাহান্নামে যাবে কেন? কারণ কিছু বান্দা গুনাহ করে ফেললে সাথে সাথে তার রবের সামনে ভীত, শঙ্কিত, লজ্জিত ও কান্নারত অবস্থায় তাওবা করে। তাঁর সামনে ভগ্ন হৃদয়ে মাথা নিচু করে রাখে। ফলে এ গুনাহ তার জন্য সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ হয়ে যায়। এমনকি কখনও কখনও বান্দার এ গুনাহ তার ইবাদত থেকেও বেশি উপকারী হয়ে যায়। কেননা সে গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এমন নেক আমল করে ফেলে যা তার সফলতা, কল্যাণ বয়ে আনে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়।

আবার অনেক বান্দা নেক আমল করে ধারণা করে সে আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় উপকার করে ফেলেছে, অনেক বেশি আমল করেছে, সে অনেক বড় ইবাদতকারী হয়ে গেছে! ফলে সে অহংকার করে আত্মপ্রশংসা ও আত্মমুগ্ধতায় আক্রান্ত হয়। আর নিজেকে অন্যের চাইতে ভালো মনে করতে থাকে এবং বলে বেড়ায়, 'আমি এই করেছি! সেই করেছি!'। ফলে এ আত্মমুগ্ধতা, অহংকার ও দাম্ভিকতা তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বান্দার কল্যাণ চান তাহলে তাকে এমন অবস্থায় ফেলেন যা তার অহংকার চুরমার করে দেয়, তার মস্তক অবনত করে দেয় এবং সে নিজেকে ছোট ভাবতে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা যদি তার কল্যাণ না চান তাহলে তাকে তার অহংকার ও দম্ভের মাঝে ছেড়ে দেন। যা শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

এ বিষয়ে আল্লাহওয়ালাগণ একমত যে, আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীক হলো তিনি তোমাকে তোমার উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেই তোমার সংশোধন করবেন। আর যাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতে চান তাকে তার উপর ছেড়ে দেন।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তার জন্য তাওবা, অনুশোচনা, হৃদয়ের ভগ্নতা, তাঁর প্রতি লজ্জিত ও মুখাপেক্ষিতা, তাঁর নিকট সত্যিকারের আশ্রয় গ্রহণ করা, এবং নিজের দোষ ত্রুটি, সীমালঙ্ঘন উপলব্ধি করে তার রবের দয়া অনুগ্রহ, করুণা, উদারতা ও বদান্যতা অনুধাবন করার দরজা খুলে দেন।

অতএব, আল্লাহর পথের পথিকগণ এ দু'টি ডানার সাহায্যে আল্লাহর পথে অগ্রগামী হয়। এ দু'টি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার পথে চলা সম্ভব নয়। যদি একটি ছুটে যায় তখন তার অবস্থা ঐ পাখির মত হয় যার একটি ডানা নেই।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইসমাইল আল হিরাভী ﵀ বলেন, আরেফ বিল্লাহগণ আল্লাহর পথে অগ্রগামী হয় আল্লাহ তা'আলার দয়া, অনুগ্রহ ও নিজের আমলের দোষ-ত্রুটি অনুভবের মাধ্যমে। রাসূল ﷺ এর হাদীসে বর্ণিত সাইয়্যিদুল ইস্তেগফারে বান্দা বলে -

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত

গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।[৩]

এখানে "أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي" দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো বিষয়কে একত্র করেছেন -

❖ নিজের দোষ ত্রুটি স্বীকার করা,

❖ আল্লাহ তা'আলার দয়া ও নেয়ামতের অনুধাবন করা।

রবের দেয়া দয়া ও নেয়ামত উপলব্ধি করার মাধ্যমে বান্দার অন্তরে রবের প্রতি ভালোবাসা, প্রশংসা ও কৃজ্ঞতা চলে আসে। যে বান্দা নিজের নফসের ও আমলের ত্রুটি অনুধাবন করতে পারে তার অন্তর সর্বদা রবের প্রতি তাওবা, অনুশোচনা, হৃদয় ভগ্নতা, লজ্জিত হওয়া ও মুখাপেক্ষী করে তোলে। তখন সে নিজেকে আল্লাহর দয়ার ভিখারী মনে করে।

বান্দা আল্লাহমুখী হওয়ার সবচে উত্তম পন্থা হলো নিজেকে তাঁর দয়ার ভিখারী মনে করা এবং রবের দয়া ব্যতীত নিজের কোনো অবস্থান, পদমর্যাদা ও উপায় উপকরণের উপর নির্ভর না করা। অর্থাৎ বান্দা নিজেকে শুধুমাত্র আল্লাহর দয়ার মুখাপেক্ষী ও কাঙাল মনে করার মাধ্যমেই আল্লাহওয়ালা হয়।

আর দু'টো বিষয় হচ্ছে عُبُودِيَّةٌ বা দাসত্বের ভিত্তি -

❖ আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা,

❖ আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিনয়।

আর এ দুই মূলনীতির উৎস হচ্ছে ইতিপূর্বে বর্ণিত দু'টো বিষয় তথা -

১. বান্দার প্রতি তার রবের অনুগ্রহ ও দয়া অনুধাবন যা তার রবের প্রতি ভালোবাসা আবশ্যক করে এবং

২. স্বীয় নফস ও আমলের ত্রুটি অনুধাবন যা তার রবের প্রতি পূর্ণ বিনয় আবশ্যক করে।

বান্দা যখন এ দুই মূলনীতির আলোকে আল্লাহর পথে অগ্রগামী হয়, তখন তার দুশমন শয়তান তার উপর বিজয়ী হতে পারে না। তবে

---

[৩] বুখারী : ৬৩২৩, শাদ্দাদ ইবনে আউস হতে বর্ণিত

গাফলত ও ধোঁকায় পড়ে প্রতারিত হলেও দ্রুত আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর দয়া ও করুণায় সংশোধন করে দেন - সুবহানাল্লাহ!

অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা

নিশ্চয়ই অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৃঢ়তার মাধ্যমে বান্দার জন্য দ্বীনের পথে চলা সহজ হয়। অন্তরের দৃঢ়তা হয় দুইভাবে -

১. আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা বান্দার নিকট সকল ভালোবাসা হতে বেশি হতে হবে। যখন আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও অন্য কোন মাখলূকের ভালোবাসা পরস্পর মুখোমুখী হবে তখন আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দিবে।

এটি দাবি করা অনেক সহজ কিন্তু বাস্তবায়ন করা বড় কঠিন। আর পরীক্ষার সময়ই মানুষ সম্মানিত কিংবা অপমানিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বান্দা তাই পেশ করে যা সে ভালোবাসে ও পছন্দ করে। যদি সে তার বড়কে, শায়খকে, আমিরকে, প্রিয়কে কিংবা পরিবারকে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয় তাহলে বুঝা যাবে সে তার হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসাকে অন্যসব ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়নি এবং আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা তার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারও করেনি। আর যার এ অবস্থা হয় তাকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বস্তুকে তার জন্য কষ্টকর ও দুর্বিসহ করে দেন। ফলে সে তার প্রেমাস্পদ হতে কষ্ট ও যন্ত্রনা ছাড়া কিছুই পায় না।

যার বাস্তব দৃষ্টান্ত বর্তমান দুনিয়াতে অহরহ দেখা যায়, যে প্রেমিকার জন্য ছেলে নিজের মা-বাবার সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে সে প্রেমিকাই অন্য প্রেমিকের হাত ধরে তাকে ছেড়ে দেয়। সে প্রেমিকাকেই দেখা যায় প্রেমিকের নামে মামলা করে। আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজ পরিবারের সুখের জন্য যে সুদে টাকা নিয়ে বাড়ি-গাড়ি করে তার পরিবার একসময় তাকে তার বাড়ি থেকে বের করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে।

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসবে তাকে তার

ভালোবাসার ব্যক্তি বা বস্তু দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। এটা অবধারিত। যে গায়রুল্লাহকে ভয় করবে, গায়রুল্লাহকেই তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। যে গায়রুল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত হবে এ ব্যস্ততা তার জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। আর যে গায়রুল্লাহকে প্রাধান্য দিবে তার জীবনকে আল্লাহ তা'আলা বরকতহীন করে দেন। যে গায়রুল্লাহকে খুশি করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করে, আল্লাহ তা'আলা গায়রুল্লাহকে তার উপর অসন্তুষ্ট করে দেন। এটা অবধারিত!

দ্বিতীয় বিষয়, যা দ্বারা অন্তর দৃঢ় হয় তা হলো, আদেশ নিষেধকে সম্মান করা যা আদেশ ও নিষেধকারীর সম্মান হতে আসে।

যে আল্লাহ তা'আলাকে কিংবা তার আদেশ নিষেধকে সম্মান করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিরস্কার করে বলেন -

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا [৫]

তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভয় কর না?[৬]

আদেশ নিষেধকে সম্মানের ব্যপারে শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইসমাইল হিরাভী ﷺ কতই না সুন্দর বলেছেন - আদেশ নিষেধ পালনে এমন শিথিলতা করবে না যে, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কিংবা এতটা কঠোরতাও করবে না যে, বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। আবার আদেশ নিষেধের জন্য এমন কোনো কারণও নির্ধারণ করবে না যার অনুপস্থিতি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে দুর্বল করে দেয়।[৭]

তাঁর কথার মর্ম হলো - আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করার প্রথম স্তর হচ্ছে তাঁর আদেশ নিষেধকে সম্মান করা। কেননা মু'মিন তাঁর রবের রুবুবিয়্যাতের স্বীকারোক্তি প্রদান করে নবীগণের আনীত শরীয়ত পালনের মাধ্যমে। এ স্বীকারোক্তির দাবিই হলো রবের আদেশ নিষেধ মানা। আর এটি হবে আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতি সম্মান করে আনুগত্যের মাধ্যমে এবং নিষেধকে সম্মান করে তা হতে বিরত থাকার মাধ্যমে।

---

[৫] সূরা নূহ আয়াত : ১৩

[৬] মানাজিলুস সায়েরিন

সুতরাং মু'মিন ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ পালন করাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করে। তাই এ সম্মান প্রদর্শনের আলোকেই তার ঈমান, আকিদার বিশুদ্ধতা ও নিফাক থেকে মুক্তির সাক্ষ্য দেয়া হবে।

কেননা মানুষ কখনো কখনো মানুষের নজর কাড়তে আদেশ পালন করে। মানুষের নিকট ইজ্জত সম্মান লাভ করার জন্য আদেশ পালন করে। এভাবে নিষেধ হতে বেঁচে থাকে মানুষের নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ে, হুদুদের ক্ষেত্রে (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ভয়ে)। তাহলে এ আদেশ পালন ও নিষেধ হতে বেঁচে থাকা আদেশ নিষেধ কিংবা আদেশ নিষেধকারীর সম্মানে হয়নি।

অতএব, আদেশ পালনে সম্মানের আলামত হলো, আদিষ্ট বিষয়ের সময়সীমার রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার রুকন (ভিত্তি), ওয়াজিব ও পূর্ণতার খোঁজ করা, তা সুন্দর করতে আগ্রহী হওয়া, সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করা, কোন বিধান ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই কাল বিলম্ব না করে তা আদায় করা, তার কোনো হক ছুটে গেলে দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া। যেমন নামাজের জামাত ছুটে গেলে দুঃখিত হওয়া, কারণ একাকী নামাজ যদিও কবুল করা হয় তবুও সে সাতাশ গুণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

এমনিভাবে আউয়াল ওয়াক্ত বা প্রথম ওয়াক্ত ছুটে গেলে দুঃখিত হওয়া যা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, অথবা প্রথম কাতার ছুটে গেলে দুঃখিত হওয়া। যার ডান অংশের উপর আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের রহমত রয়েছে। যদি বান্দা এর ফযীলত জানতো তাহলে তা লাভ করতে যুদ্ধ ও লটারি করতো।

এমনিভাবে বড় জামাত ছুটে গেলে দুঃখিত হওয়া যার সংখ্যাধিক্য ও স্বল্পতার আলোকে সালাতের সাওয়াবের মাঝে তারতম্য হয়। যখনই জামায়াত বড় হবে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিকতর প্রিয় হবে। আর যখনই মসজিদের দিকে পদচিহ্ন বেশি হবে প্রতিটি পদচিহ্ন একটি গুনাহ মুছে দিবে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

এমনিভবে সালাতে খুশু হারিয়ে ফেলা এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে হৃদয়ের উপস্থিতি হারিয়ে ফেলা যা সালাতের রূহ ও মগজ। তাই খুশু

বিহীন সালাত মৃত শরীরের মত যাতে কোনো রূহ নেই। কোন মানুষ কি তার বন্ধুকে মৃত গোলাম হাদিয়া করে? এ মৃত দাসী হাদিয়া করতে কি তার লজ্জা হয় না? তাহলে এমন বান্দা সম্পর্কে কী ধারণা হয় যে বাদশাহ কিংবা আমীররের নৈকট্য কামনায় সে ঐ মৃত দাসী বা গোলাম হাদিয়া দিবে!

অনুরূপ খুশুবিহীন সালাত এবং হৃদয়ের উপস্থিতি ও আল্লাহমুখীতার স্পৃহা ব্যতীত সালাতের মর্যাদা ঐ মৃত গোলাম কিংবা দাসীর মত, যা সে কোনো বাদশাকে প্রদান করতে চায়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার থেকে তা কবুল করেন না এবং সাওয়াবও দেন না। যদিও দুনিয়ার বিচারে তার উপর অর্পিত ফরজ আদায় হয়ে যায়, কারণ বান্দার সালাতের অংশ তা'ই যা সে অনুধাবন করতে পারে। যেমন মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন -

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

এমন লোকও আছে (যারা সালাত আদায় করা সত্ত্বেও সালাতের রুকন ও শর্তগুলো সঠিকভাবে আদায় না করায় এবং সালাতে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও খুশুখুযু না থাকায় তারা সালাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব পায় না। বরং তারা দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের একভাগ বা অর্ধাংশ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়।[৮]

এটা জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত আমল এ নিয়মেই চলে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট আমলের মর্যাদা অন্তরে ঈমান, ইখলাস, ভালোবাসা ইত্যাদির আলোকেই হয়। তাই আমল যখন পূর্ণ হবে তখন গুনাহকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিবে, আর যখন আমল অসম্পূর্ণ হবে তখন সে অনুপাতে গুনাহ মোচন করবে।

---

[৮] সুনানু আবু দাউদ হাদীস নং : ৭৯৬

আমল বিনষ্টকারি বিষয় হতে সতর্কতা

- ❖ আল্লাহ তা'আলার নিকট আমলের মর্যাদা অন্তরে ঈমান, ইখলাস, ভালোবাসা ইত্যাদির আলোকে নির্ধারিত হয়।
- ❖ আমলের পূর্ণতা ও অপূর্ণতার আলোকে বান্দার গুনাহ মাফ করা হয়।

এ দুই মূলনীতির দ্বারা অনেক সংশয় নিরসন হয়ে যায়। এর দ্বারা দূরীভূত হয় ঐ সংশয় যা কতক অবুঝ ব্যক্তি এ হাদীসের উপর উত্থাপন করে।

রাসূল ﷺ বলেন -

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

আর আরাফাহ দিবসের রোজা সম্পর্কে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী যে, তা পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মুছে দিবে। আর আশুরার রোজা সম্পর্কে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহ সমূহের কাফফারাহ হয়ে যাবে।[৯]

তারা বলে, আরাফার দিনে ও আশুরার দিনে রোজা রাখলে কীভাবে একজন ব্যক্তির এক বছরে তিন বছরের গুনাহের কাফফারা হবে?

কেউ কেউ এর জবাবে বলেছেন : গুনাহ মুছে যাওয়ার পর এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

আফসোস! গুনাহ মোচনকারী সকল আমল একটির সাথে অন্যটি মিলিয়েও যদি বান্দার গুনাহসমূহ মুছে যেত!!

কারণ আমলের দ্বারা গুনাহ মোচন হওয়ার বিষয়ে শর্ত রয়েছে এবং তা আমলের ভিতরে বাহিরে প্রতিবন্ধকতা না থাকার উপর

---

[৯] সহিহ মুসলিম হাদীস নং : ১১৬২

নির্ভরশীল। যদি বান্দা নিশ্চিত হয় যে, সে সকল শর্ত পূরণ করেছে এবং তার আমল সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত। তবে ঐ আমল তার জন্য গুনাহের কাফফারা হবে। কিন্তু যে আমলে গাফলত রয়েছে, ইখলাস হারিয়েছে যা আমলের রূহ ও মগজ এবং তার হক ঠিকমতো আদায় করেনি এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি, তাহলে এ আমল কীভাবে গুনাহের কাফফারা হবে?

বান্দা যদি আন্থাবান হয় সে গোপনে ও প্রকাশ্যে আমলের হক পুরোপুরি আদায় করেছে। পাপ মোচনের প্রতিবন্ধক বা আমল নষ্টকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়নি। তথা আত্মমুগ্ধতা, অহংকার, নিজেকে ধন্য মনে করা, আমলের দ্বারা সম্মান কামনা করা, অথবা মনে মনে আমলের কারণে তার সম্মানকারীদের খোঁজা, অথবা আমলের কারণে যারা তাকে সম্মান করে না তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, মনে করা তাকে সম্মান না করে তার হক নষ্ট করেছে এবং তার সম্মানকে ছোট করেছে ইত্যাদিতে লিপ্ত হলে এ আমল কী মোচন করবে? এ আমল দ্বারা কোনো গুনাহ মোচন হবে না।

আমল বিনষ্ট ও ধ্বংসকারী বিষয় অসংখ্য। তাই মর্যাদা শুধু আমলের মধ্যেই নয় বরং আমলকে ধ্বংসকারী বিষয় হতে হেফাযতের মধ্যেও।

সুতরাং রিয়া বা লৌকিকতা তা যতই ক্ষুদ্র হোক আমলকে বরবাদ করে।

আমল সুন্নাহ মোতাবেক না হওয়াও আমলকে ধ্বংস করে।

আমল দ্বারা মনে মনে আল্লাহর উপকার করেছে মনে করাও আমলকে বরবাদ করে।

এমনিভাবে দান সদকা, সৎ কর্ম, সদাচার, অনুগ্রহ, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে খোঁটা দেয়াও আমলকে নষ্ট করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

হে মু'মিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না।[১০]

এমনিভাবে অধিকাংশ মানুষ পাপ/গুনাহ সম্পর্কে বেখবর অথচ গুনাহ নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উচ্চ করো না। তোমরা নিজেরা পরস্পরে যেমন উচ্চ আওয়াজে কথা বল, তাঁর সঙ্গে সে রকম উচ্চ আওয়াজে কথা বলো না। তা করলে তোমাদের (যাবতীয়) আমল নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তোমরা একটু টেরও পাবে না।[১১]

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সতর্ক করে বলেন, তারা নিজেরা পরস্পরে যেমন উচ্চ আওয়াজে কথা বলে, তদ্রুপ রাসূল ﷺ সঙ্গে সে রকম উচ্চ আওয়াজে কথা বলার দ্বারা তাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যদিও এটা ধর্মত্যাগ নয় তবে তা এমন গুনাহ যা আমলকে ধ্বংস করে দেয় কিন্তু ব্যক্তি তা উপলব্ধিও করতে পারে না।

রাসূল ﷺ আওয়াজের উপর আওয়াজ উচ্চ করলে যদি আমল বরবাদ হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? যে রাসূল ﷺ এর কথা, আদর্শ, তরিকার উপর অন্য কারো কথা, আদর্শ, তরিকাকে প্রাধান্য দিবে? সে কি তার আমল বরবাদ করেনি অথচ সে টেরও পায় না!

এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন -

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।[১২]

---

[১০] ২ সূরা বাকারা আয়াত : ২৬৪

[১১] ৪৯ সূরা হুজরাত, আয়াত : ০২

[১২] বুখারী : ৫৫২,৫৯৪

সুতরাং আমল করার সময় ও করার পরে আমল বিনষ্টকারী ও বাতিলকারী বিষয়সমূহ জানা এবং তা হতে সচেতন থাকা বান্দার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে, নিশ্চয়ই বান্দা গোপনে আল্লাহ তা'আলার জন্য আমল করে যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। এরপর সে এ আমল নিয়ে আলোচনা করে। ফলে তা গোপন আমলনামা হতে প্রকাশ্য আমলনামায় চলে যায়। যদি সে আলোচনা করে গায়রুল্লাহর নিকট সুনাম, সুখ্যাতি, সম্মান ও পদমর্যাদার লোভে, তাহলে সে তার আমল বরবাদ করলো। যেন সে এ উদ্দেশ্যেই আমল করলো।

প্রশ্ন হতে পারে, তাওবাহ করলে কি আমলের সাওয়াব ফিরে পাবে? যদি সে গায়রুল্লাহর জন্য আমল করে তাহলে তাওবার মাধ্যমে আমল সংশোধন হবে না। তবে তাওবার কারণে শাস্তি মাফ হবে। ফলে এ আমল কাজেও আসবেনা ক্ষতির কারণও হবে না। আর যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই আমল করে অতঃপর আত্মমুগ্ধতা, রিয়ায় লিপ্ত হয়, অথবা আমলের আলোচনা করে, এরপর লজ্জিত হয়ে তাওবাহ করে তাহলে আশা করা যায় আমল বরবাদ হবে না। তার সাওয়াব ফিরে পাবে।

কেউ কেউ বলেন, আমলের সাওয়াব ফিরে পাবেনা, নতুন করে আমল করতে হবে।

এ মাসআলার ভিত্তি একটি মূলনীতির উপর। তা হলো, শুধু মুরতাদ[১৩] হওয়া কী আমল বরবাদ করে নাকি মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যু হলে আমল বরবাদ হয়? এতে উলামায়ে কেরামের দু'টি প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে। উভয়টি ইমাম আহমদ ﵀ হতে বর্ণিত।

যদি বলি শুধু মুরতাদ হওয়ার দ্বারা আমল বরবাদ হয়ে যায়, তাহলে যখনই সে মুসলমান হবে, আমল নতুনভাবে শুরু হবে। আর ইসলামের পূর্বের সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বলি

---

[১৩] যদি কোনো মুসলমান কোনো ধরণের কুফরে লিপ্ত হয়, তা কথা হোক কিংবা কাজ এবং এ কারণে তার ঈমান ভেঙে যায়, তাহলে ওই ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুরতাদ'।

মুরতাদ হয়ে মৃত্যু হওয়া ব্যতীত তার আমল বরবাদ হবে না। তাহলে যখনই সে ইসলামের দিকে ফিরে আসবে তার আমলের সাওয়াবও ফিরে আসবে।

এভাবেই বান্দা যখন নেকির কাজ করার পর গুনাহ করে এ গুনাহ তার আমলকে বরবাদ করে দেয়। এরপর গুনাহ হতে তাওবাহ করলে এ মূলনীতির আলোকেই সিদ্ধান্ত হবে।

পাপ ও পুণ্যের লড়াই

এ মাসআলা নিয়ে সব সময় আমার মনে খটকা ছিল। আর এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সব সময় আমি আগ্রহী ছিলাম। তবে কাউকে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে দেখিনি। আমার কাছে যা মনে হয় নিশ্চয়ই পাপ ও পুণ্য পরস্পর মোকাবিলা ও লড়াই করে। বিজয়ী পরাজিতকে এমনভাবে বশীভূত করে যেন পরাজিত ছিলোই না। আল্লাহই ভালো জানেন, তিনিই সাহায্যকারী, তিনি ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

সুতরাং বান্দার উপর যখন নেক আমল বিজয়ী হয়, তার অধিক পুণ্য গুনাহকে নিষ্ফল করে দেয়। যখন সে গুনাহ হতে তাওবাহ করে, গুনাহের ফলে বরবাদ হওয়া নেকি তাওবার কারণে যোগ হয়ে অনেক নেকি হয়। বান্দা যখন অন্তরের গভীর থেকে তাওবার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়, নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন এটি তার পূর্বের সকল গুনাহকে জ্বালিয়ে দেয়। যেন পূর্বে তার কোন গুনাহই ছিলোনা। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে -

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ.

গুনাহ হতে তাওবাহকারী ঐ ব্যক্তির মতো যার গুনাহই নেই।[১৪]

হাকিম ইবনে হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) আমি সদকা প্রদান, দাসমুক্ত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

---

[১৪] ইবনে মাজাহ : ৪২৫০, তবারানী আল মুজামুল কাবীর : ১০২৮১

রক্ষা করার মত যত কাজ করেছি সেগুলোতে সওয়াব হবে কি? তখন নবী ﷺ বললেন -

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

তুমি যে সব ভালো কাজ করেছ তা নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ (তুমি সেসব কাজের সওয়াব পাবে)।[১৫]

এ হাদীসের আলোকে বুঝা গেলো শিরকের কারণে তার বাতিল হওয়া নেক আমলের সাওয়াব ইসলাম ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বান্দা যখন শিরক হতে তাওবাহ করবে তখন তার পূর্বের করা নেক আমলের প্রতিদান তার নিকট ফিরে আসবে।

এমনিভাবেই বান্দা যখন একনিষ্ঠভাবে তাওবাহ করে এটি তার পূর্বের গুনাহসমূহকে জ্বালিয়ে দিবে এবং তার নেক আমলের সাওয়াবও ফিরিয়ে দিবে।

এটা সুস্পষ্ট যে, গুনাহ ও অপরাধ অন্তরের ব্যাধি। যেমন জ্বর ও ব্যথা শারীরিক ব্যাধি। আর রোগী যখন তার রোগ হতে পূর্ণ সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য ফিরে পায়, তার নিকট তখন পূর্বের শক্তি ফিরে আসে বরং পূর্বের চেয়েও বেশি শক্তি লাভ করে। তার নিকট এমন মনে হয়, যেন সে কখনো দুর্বলই হয়নি। এখানে পূর্বের শক্তি হলো নেকির পর্যায়ে আর রোগ হলো গুনাহের পর্যায়ে, সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য হলো তাওবার পর্যায়ে।[১৬]

যেভাবে কোনো রোগী তার স্বাস্থ্যের দুর্বলতার কারণে কখনো সুস্থতা ফিরে পায় না। কোনো রোগী উপায় উপকরণ ও সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্বেকার পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পায়। আবার কোনো রোগী সুস্থতার উপকরণের আধিক্যের উসিলায় পূর্বের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও সজীবতা ফিরে পায়। এমনকি কখনো কখনো এ রোগ তার সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার মাধ্যম হয়।

যেমন কবি বলেন -

---

[১৫] বুখারী : ১৪৩৬, ২২২০, ২৫৩৮, ৫৯৯২, মুসলিম : ১/৫৫, হা : ১২৩, আহমাদ : ১৫৩১৯

[১৬] যাদুল মায়াদ : ৩/৪২৪-৪২৫

لَعَلَّ عَتْبَكَ مَحْمُوْدٌ عَوَاقِبُهُ . . . فَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ.

হয়তো তোমার তিরস্কারের পরিণাম প্রশংসিত হওয়া। কখনো কখনো রোগের দ্বারা শরীর পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। এভাবে বান্দাও তার তাওবার ফলে এ তিন অবস্থার কোন এক অবস্থা লাভ করে।

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

আদেশ নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলার নিষেধাবলির প্রতি সম্মান প্রদানের আলামত হলো, নিষিদ্ধ বিষয়ের সম্ভাব্য স্থান, উপায়, উপকরণ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে আহ্বানকারী বিষয় হতে দূরত্ব বজায় রাখা। এমন পথ থেকে বিরত থাকা যা নিষিদ্ধ বিষয়ের নিকটবর্তী করে। যেমন ছবি দ্বারা ফেতনায় নিপতিত হওয়ার ভয়ে ছবি যুক্ত স্থান হতে পলায়ন করা এবং সমস্যাযুক্ত বিষয় হতে বাঁচার জন্য সমস্যাহীন বিষয় ছেড়ে দেয়া। মাকরুহে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে অপ্রয়োজনীয় হালাল থেকে দূরে থাকা। এমন ব্যক্তি হতে দূরত্ব বজায় রাখা যে প্রকাশ্যে পাপ করে, পাপকে সুন্দর করে তুলে, পাপের দিকে ডাকে, পাপকে হালকা মনে করে এবং পাপের ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না। কেননা এমন লোকের সাথে মেলামেশা আল্লাহ তা'আলার রাগ ও ক্রোধের কারণ। এমন লোকের সঙ্গে মিশতে পারে ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় হতে আল্লাহ তা'আলার সম্মান উঠে গেছে।

নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদানের আরো আলামত হলো - আল্লাহ তা'আলার নিষেধাবলি লঙ্ঘিত হলে, আল্লাহ তা'আলার জন্য রাগান্বিত হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার জমিনে তাঁর অবাধ্যতা হলে, আদেশ ও হুদুদ (দন্ডবিধি) প্রতিষ্ঠায় তাঁর আনুগত্য না করলে এবং এ অন্যায়কে পরিবর্তন করতে সক্ষম না হলে, হৃদয়ে যন্ত্রণা ও ব্যথা অনুভব করা।

নিষেধাবলির সম্মান প্রদানের আরো আলামত হলো, রুখসতের (শিথিলতা প্রদর্শনের) ক্ষেত্রে এ পরিমাণ শিথিলতা করবে না যে,

ব্যক্তি সহজ সরল ও মধ্যম পন্থা থেকে সরে যায়। যেমন, প্রচণ্ড গরমে যোহরের সালাত ঠাণ্ডা হলে আদায়ের নির্দেশ সুন্নাহতে এসেছে।[১৭] এ ক্ষেত্রে উদাসীনতা হলো শেষ সময় কিংবা সময় শেষ হওয়ার কাছাকাছি পর্যন্ত দেরি করা। অথচ এ শিথিলতা প্রদর্শনের হেকমত হলো বান্দা যেন প্রচণ্ড উত্তাপে বান্দা অসন্তুষ্টি ও কষ্টসহ সালাত আদায় না করে। ফলে তার খুশু ও হুজুরে ক্বলব এর সাথে নামায আদায় করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর হেকমত হলো, যাতে বান্দা হুজুরে ক্বালবের সাথে সালাত আদায় করতে পারে এবং খুশু ও আল্লাহমুখীতা অর্জন করতে পারে।

এভাবেই রাসূল ﷺ খাবারের উপস্থিতির সময়, অথবা পেশাব পায়খানা আটকে রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে যেন নামাযের খুশু হারিয়ে না যায়। কারণ এটা সালাতের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে এবং সালাতের লক্ষ্য অর্জিত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের বুঝ হলো, সে তার কাজ হতে ফারেগ হয়ে সালাতের জন্য হৃদয়কে পুরোপুরি প্রস্তুত করবে এবং আল্লাহর জন্য হৃদয়কে খালি করে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে আল্লাহমুখী হয়ে সালাতে দাঁড়াবে। এ রকম দুই রাকাত সালাত তার পূর্বের সকল গুনাহকে মাফ করে দিবে। সুতরাং রুখসাতের (শিথিলতা প্রদর্শনের) উদ্দেশ্য চরম শিথিলতা নয়।

এমনিভাবে রাসূল ﷺ মুসাফিরের জন্য ধারাবাহিক সফরের কারণে প্রত্যেক ওয়াক্তে সালাত আদায় করা কঠিন হলে দুই সালাত একত্রে আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন। কেউ যদি বাসস্থানে একদিন, দুই দিন অথবা তিন দিন অবস্থান করে তার জন্য দুই সালাত একত্রে আদায় করা জরুরী নয়। যেহেতু সে কষ্ট ব্যতীত প্রত্যেক সালাত সময়মত আদায় করতে পারছে। সুতরাং দুই সালাত একত্র করা সব সময়ের সুন্নাত নয়। যেমনটি অনেক মুসাফির ধারণা করে। সফরের সুন্নাত দুই সালাত একত্র করা চাই তার সমস্যা থাকুক কিংবা না

---

[১৭] বুখারী : ৫৩৩, ৫৩৪, মুসলিম : ৬১৫

থাকুক। বরং দুই সালাত একত্র করা সাময়িক ছাড় আর সব সময়ের সুন্নাত হলো কসর করা।*[১৮]

অতএব, মুসাফিরের সুন্নাত হলো চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত দুই রাকাত আদায় করবে চাই তার ওজর থাকুক কিংবা না থাকুক। দুই সালাত একত্র করাও ছাড়। তাই একেকটার একেক অবস্থা।

এমনিভাবে খাবার গ্রহণে পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়া হারাম নয়। তবে এতে বান্দার এমন শিথিলতা উচিত নয় যে, পরিতৃপ্তির নামে উদরপূর্তি ও অতিভোজন করবে। খাবার নিয়েই পড়ে থাকবে এবং খাবারের জন্যই পেরেশান হবে। বরং বান্দার উচিত ক্ষুধার্ত হলে খাবে, খাবারের আগ্রহ বাকী থাকতেই খানা ছেড়ে দিবে। এর মানদণ্ড হচ্ছে রাসূল ﷺ এর হাদীস -

فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[১৯]

সুতরাং সে যেন তার পেটের সকল অংশই খাবার দিয়ে ভরে না ফেলে।

আবার অনেকে অযুর সময় কুমন্ত্রণার স্বীকার হয়ে অযু করতে করতে নামাজের সময় শেষ করে ফেলে অথবা তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় বার বার বলতে বলতে সূরা ফাতিহা ছুটে যায় অথবা কখনো রাকাত ছুটে যাওয়ার উপক্রম হয়। এটা চরম পর্যায়ের কঠোরতা। অনেকে এ পরিমাণ পরহেজগারি দেখায় যে, সন্দেহযুক্ত কিছু পেটে যাওয়ার ভয়ে সাধারণ মুসলমানদের কিছুই খায় না! এরকম বাতিল ধার্মিকতা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী কিছু আবেদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এমনকি তারা মুসলমানদের দেশ হতে আমদানি করা কিছুই খায় না, আর বিজাতীয়দের দেশ হতে আমদানি করা বস্তু আগ্রহ নিয়ে খায়। ফলে তার অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ি মুসলমানদের ব্যাপারে মন্দ

---

[১৮] এটা মুসান্নিফ রহঃ এর মাযহাব, হানাফি মাযহাবে দুই সালাত একসাথে আদায় করার জায়েজ নেই।

[১৯] সুনান আত তিরমিজি : ২৩৮০

ধারণা আর খৃষ্টানদের ব্যাপারে ভালো ধারণার মধ্যে ফেলে দেয়। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন লাঞ্ছনা হতে পানাহ চাই।

সুতরাং আদেশ নিষেধের প্রতি সম্মানের মূলকথা হলো, চরম শিথিলতা ও কঠোরতায় আদেশ নিষেধের বিপরীত করা যাবে না। বরং লক্ষ্য হবে সীরাতে মুস্তাকীম যা তার পথিককে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।

আর আল্লাহ তা'আলার আদেশের ক্ষেত্রে শয়তানের দুই ধরণের প্ররোচনা থাকে। অবহেলা ও কমতি নতুবা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি। বান্দাকে এ দুই ভুলে নিপতিত করেই সে সফল হবে বলে মনে করে না বরং বান্দার হৃদয়ে সে সুযোগ খুঁজতে থাকে। যদি বান্দার মাঝে কোনো অবহেলা, শিথিলতা বা অবসন্নতা পায়। এ সুযোগে তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে আমল হতে সরিয়ে দেয়। তাকে অলস ও অবসন্ন করে তার জন্য অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা আশার রাস্তা খুলে দেয়। এমনকি বান্দা কখনো কখনো মূল লক্ষ্য হতে ছিটকে পড়ে। আর যদি বান্দাকে সজাগ, সতর্ক, ও প্রত্যয়ী পায় এবং তাকে ধরাশায়ী করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে অতিরিক্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর আদেশ করে। তোমার হিম্মত অনেক, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট নয় ইত্যাদি বলে তাকে প্ররোচনা দেয়। তোমার উচিত আমলকারীদের থেকে বেশি আমল করা। তারা যখন ঘুমায় তুমি ঘুমাবেনা। তারা রোযা না রাখলেও তুমি রোযা রাখবে। তারা কেউ অযুতে হাত তিনবার ধুলে তুমি সাতবার ধুবে। তারা সালাতের জন্য অযু করলে তুমি গোসল করে নাও। এ জাতীয় বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনে তাকে লিপ্ত করে। এসব চিন্তাভাবনাগুলো তাকে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের দিকে নিয়ে যায়। যা তাকে সরল পথ হতে সরে যেতে প্ররোচিত করে।

আর উভয় শ্রেণী হতে শয়তানের লক্ষ্য তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীম হতে বিচ্যুত করা। এভাবে সে অনেক মানুষকে ফেতনায় ফেলে দেয়। তার এ ফেতনা থেকে বিজ্ঞ আলেম, শক্তিশালী ঈমানদার এবং সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারীগণ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না।

আদেশ নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদানের আরো আলামত হলো - বান্দা আদেশ পালন করতে গিয়ে কোনো কারণ বা হেকমত খুঁজবে না।

কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতি আনুগত্য ও সমর্পিত হওয়াকে দুর্বল করে দেয়। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আদেশ ও হুকুম মেনে তাঁর প্রতি সমর্পিত হতে হবে। চাই তার পেছনে কোন হেকমত প্রকাশিত হোক কিংবা না হোক। যদি আদেশ-নিষেধের কোনো হেকমত প্রকাশিত হয় তবে তাকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরো অধিক সমর্পিত হওয়ার কারণ বলে মনে করবে। এটা বিবেচনা করবে না যে, এ হেকমত প্রকাশিত না হলে আদেশ-নিষেধ হতে পিছু হটবে কিংবা পুরোপুরি ছেড়ে দিবে। যেমনটি কতক অসহায় যিন্দিক[২০] ও তাসাউফের সাথে যুক্ত লোকজন করে থাকে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করতে, হৃদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও জিহ্‌বাকে তাঁর দাসত্বে ব্যবহার করতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই দাসত্ব প্রকাশ। দাসত্ব প্রকাশের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সালাতের বিধান দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টি করে তাকে সকল সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তার হৃদয়কে করেছেন ঈমান, তাওহীদ, ইখলাস, ভালোবাসা, লজ্জাশীলতা, তা'জিম (সম্মান), ও মুরাকাবার মূল্যবান বাসস্থান। তার প্রতিদানকে করেছেন তাঁর দীদার, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের মতো সর্বোত্তম প্রতিদান। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদের পরীক্ষা করেন শাহওয়াত, গযব বা রাগ ও গাফলত দিয়ে এবং তার দুশমন ইবলিশ শয়তানকে দিয়ে। শয়তার তার কর্ম থেকে বিরত হয় না। সে বান্দার নফস ও তবিয়তের (স্বভাব) দরজা দিয়ে তার ভেতর প্রবেশ করে। ফলে বান্দার বিরুদ্ধে শয়তান, নফস ও প্রবৃত্তি তিন শত্রু একজোট হয়। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তাদের ইচ্ছামত কাজে লাগায়। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে যায় তাদের অনুগত হাতিয়ার, কারণ আনুগত্যের বাহিরে এদের ক্ষমতা নেই। তাই তারা যেভাবে চায় যেখানে চায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেভাবে তাদের আনুগত্য করে।

---

[২০] যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে বাহ্যত মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু অন্তরে কুফরি আকিদা-বিশ্বাস লালন করে। এমন ব্যক্তিকে বলা হয় 'যিন্দিক'।

পরাক্রমশালী করুণাময় রবের রহমতের চাহিদা হলো তাঁর বান্দাকে সাহায্য করবেন অন্য সৈন্য দিয়ে, অন্য সহায়তা দিয়ে। যা ঐ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়বে যারা তাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তাই তিনি তার নিকট রাসূল পাঠালেন। তার উপর কিতাব নাজিল করলেন। এবং তাকে সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে শক্তিশালী করলেন। যারা তার দুশমন শয়তানের মোকাবিলা করে। শয়তান তাকে কোনো নির্দেশ দিলে ফেরেশতা তাকে রবের আদেশ দেয়। আর তার নিকট শয়তানের আনুগত্যের ক্ষতি বয়ান করে।
সুতরাং একবার শয়তান তাকে ঘিরে ধরে একবার ফেরেশতা তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনে। আর বিজয়ী সেই হয় যাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন এবং নিরাপদ সেই থাকে যাকে আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করেন।

আর তিনি নফসে আম্মারার (اَلنَّفْسُ الْأَمَّارَةُ) বিপরীতে নফসে মুতমাইন্নাহ (اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) দিয়েছেন। নফসে আম্মারাহ খারাপের আদেশ করলে নফসে মুতমাইন্নাহ তা করতে নিষেধ করে। নফসে আম্মারাহ ভালো কাজে নিষেধ করলে নফসে মুতমাইন্নাহ সে কাজের আদেশ করে। ফলে যখন যেটা তার উপর বিজয়ী হয় তখন সে একেক বার একেক জনের আনুগত্য করে। কখনো কখনো একটি এমনভাবে দমন হয় যা আর কখনো শক্তিশালী হয় না।
আর তিনি প্রবৃত্তি (যা শয়তানের আনুগত্যে প্রেরণা দেয়) ও নফসে আম্মারার বিপরীতে নূর, অন্তর্দৃষ্টি ও আকল দিয়েছেন যা প্রবৃত্তির অনুসরণে বাধা দেয়। সে যখন প্রবৃত্তির সাথে যেতে চায় তাকে নূর, অন্তর্দৃষ্টি ও আকল ডেকে বলে, 'সতর্ক হও তোমার সামনে ধ্বংস ও পতন রয়েছে, তুমি চোর ও ডাকাতের খপ্পরে পড়বে।'
বান্দা কখনো তার কল্যাণকামীর আনুগত্য করে, ফলে তার জন্য স্পষ্ট হয় তার কল্যাণকামনা ও পথ প্রদর্শন। কখনো প্রবৃত্তির দেখানো পথে চলে ফলে সে সব হারিয়ে ফেলে। সে জানে কেন সে সব হারিয়ে ফেলছে, তবুও সে ঐ পথেই চলে কেননা প্রবৃত্তি তার উপর জয়ী হয়ে গেছে। প্রবৃত্তি তার উপর শক্তিশালী হয়েছে এবং তার উপর আধিপত্য

বিস্তার করে নিয়েছে। যদি সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে দুর্বল করতো তাহলে এ প্রবৃত্তি তার উপর অবস্থান গড়তে পারত না। কিন্তু সে নিজেই তাকে সুযোগ দিয়েছে, নিজেকে তার হাতে তুলে দিয়েছে। সেতো ঐ ব্যক্তির মতো যে নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে শত্রু তাকে বন্দী করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিচ্ছে। এখন সে ফরিয়াদ করে কিন্তু তার ফরিয়াদ কেউ শুনেনা। এভাবেই বান্দা শয়তান, প্রবৃত্তি ও নফসে আম্মারার কাছে বন্দী হয় এরপর মুক্তি চায় কিন্তু মুক্তি পেতে সক্ষম হয় না।

দুনিয়ার হাকীকত

যখন বান্দাকে পরীক্ষা করা হয়েছে, তাকে সেনাবাহিনী, সরঞ্জাম এবং দুর্গ দিয়ে সাহায্যও করা হয়েছে। আর তাকে বলা হয়েছে, তুমি তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর প্রয়োজনে এ সেনাবাহিনী, সরঞ্জাম এবং দুর্গ হতে ইচ্ছামত নাও। আর মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করে যাও। মৃত্যু তোমার নিকটে, লড়াইয়ের সময় অতি সামান্য।

মৃত্যুর একটা দৃষ্টান্ত এমন যে, তুমি মহান বাদশাহর অধীনে আছ, আর তিনি তোমার নিকট তাঁর দূতগণ প্রেরণ করলেন। তারা তোমাকে বাদশাহর ঘরে নিয়ে গেল। আর তুমি এ লড়াই হতে বিশ্রাম গ্রহণ করলে। তোমাকে তোমার শত্রুর থেকে পৃথক করে দেয়া হলো। তোমাকে সম্মানের ঘরে রাখা হলো। তুমি তোমার ইচ্ছামত সেখানে ঘুরাঘুরি করছ আর তুমি চেয়ে চেয়ে দেখছ যে, তোমার শত্রুকে কঠিন কারাগারে বন্দী করা হয়েছে। যে কারাগারে সে তোমাকে বন্দী করতে চেয়েছে তাকেই সেখানে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হলো এবং সে সেখান থেকে মুক্ত হতে নিরাশ হয়ে গেল।

তুমি সামান্য সময় সবর করার ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ায়ে অটল থাকার প্রতিদান স্বরূপ তুমি তাই পাবে যা তোমার মন চায়, যাতে তোমার চোখ জুড়ায়।

সময়ের স্বল্পতা ও দ্রুত শেষ হওয়া অনুধাবন করা নফসের জন্য কঠিন হলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার বাণী নিয়ে একটু গভীর চিন্তা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন এক দিনের সামান্য অংশের অধিক দুনিয়াতে অবস্থান করেনি।[২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.

যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।[২২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, পৃথিবীতে কত বছর তোমরা অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, আমরা একদিন বা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম। অতএব তুমি গণনাকারীদের জিজ্ঞেস কর। তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে, তোমরা যদি জানতে![২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ

---

[২১] ৪৬. সূরা আহকাফ আয়াত : ৩৫

[২২] ৭৯. সূরা নাজিয়াত : ৪৬

[২৩] ২৩. সূরা মুমিনুন : ১১২-১১৪

لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا.

যেদিন সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে আর আমি অপরাধীদেরকে একত্রিত করব (ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত) দৃষ্টিহীন অবস্থায়। তারা চুপিসারে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে যে, (দুনিয়াতে) দশ দিনের বেশি তোমরা অবস্থান করনি। আমি ভালভাবেই জানি তারা যা বলে। তাদের মধ্যে যে উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে, তোমরা একদিনের বেশি অবস্থান করনি।[২৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ভাষণ দিচ্ছেন আর তিনি বলেছেন -

أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ.

জেনে রাখ! তোমাদের এই দুনিয়ার যতটুকু অতীত হয়ে গেছে, সেই হিসাবে এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই যতটুকু আজকে এই দিনের অতিবাহিত হয়েছে তার তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে।[২৫]

সুতরাং জ্ঞানী কল্যাণকামী যেন এ হাদীস নিয়ে একটু চিন্তা ফিকির করে। সে যেন ভাবে এ সময়ে সে কি অর্জন করেছে? সে তো ধোঁকা ও অলীক স্বপ্নে আছে। সে অতি তুচ্ছ নগন্য সুখের পরিবর্তে চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী নেয়ামতকে বিক্রি করেছে। যদি সে আল্লাহ ও আখিরাতকে কামনা করতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সহজভাবে এ সুখ শান্তি দান করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে -

بِعِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ تَرْبَحْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تَبِعِ الْآخِرَةَ بِالدُّنْيَا تَخْسَرْهُمَا جَمِيعًا.

হে আদম সন্তান, আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে বিক্রি করে দাও, তাহলে তুমি উভয়টি লাভ করবে। আর দুনিয়ার বিনিময়ে

---

[২৪] ২০. সূরা ত্বহা আয়াত : ১০২-১০৪

[২৫] তিরমিজি : ২১৯১

আখিরাতকে বিক্রি করোনা তাহলে তুমি উভয়টি হারাবে।
কতক সালাফ বলেন -

اِبْنَ آدَمَ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ إِلَى نَصِيْبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ أَحْوَجُ فَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا أَضَعْتَ نَصِيْبَكَ مِنَ الْآخِرَةِ وَكُنْتَ مِنْ نَصِيْبِ الدُّنْيَا عَلَى خَطَرٍ وَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيْبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ فُزْتَ بِنَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَانْتَظِمْتَهُ اِنْتِظَامًا.

হে আদম সন্তান, তুমি তোমার দুনিয়ার অংশের প্রতি মুখাপেক্ষী। তুমি তোমার আখিরাতের অংশের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। তুমি যদি দুনিয়ার অংশকে প্রাধান্য দাও তাহলে তোমার আখিরাতের অংশ হারাবে ও দুনিয়ার অংশ নিয়ে বিপদে থাকবে। আর যদি আখিরাতের অংশকে প্রাধান্য দাও তাহলে তুমি দুনিয়া পেয়ে সফল হবে আর আখিরাত তো পাবেই।

হযরত উমর ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, হে মানবমন্ডলী! তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়নি, আর তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না। অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রত্যাবর্তনস্থল, যাতে তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন। তখন আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের ফায়সালা করবেন। সেদিন ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রহমত থেকে বের করে দেয়া হবে। যে রহমত সব কিছু বেষ্টন করে আছে। এবং যে ব্যক্তিকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যে জান্নাত আসমান ও জমিন সমান বিস্তৃত।

নিঃসন্দেহে পরকালের নিরাপত্তা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আজ তথা দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালের অগণিত নেয়ামতের বিনিময়ে স্বল্প নেয়ামত, স্থায়ী বস্তুর বিনিময়ে অস্থায়ী বস্তু এবং সৌভাগ্যের বিনিময়ে দুর্ভাগ্য বিক্রি করে দেয়। তোমরা কি দেখছ না যে, অবশ্যই তোমরা জন্মেছ ধ্বংসশীলদের ঔরসে। আর অচিরেই তোমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে পরে অনাগতরা, এমনকি তাদেরও সর্বোত্তম উত্তরাধিকারীদের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর

তোমরা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে তাকে বিদায় দিচ্ছ যে তার হায়াত শেষ করেছে এবং তার মৃত্যু এসে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে বালিশ ও বিছানাপত্র ছাড়াই মাটির গর্তে দাফন করছ। যেখানে থাকে না তার কোনো উপায় উপকরণ ও বন্ধু বান্ধব। সবকিছু থেকে সে থাকে বিচ্ছিন্ন। সে হবে হিসাবের ও বিচারের মুখোমুখি। পার্থিব জীবনে রেখে যাওয়া সম্পদের প্রতি সে হবে অমুখাপেক্ষী। মুখাপেক্ষী হবে কেবল পার্থিব জীবনে প্রেরিত নেক আমলের প্রতি।[২৬] উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়ার এ সামান্য সময়ে সেনাবাহিনী, অস্ত্র, ও মদদ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তার জন্য তার দুশমনের কবল হতে বাঁচার পথ বর্ণনা করেছেন এবং বন্দী হলে তা হতে নিষ্কৃতির পথ বলে দিয়েছেন।

একটি হাদীসে কুদসীর ব্যাখ্যা -

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيسٰى إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ. فَقَالَ يَحْيٰى أَخْشٰى إِنْ سَبَقْتَنِيْ بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِيْ أَوْ أُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلأَ الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوْا عَلَى الشُّرَفِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ. أَوَّلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرٰى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ هٰذِهِ دَارِيْ وَهٰذَا عَمَلِيْ فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّيْ إِلٰى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضٰى أَنْ يَكُوْنَ عَبْدُهُ كَذٰلِكَ وَإِنَّ اللهَ

---

[২৬] আবু আইম আল হিলয়াহ : ৫/ ২৬৬,২৮৭, ২৯৫

أُمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ. وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتّٰى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ" . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ. اَللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعٰى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلّٰى وَصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلّٰى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ" .

আল-হারিস আল-আশ'আরী ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ﷺ কে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করলেন যেন তিনি নিজেও তদনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও তা আমল করার আদেশ করেন। তিনি এ নির্দেশগুলো লোকদেরকে জানাতে বিলম্ব করলে ঈসা ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ

দিয়েছেন যেন আপনি সে মোতাবেক আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও তা আমল করার আদেশ করেন। এখন আপনি তাদেরকে এগুলো করতে নির্দেশ দিন, তা না হলে আমিই তাদেরকে সেগুলো করতে নির্দেশ দিব। ইয়াহইয়া ﷺ বললেন, আপনি এ বিষয়ে যদি আমার অগ্রবর্তী হয়ে যান তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, আমাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে কিংবা আযাব নেমে আসবে। সুতরাং তিনি লোকদেরকে বাইতুল মুকাদ্দিসে একত্র করলেন। সব লোক সমবেত হওয়াতে মসজিদ ভরে গেল, এমনকি তারা ঝুলন্ত বারান্দায় গিয়েও বসল।

তারপর ইয়াহইয়া ﷺ তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন আমি সে মোতাবেক আমল করি এবং তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ করি।

সেগুলোর প্রথম নির্দেশটি হলো : তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থাপন করে তার উদাহরণ হল, এমন এক ব্যক্তি যে তার খালিস সম্পদ অর্থাৎ সোনা অথবা রুপার বিনিময়ে একটি দাস কিনল। সে তাকে (বাড়ীতে এনে) বলল, এটা আমার বাড়ী আর এগুলো আমার কাজ। তুমি কাজ করবে এবং আমাকে আমার প্রাপ্য দিবে। তারপর সেই দাস কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালিকের প্রাপ্য দিয়ে দিত অন্যকে। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে স্বীয় দাসের এমন আচরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

দ্বিতীয় : আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নামায আদায়ের জন্য আদেশ করেছেন। তোমরা নামায আদায়কালে এদিক সেদিক তাকাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা নামাযীর চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন বান্দা নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক না তাকানো পর্যন্ত।

তৃতীয় : আর আমি তোমাদের রোযার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তি যে কস্তুরীভর্তি একটি থলেসহ একদল মানুষের সাথে আছে। কস্তুরীর সুগন্ধ দলের সবার নিকট খুবই ভালো লাগে। আর রোযাদারের মুখের সুগন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধের চাইতেও অধিক প্রিয়।

চতুর্থ : আমি তোমাদের দান-খয়রাতের আদেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। তারপর সে নিজেকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিল (দান-খয়রাতের মাধ্যমেও বান্দা নিজেকে বিপদমুক্ত করে নেয়)।

পঞ্চম : আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তোমরা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র কর। যিক্‌রের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার দুশমনেরা তার পিছু ধাওয়া করছে। অবশেষে সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু হতে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। তদ্রুপ কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না।

নবী ﷺ বললেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন।

- ❖ কথা শুনবে,
- ❖ আনুগত্য করবে,
- ❖ জিহাদ করবে,
- ❖ হিজরত করবে
- ❖ এবং জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহেলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহ্‌বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার সেই আহ্‌বানে

নিজেদেরকে আহ্বান করবে, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন।[২৭]

রাসূল ﷺ এ মহা মূল্যবান হাদীসে উল্লেখ করেছেন কীভাবে বান্দা শয়তান হতে মুক্তি পাবে, কীভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি ও সফলতা লাভ করবে। সুতরাং সকল মু'মিনের উচিত এ হাদীস মুখস্থ রাখা ও অনুধাবন করা।

তাওহীদবাদী ও মুশরিকের উপমা

আল্লাহ তা'আলা এখানে তাওহীদবাদী ও মুশরিকের উদাহরণ দিয়েছেন। তাওহীদবাদী ঐ ব্যক্তির মতো যে তার মনিবের ঘরে মনিবের জন্যে কাজ করে, মনিব তাকে যে কাজে নিযুক্ত করেন সে তাই করে। আর মুশরিক ঐ ব্যক্তির মতো যাকে তার মনিব তার ঘরে তার কাজে নিযুক্ত করে কিন্তু সে মনিবের জন্যে কাজ না করে অন্যের জন্য কাজ করে। এভাবেই মুশরিক আল্লাহ তা'আলার জমিনে গায়রুল্লাহর জন্য কাজ করে এবং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নেয়ামত দিয়ে আল্লাহ তা'আলার দুশমনের নৈকট্য অর্জন করে।

এটা স্পষ্ট যে, আদম সন্তানের কারো যদি এ রকমের কোনো গোলাম থাকতো (যে মনিবের জন্য কাজ না করে অন্যের কাজ করে) তাহলে সে গোলাম তার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত গোলাম হতো। সে থাকতো তার উপর সবচেয়ে রাগান্বিত এবং সব সময় তাকে দূরে রাখতো। অথচ গোলাম মনিবের মতই মাখলুক। দু'জনেই অন্যের নেয়ামত ভোগ করে।

তাহলে সমগ্র জাহানের পালনকর্তা রাব্বুল আলামীন, যার পক্ষ থেকে বান্দার সকল নেয়ামত, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, সকল কল্যাণ তাঁর হাতে, সকল অকল্যাণ তিনি দূর করেন, বান্দার সৃষ্টি, তার প্রতি করুণা, পরিচালনা, রিযিক প্রদান, সুস্থতা দান ও

---

[২৭] তিরমিজি : ২৮৬৩, ইবনু খুজাইমা : ৯৩০, ইবনু হিব্বান : ৬২৩৩, মিশকাত : ৩৬৯৪, তা'লীকুর রাগীব : ১/১৮৯-১৯০, সহীহুল জামি' : ১৭২৪

প্রয়োজনসমূহ পূরণে যিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর সাথে এমন আচরণ করলে কেমন হবে?

তাহলে কীভাবে ভালোবাসায়, ভয়ে, আশায়, শপথে, মান্নতে, সম্পর্কে, তাঁর সাথে অন্যকে সমান করা উচিত হতে পারে? এটা কীভাবে উচিত হবে যে, বান্দা অন্যকে ভালোবাসবে যেমন আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবে বা তার চেয়ে বেশি, এবং অন্যকে ভয় করবে আল্লাহ তা'আলার সমান বা তার চেয়েও বেশি!?

তাদের অবস্থা, তাদের কথা-কর্ম এটাই প্রমাণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, ও অসন্তুষ্টি হতে তাদের জীবিত, মৃত শরিকদের ভালোবাসা, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, ও অসন্তুষ্টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। অথচ এটাই শিরক যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন।[২৮]

আল্লাহ তা'আলার কাছে কেয়ামতের দিন জুলুমের তিনটি রেজিস্টার থাকবে -

- ❖ এক প্রকারের রেজিস্টার যা হতে আল্লাহ কিছুই ক্ষমা করবেন না, আর তা হচ্ছে শিরক। আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না।
- ❖ আরেক প্রকার রেজিস্টার তা হতে আল্লাহ কিছুই ছাড়বেন না, তা হচ্ছে বান্দাদের পরস্পরের জুলম। আল্লাহ এটা পুরোপুরি বুঝিয়ে দিবেন।
- ❖ আরেক প্রকার রেজিস্টার যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আর তা হচ্ছে বান্দা আর তার রবের মাঝে কৃত জুলুম।

এটা সহজ ও দ্রুত মুছনযোগ্য রেজিস্টার। কেননা এটি তাওবাহ ও ইস্তেগফার দ্বারা মুছে যায়, মুছনকারী আমল দ্বারা মুছে যায়,

---

[২৮] সূরা নিসা, আয়াত ৪৮ ও ১১৬

মুছনকারী বিপদাপদ দ্বারা বা এজাতীয় আমল দ্বারা মুছে যায়। কিন্তু শিরক এর রেজিস্টার, তাওহীদ ছাড়া মুছে না। বান্দাদের পরস্পরের জুলম মাজলুমের ক্ষমা, নিষ্কৃতি ছাড়া মুছে না।

যেহেতু তিন প্রকারের রেজিস্টারের মধ্যে শিরক সবচেয়ে জঘন্য রেজিস্টার, আল্লাহ তা'আলা শিরককারীর উপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং মুশরিক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতে শুধুমাত্র তাওহীদবাদীরাই প্রবেশ করবে। কেননা তাওহীদ জান্নাতের চাবি, যার কাছে চাবি নেই তার জন্য দরজা খোলা হবে না। এমনিভাবে চাবি থাকলেও যদি তাতে দাঁত না থাকে তাহলেও খোলা হবে না।

এ চাবির দাঁত হলো সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, সত্যকথা বলা, আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।

যে বান্দা এ দুনিয়ায় উপযুক্ত চাবি নিয়ে আসবে তাওহীদ দ্বারা আর তাতে দাঁত যুক্ত করবে আমল দ্বারা সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় আসবে আর তার সাথে থাকবে এমন চাবি যা দিয়েই জান্নাত খুলতে হয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশে কোনো বাঁধাই তখন বাঁধা দিতে পারবে না। তবে তার গুনাহ ও অপরাধ যদি থেকে যায়, দুনিয়ায় তাওবাহ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা শেষ করতে না পারে এবং বিপদাপদ ও ভয়ভীতি যদি তাকে পবিত্র করতে না পারে। তবে তাকে এ গুনাহসমূহ হতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করা হতে আটকে রাখা হবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। যেন গুনাহের ময়লা ও আবর্জনা হতে বের হয়ে সে পবিত্র হয়ে যায়। কেননা জান্নাত পবিত্রদের ঘর। পবিত্র ছাড়া কেউ এতে প্রবেশ করতে পারে না।

জান্নাত পবিত্রদের ঘর

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

ফেরেশতা যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র অবস্থায় এই বলে যে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যে আমল করতে তার ফল হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ কর।[২৯]

তিনি আরো ইরশাদ করেন -

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে এসে পৌঁছবে, জান্নাতের দরজাগুলো (পূর্ব থেকেই) উন্মুক্ত (দেখতে পাবে)। জান্নাতের দ্বার রক্ষীরা বলবে, তোমাদের উপর শান্তি (বর্ষিত হোক), চমৎকার কাজ করেছ (পবিত্র হয়েছ) তোমরা, কাজেই চিরকালের জন্য এতে প্রবেশ কর।[৩০]

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাকে পবিত্রতার পরে এনেছেন, যেন তিনি বুঝাচ্ছেন তোমরা পবিত্রতার দরুন জান্নাতে প্রবেশ কর। আর জাহান্নাম আবর্জনা ও অপবিত্রতার ঘর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

যাতে আল্লাহ পবিত্র থেকে অপবিত্রকে আলাদা করে দেন, অতঃপর অপবিত্রদের এককে অন্যের উপর রাখবেন, সকলকে স্তূপীকৃত

---

[২৯] সূরা নাহল আয়াত : ৩২

[৩০] জুমার আয়াত : ৭৩

করবেন; অতঃপর এই সমষ্টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই হল সর্বস্বান্ত।[৩১]

অতএব, জাহান্নামে অপবিত্রতা বৈ কিছুই নেই।

যেহেতু মানুষের স্তর তিনটি-

❖ পবিত্র : তাকে অপবিত্রতা স্পর্শ করে না।

❖ অপবিত্র : তাতে পবিত্রতা নেই।

❖ উভয়টি : পবিত্র ও অপবিত্রতার মিশ্রণ।

তাদের ঘরও তিনটি-

❖ শুধু পবিত্রতার ঘর

❖ শুধু অপবিত্রতার ঘর

এ দুই ঘর কখনো শেষ হবে না।

❖ আর যার মধ্যে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মিশ্রণ রয়েছে তার ঘর। এটি এমন ঘর যা এক সময় শেষ হয়ে যাবে। কেননা তাওহীদবাদী কেউ জাহান্নামে চিরকাল থাকবেনা। তাদের গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অবশেষে শুধু পবিত্রদের ঘর আর শুধু অপবিত্রদের ঘরই বাকি থাকবে।

রাসূল ﷺ এর হাদীস -

وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.

আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নামায আদায়ের জন্য আদেশ করেছেন। তোমরা নামায আদায়কালে এদিক সেদিক তাকাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা নামাযীর চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন বান্দা নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক না তাকানো পর্যন্ত।[৩২]

---

[৩১] সূরাহ আনফাল, আয়াত : ৩৮

[৩২] তিরমিজি : ২৮৬৩, নাসায়ী : ১১৯৫, আবু দাউদ : ৯০৯

সালাতে নিষিদ্ধ দৃষ্টি দুই প্রকার

প্রথমত : আল্লাহ তা'আলা হতে গায়রুল্লাহর দিকে হৃদয়ের দৃষ্টি।
দ্বিতীয়ত : চোখের দৃষ্টি।
উভয় প্রকারের দৃষ্টি নাজায়েজ।
রাসূল ﷺ বলেন -

لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ.

সালাতের মধ্যে বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত এদিক সেদিক না তাকায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর দৃষ্টি তার দিকে থাকে (বা আল্লাহ তার সামনেই থাকেন)। পক্ষান্তরে যখন সে এদিক সেদিক তাকায়, তখন মহান আল্লাহ তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।[৩৩]
রাসূল ﷺ কে সালাতে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন -

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

এটা এক ধরণের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত হতে অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নেয়।[৩৪]
অন্য হাদীসে আছে, বান্দা যখন এদিক সেদিক তাকায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার থেকে উত্তম কিসে তুমি দৃষ্টি দিচ্ছো, মনোযোগ দিচ্ছো?[৩৫]
যে ব্যক্তি সালাতে চোখ কিংবা অন্তর দিয়ে এদিক সেদিক তাকায় তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যাকে সুলতান বা রাজা ডেকে নিজের সামনে দাঁড় করালেন এবং তাকে সম্বোধন করে কথা বলতে লাগলেন আর সে তখন একবার ডানে, একবার বামে তাকাচ্ছে, অথবা সুলতান হতে অমনোযোগী। ফলে সে বুঝে না তাকে কি বলা হচ্ছে কেননা

---

[৩৩] আবু দাউদ : ৯০৯
[৩৪] বুখারী : ৭৫১, ৩২৯১ নাসায়ী : ১১৯৯
[৩৫] বাজ্জার কাশফুল আসতার : ১/২৬৭, হযরত জাবের রা এর হাদীস

তার অন্তর **তার সাথে নেই। এ ব্যক্তির** সাথে সুলতান কেমন আচরণ করবে বলে তোমার ধারণা? কমপক্ষে এটা অবশ্যই করবেন যে, তার উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিবেন এবং সুলতানের চোখে তার কোনো গুরুত্বই থাকবেনা।

সুতরাং এ ধরণের সালাত আদায়কারী এবং হুজুরে ক্বলব ও আল্লাহমুখী হয়ে সালাত আদায়কারীর (যে কার সামনে দাঁড়াচ্ছে তাঁর বড়ত্ব হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। ফলে তার হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধায় ভরে যায়, তার গর্দান নত হয়ে যায়, সে মহান রব হতে অন্য দিকে দৃষ্টি বা মনোযোগ দেয়া হতে লজ্জাবোধ করে।) সালাত সমান নয়। তাদের দু'জনের সালাতের মাঝে এমন ভিন্নতা রয়েছে যেমন হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই দুই ব্যক্তি একই সালাতে থাকেন কিন্তু মর্যাদায় তাদের দু'জনের পার্থক্য তেমন আসমান ও জমিনের পার্থক্য যেমন।[৩৬]

এটা এজন্য একজন হৃদয় দিয়ে আল্লাহমুখী হয়ে সালাত আদায় করছে আর অন্যজন উদাসীন ও গাফেল হয়ে সালাত আদায় করছে। বান্দা যখন তার মত কোনো মাখলুকের কাছে গমন করতে চায় তখন তাদের উভয়ের মাঝে কোনো পর্দা থাকলে তার কাছে গমন করতে পারে না, ঘনিষ্ঠ হতেও পারে না। আর বান্দা যখন তার মহান খালেক আল্লাহমুখী হতে চায়, আর তার মাঝে আর তার রবের মাঝে প্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রণার পর্দা থাকে, নফসও এতেই আসক্ত থাকে এবং তাকে মোহাচ্ছন্ন রাখে বিবিধ চিন্তা ও কুমন্ত্রণায়। তাহলে এটি কীভাবে আল্লাহমুখীতা হবে??

বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় শয়তান ঈর্ষান্বিত হয়। কেননা সে সর্বোচ্চ স্থানে দাঁড়িয়েছে। যা শয়তানের জন্য ক্রোধ ও কষ্টের বিষয়। ফলে সে সকল প্রকারের চেষ্টা প্রচেষ্টা করে যাতে সে সালাতে দাঁড়াতে না পারে। বরং সে সর্বদাই তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, মিথ্যা আশা দেয়, তাকে ভুলিয়ে দেয়, তার উপর তার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী

---

[৩৬] ইবনুল মোবারক আয যুহুদ : ২৪

দিয়ে আক্রমন করে। এমনকি বান্দা সালাতের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন মনে করে এবং সালাত ছেড়ে দেয়।

যদি শয়তান এমনটি করতে সক্ষম না হয় এবং বান্দা তার বিরোধিতা করে সালাতে দাঁড়ায়। শয়তান তার দিকে অগ্রসর হয় তার মাঝে ও তার নফসের মাঝে উদয় হয় এবং তার মাঝে ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়। তাকে স্মরণ করায় যা সে সালাতের পূর্বে স্মরণ করেনি। এমনকি বান্দা কখনো তার কোনো প্রয়োজন ভুলে যায়, তা হতে নিরাশ হয়ে যায়, শয়তান তাকে সে বিষয় স্মরণ করায়। যাতে তার দিল এতে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহমুখী হতে না পারে। ফলে বান্দা সালাতে দাঁড়ায় কিন্তু তার আত্মা উপস্থিত থাকেনা এবং আল্লাহর দয়া, রহমত, নৈকট্য কিছুই লাভ করে না। যা লাভ করে আল্লাহমুখী হয়ে হুজুরে ক্বালবের সাথে সালাত আদায়কারী। সুতরাং সে সালাত শেষ করে ঐ অবস্থায় যে অবস্থায় সে সালাতে প্রবেশ করেছে। তার গুনাহ ও অপরাধের বোঝা এ সালাত দ্বারা একটুও হালকা হয় না।

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি হক আদায় করে সালাত আদায় করে, পূর্ণ খুশু অর্জন করে, এবং আল্লাহর সামনে মন-দিল দিয়ে দাঁড়ায়। তার সালাত তার গুনাহকে মুছে দেয়, সে সালাত শেষ করে হালকা অনুভব করে। সে অনুমান করে তার গুনাহের বোঝা হালকা হয়ে গেছে, সে শান্তি ও সজীবতা পায়। এমনকি সে কামনা করে যদি সে সালাত হতে বের না হতো। কেননা এ সালাত তার চোখের শীতলতা, তার আত্মার শান্তি, হৃদয়ের জান্নাত, তার দুনিয়ার সুখের জায়গা। সুতরাং সালাতে প্রবেশের আগে সে যেন কারাগারে ও সংকটে ছিল। সালাতের দ্বারা সে শান্তি লাভ করলো।

আল্লাহ প্রেমিকগণ বলেন -

نُصَلِّي فَنَسْتَرِيحُ بِصَلَاتِنَا.

আমরা সালাত আদায় করি আর সালাতের মাধ্যমেই শান্তি পাই।

যেমনটি তাদের ইমাম, তাদের আদর্শ, তাদের নবী ﷺ বলেন -

يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ.

হে বেলাল! সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দাও। রাসূল ﷺ সালাত হতে শান্তি দাও বলেননি।[৩৭]

রাসূল ﷺ আরো বলেন -

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ.

এবং সালাতে নিহিত রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।[৩৮]

সুতরাং যার চোখের শীতলতা সালাতে, সালাত ছাড়া কীভাবে তার চোখ প্রশান্তি পাবে? সালাত ছাড়া কীভাবে সে থাকতে পারে?

যার হুজুরে ক্বলব বা হৃদয় উপস্থিত থাকে তার সালাত উপরে উঠে। এবং যার সালাত নয়ন শীতলকারী। এটিই তার জন্য আলো ও দলিল হবে। এমনকি এটিকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে রাখা হয় ফলে সালাত বলে, আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন যেমন তুমি আমার হেফাযত করলে।

আর সালাতের আরকান, আহকাম ও খুশু নষ্টকারীর সালাতকে পুরাতন কাপড়ের মতো পেঁচিয়ে তার মুখে নিক্ষেপ করা হয়। আর সালাত বলে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُتِمُّ الْوُضُوْءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ ثُمَّ يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ فِيْ وَقْتِهَا فَيُؤَدِّيْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ وَقْتِهَا وَرُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا وَمَعَالِمِهَا شَيْئًا إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ

---

[৩৭] আবু দাউদ : ৪৯৮৫

[৩৮] নাসায়ী : ৩৯৪২, মিশকাত : ৫২৬১, সহীহ জামে' আস-সগীর : ৩১২৪

إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَيْضَاءَ مُسْفِرَةً يَسْتَضِيءُ بِنُورِهَا مَا بَيْنَ الخَافِقَيْنِ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى الرَّحْمٰنِ عزَّ وَجَلَّ.

وَمَنْ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَلَمْ يُكْمِلْ وَضُوءَهَا وَأَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا واسْتَرَقَ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَمَعَالِمَهَا رُفِعَتْ عَنْهُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً ثُمَّ لَا تُجَاوِزُ شَعَرَ رَأْسِهِ تَقُولُ: ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي[৩৯].

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোনো মু'মিন পূর্ণরূপে অযু করে যথাসময়ে সালাতে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সালাত আদায় করে। সালাতের সময়, রুকু, সেজদা ও বৈশিষ্ট্যে কোনো কমতি করে না। তবে একে আল্লাহ তা'আলার নিকট উঠানো হয় সাদা আলোকোজ্জ্বল হিসেবে। যার আলোতে আলোকিত হয় দুই দিগন্তের সব কিছুই, এমনকি তা আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে। আর যে সালাতে দাঁড়ায় ঠিকমতো অযু করে না, সময়মত আদায় করে না, রুকু সিজদা ও বৈশিষ্ট্যে কমতি করে, তাহলে এটিকে উঠানো হয় কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায়। অতঃপর সালাত তার মাথার চুল অতিক্রম করার পূর্বেই বলে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ।

সুতরাং মাকবুল সালাত ও মাকবুল আমল হচ্ছে তা যা রবের জন্য উপযুক্ত। সালাত যখন মহান রবের জন্য যথাযথ হবে তখন তা কবুল হবে।

---

[৩৯] أخرجه الطيالسي (٥٨٦)، والبزار (٧/ ١٤٠، ١٥١)، والشاشي في "مسنده" (١٢٩٠، ١٢٩١) وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا. قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٢٢)

মাকবুল আমল দুই প্রকার

প্রথমত : বান্দা সালাত ও সকল নেক আমল করবে এমতাবস্থায় যে, তার হৃদয় আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত, সর্বদাই তাঁর স্মরণরত। বান্দার এরকম আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় এবং তাঁর সামনে রাখা হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন তার আমলের দিকে তাকান, দেখেন বান্দা একনিষ্ঠভাবে, পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়, তাঁর ভালোবাসায়, তাঁর নৈকট্য অর্জনে আমল করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ আমলকে ভালোবাসেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত : বান্দা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও আনুগত্যের নিয়তে অভ্যাসগতভাবে উদাসীনতার সাথে আমল করে। ফলে তার হাত পা আনুগত্যে ব্যস্ত কিন্তু তার হৃদয় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফেল। এভাবেই তার সকল আমল। যখন বান্দার এরকম আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট উঠানো হয় তিনি একে তাঁর সামনে রাখেন না এবং এর উপর তাঁর দৃষ্টিও পড়ে না বরং তা আমলের দফতরে রেখে দেয়া হবে। কেয়ামতের দিন তা উঠিয়ে যাচাই বাছায় করে যা আল্লাহর জন্য হয়েছে তার প্রতিদান দেয়া হয় আর যা আল্লাহর জন্য হয়নি তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

আমল কবুলের এটাই নিয়ম এবং এর আলোকেই তার প্রতিদান হয় প্রাসাদ, খাদ্যপানীয়, ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুর। প্রথম জনের প্রতিদান তার প্রতি ও তার আমলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। তাকে তাঁর নৈকট্য দান ও তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং একে দিবেন বিনা হিসেবে। সুতরাং যার আমলের অবস্থা যেমন তার প্রতিদানের অবস্থাও তেমন।

সালাতে মানুষের পাঁচটি স্তর

প্রথম স্তর : নিজের নফসের উপর জুলুম ও সীমালংঘনের স্তর। এটা হচ্ছে এমন সালাত আদায়কারী যে সালাতের অযু, সময়, আরকান, আহকাম ঠিকমতো আদায় করে না।

দ্বিতীয় স্তর : যে সালাত আদায়কারী সালাতের অযু, সময়, আরকান, আহকামের প্রতি যত্নবান কিন্তু কুমন্ত্রণার স্বীকার হয়ে নফসের মুজাহাদাকে নষ্ট করেছে। ফলে বিবিধ চিন্তা ও কুমন্ত্রনায় হারিয়ে যায়।

তৃতীয় স্তর : যে সালাতের আরকান, আহকামের প্রতি যত্নবান। কুমন্ত্রণা ও চিন্তা দূর করতে প্রচেষ্টারত। সে তার দুশমনের বিরুদ্ধে প্রানান্তকর সংগ্রামে লিপ্ত। যাতে সে তার সালাতের কিছু চুরি করতে না পারে। তাহলে সে সালাতে ও জিহাদে রত আছে বলে ধরা হবে।

চতুর্থ স্তর : যে ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ালে তার হকসমূহ, আরকান, আহকাম পূরিপূর্ণরূপে আদায় করে। সালাতের আরকাম আহকাম রক্ষায় তাঁর হৃদয় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে। যাতে সালাতের কিছু নষ্ট না হয়। বরং তার সকল মনোযোগ যথাযথভাবে সালাত আদায় করতে, সালাত পরিপূর্ণ করতে ব্যয় হয়। ফলে তাঁর হৃদয় আল্লাহর দাসত্ব ও সালাতের মাঝে ডুবে যায়।

পঞ্চম স্তর : যে ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তির মতোই সালাতে দাঁড়ায় কিন্তু এর সাথে সাথে সে যেন তাঁর হৃদয়কে আল্লাহর সামনে রেখে দেয়। তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বে হৃদয় পূর্ণ করে হৃদয় দিয়ে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে। তাঁর মুরাকাবা করে, যেন সে তার রবকে দেখছে। ফলে বিলীন হয়ে যায় তার সকল কুমন্ত্রণা ও কুচিন্তা। উঠে যায় তার মাঝে ও তার রবের মাঝে সকল পর্দা। সালাতের ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি ও অন্য ব্যক্তির মাঝে আসমান ও জমিনের থেকেও বেশি পার্থক্য। কেননা এ ব্যক্তি তার সালাতে রবকে নিয়েই ব্যস্ত, এতেই তার চুক্ষ শীতল হয়।

❖ প্রথম স্তরের সালাত আদায়কারী শাস্তি পাবে।

❖ দ্বিতীয় প্রকারের সালাত আদায়কারীকে হিসাব দিতে হবে।

❖ তৃতীয় প্রকারের সালাত আদায়কারীর জিম্মাদারী আদায় হয়ে যাবে।

❖ চতুর্থ প্রকারের সালাত আদায়কারীকে সাওয়াব দেয়া হবে।

❖ পঞ্চম প্রকারের সালাত আদায়কারী আল্লাহর নৈকট্য পাবে। কেননা সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সালাতে চক্ষু শীতল হয়।

আর দুনিয়ায় সালাতে যার চোখ শীতল হয় আখিরাতে রবের নৈকট্যে তার চোখ শীতল হবে। দুনিয়ায়ও আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে তার চোখ শীতল হবে। আর যার চোখ আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে শীতল হবে তাকে পেয়ে সকল চোখ শীতল হবে। আর যার চোখ আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে শীতল হয় না। দুনিয়ার উপর আফসোস করেই তার জীবন শেষ হবে।

বর্ণিত আছে, বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন আমার ও আমার বান্দার মাঝের প্রতিবন্ধকতাগুলো সরিয়ে দাও। যখন সে এদিক সেদিক তাকায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাকে ডেকে দাও।

কতক এ তাকানোর ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা হতে গায়রুল্লাহ এর প্রতি হৃদয় দিয়ে তাকানো। বান্দা যখন গায়রুল্লাহর দিকে তাকাবে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে পর্দা দিয়ে দেয়া হবে। ফলে শয়তান প্রবেশ করে তার নিকট দুনিয়ার বিবিধ বিষয় পেশ করে এবং দুনিয়াকে তার নিকট আকর্ষনীয় করে তুলে। আর বান্দা যখন হৃদয় দিয়ে আল্লাহমুখী হয় এবং এদিক সেদিক না তাকায়। শয়তান আল্লাহর মাঝে ও এ ব্যক্তির হৃদয়ের মাঝে আসতে পারে না। শয়তান তখনই আসে যখন পর্দা পড়ে যায়। এরপরও যদি সে আল্লাহর দিকে ছুটে এবং হৃদয়কে উপস্থিত করে শয়তান পালিয়ে যায়। আবার যখন তাকাবে শয়তান আবার উপস্থিত হবে। সালাতে এটাই বান্দা ও তার দুশমনের অবস্থা।

ক্বলব বা হৃদয় তিন প্রকার

বান্দা যখন তার প্রবৃত্তি ও শাহওয়াতকে দমন করবে তখন সে সালাতে হৃদয়ের উপস্থিতি ও আল্লাহর প্রতি আত্মমগ্নতার শক্তি পাবে। নতুবা শাহওয়াত তাকে পরাজিত করবে। প্রবৃত্তি তাকে বন্দী করবে এবং শয়তান তার হৃদয়ে আসন গাড়বে। পরিণামে সে কীভাবে কুমন্ত্রণা ও বিবিধ চিন্তা হতে মুক্তি পাবে?

আর ক্বলব বা হৃদয় তিন প্রকার -

প্রথম প্রকার : এমন ক্বলব যা ঈমান ও সকল কল্যাণ হতে মুক্ত। এটি অন্ধকারাচ্ছান্ন হৃদয়। শয়তান এতে কুমন্ত্রণা দেয়া লাগেনা কারণ শয়তান এ হৃদয়কে তার ঘর ও বাড়ি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে একে সে তার ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রন করে এবং তার উপর চূড়ান্তভাবে আসন গেড়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার : এমন ক্বলব যা ঈমানের আলোয় আলোকিত। তাতে ঈমানের বাতি প্রজ্জ্বলিত। কিন্তু তার উপর শাহওয়াতের অন্ধকার ও কামনা-বাসনার ঝড় ঝাপটা আছে। এ হৃদয়ে শয়তান একবার আসে একবার দূরে সরে। এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কামনা-বাসনার ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে কখনো শয়তান বিজয়ী হয় কখনো বান্দা বিজয়ী হয়।

তৃতীয় প্রকার : এমন ক্বলব যা ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ। ঈমানের আলোতে আলোকিত। শাহওয়াতের পর্দা তা হতে দূরীভূত। অন্ধকার তা হতে পরিত্যাজ্য। এ নূরের প্রভাবে তার হৃদয় প্রজ্জ্বলিত। যাতে কোনো কুমন্ত্রণা নিকটবর্তী হলে জ্বলে যায়। এটি আকাশের মত তারকারাজি দ্বারা সংরক্ষিত। আকাশে যেমন শয়তান নিকটবর্তী হয়ে ছোঁ মেরে কিছু নিতে চাইলে পাথর নিক্ষেপ করা হয়, ফলে জ্বলে যায়। ঠিক তেমনি এ হৃদয়েও কুমন্ত্রণা এতে জ্বলে পুড়ে যায়।

মু'মিনের মর্যাদা হতে আকাশ অধিক দামি নয়। মু'মিনের জন্য আল্লাহর সংরক্ষণ আকাশের সংরক্ষণ হতে পরিপূর্ণ। আকাশ ফেরেশতাদের ইবাদতের স্থান, ওহীর স্থান, এতে রয়েছে আনুগত্যের আলো।

আর মু'মিনের হৃদয় তাওহীদ, আল্লাহর মহব্বত, তার মারেফাত, ও ঈমানের স্থান। এতে রয়েছে এসবের আলো। সুতরাং এটাকে দুশমনের ষড়যন্ত্র হতে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা অধিক উপযুক্ত। তাই শয়তান এখানে ছোঁ মারা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। এর সুন্দর উপমা হলো তিনটি ঘর -

- ❖ একটি রাজা বাদশার ঘর যাতে তার সঞ্চিত ধন-সম্পদ মণিমাণিক্য রয়েছে।
- ❖ একটি গোলামের ঘর যাতে তার সঞ্চিত ধনসম্পদ রয়েছে। তবে এতে রাজার কোনো ধন-সম্পদ মণিমাণিক্য নেই।
- ❖ আর একটি খালি ঘর যাতে কিছুই নেই।

এখন চোর চুরি করতে আসলো তাহলে সে কোন ঘরে চুরি করবে? যদি বলো খালি ঘরে তাহলে এটি অসম্ভব। কেননা তাতে চুরি করার কিছুই নেই। এ জন্যই ইবনে আব্বাস ﷺ কে বলা হলো, ইহুদিরা মনে করে তাদের সালাতে কুমন্ত্রণা হয় না। তখন তিনি বলেন, বিরান ঘরে শয়তান কি করবে??

যদি বলো রাজার ঘরে চুরি করবে তাহলেও এটি অসম্ভব। কেননা এখানে এমন প্রহরী ও অগ্রগামী বাহিনী আছে শয়তান যার নিকটেই পৌঁছতে পারবে না। সে কীভাবে চুরি করবে স্বয়ং বাদশাই যার প্রহরী? চোর কীভাবে তার নিকট পৌঁছতে পারে যার চারপাশে বিপুল প্রহরী ও সেনাবাহিনী?

সুতরাং চোরের জন্য তৃতীয় ঘরই বাকি আছে। এর উপরই সে আক্রমন চালায়। বুদ্ধিমানের উচিত এ উপমা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং একে হৃদয়ের উপর প্রয়োগ করা। কেননা ঘর হৃদয়ের মতোই। অতএব যে ক্বলব কল্যাণ হতে সম্পূর্ণ খালি তা কাফের ও মুনাফিকের ক্বলব। এটি শয়তানের ঘর। এটিকে সে নিজের জন্য গ্রহণ করেছে এবং তার বাসস্থান বানিয়েছে। এখানেই তার ধনসম্পদ, এখানেই তার সন্দেহ সংশয় জল্পনা-কল্পনা ও কুমন্ত্রনা। তাহলে সে এখান থেকে কি চুরি করবে?

আর এক ক্বলব যা আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব, ভালোবাসা, মুরাকাবাও তার প্রতি লজ্জাশীলতায় পরিপূর্ণ। এমন ক্বলবে কোন শয়তান

দুঃসাহস দেখাবে? এখান থেকে চুরি করতে চাইলে সে কি চুরি করবে? তার একমাত্র লক্ষ্য বান্দার মানবীয় দূর্বলতা ও গাফলতের সুযোগে তাকে ধোঁকায় ফেলা। যেহেতু সে মানুষ, মানুষ হিসেবে সে গাফলত ও ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀ হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি কোনো ঘরে বাস করিনা, কোন ঘর আমাকে ধারন করতে পারে না, কোন ঘর আমাকে ধারন করবে? আকাশরাজি আমার কুরসী পরিব্যপ্ত করে আছে। কিন্তু আমি থাকি মু'মিনের ক্বলবে যে আমাকে ছাড়া সবকিছুকে বর্জন করেছে। এটা অন্য একটি হাদীসের অর্থ, আমার আকাশ আমার জমিন আমাকে ধারন করতে পারে না। কিন্তু আমাকে ধারন করে মু'মিন বান্দার হৃদয়।

ক্বলব তাতে আছে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর মা'রেফাত, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন এর সত্যায়ন। আবার তাতে আছে নফসের শাহওয়াত ও কামনা-বাসনার দাবী। নফস এই দুই দাবীর মাঝে একবার ঈমান, মা'রিফাত, ও ভালোবাসার দিকে ঝুঁকে। একবার শয়তান, প্রবৃত্তি, ও তবিয়তের দিকে ঝুঁকে।

সিয়াম বা রোযার হাকীকত

আমরা হযরত হারেস ﵁ এর হাদীসের ব্যাখ্যায় ফিরে যাবো, যা বান্দাকে তার দুশমন হতে রক্ষা করে। রাসূল ﷺ বলেন -

وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

আর আমি তোমাদের রোযার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তি যে কস্তুরীভর্তি একটি থলেসহ একদল মানুষের সাথে আছে।

কস্তুরীর সুগন্ধ দলের সবার নিকট খুবই ভালো লাগে। আর রোযাদারের মুখের সুগন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধের চাইতেও অধিক প্রিয়।

রাসূল ﷺ রোযাকে কস্তুরি ভর্তি থলের মালিকের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা এটি চোখের অন্তরালে কাপড়ের নিচে লুকায়িত থাকে। যেমনটি কস্তুরি বহনকারীর অভ্যাস। এমনিভাবে রোযাও মানুষের দৃষ্টি হতে লুকায়িত তারা তা অনুভব করতে পারে না।

আর যে রোযাদার তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ হতে মুক্ত রেখেছে। মুখকে মিথ্যা, অশ্লীলতা, মিথ্যা ও প্রতারণামূলক কথা হতে বিরত রেখেছে। পেটকে খাদ্যপানীয় হতে, লজ্জাস্থানকে অশ্লীলতা হতে বিরত রেখেছে। কথা বললে এমন কথা বলেনা যা রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কাজ করলে এমন কাজ করে না যা রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে তার সকল কথা, কাজ হয় উপযুক্ত ও উপকারি। সে ঐ সুগন্ধির মতো যা মেশকওয়ালার সাথে উঠা বসা করলে পাওয়া যায়। এমনিভাবে যে রোযাদারের সাথে উঠাবসা করে সে তার সংস্পর্শে উপকার লাভ করবে এবং মিথ্যা, প্রতারণা, পাপাচার আর জুলুম হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। শরিয়তে এটাই রোযা। শুধু খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করাই রোযা নয়।

হাদীস শরীফে এসেছে -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে লোক মিথ্যা কথা এবং সে অনুসারে কাজ করা আর মূর্খতা পরিহার করলো না, আল্লাহর নিকট তার পানাহার বর্জনের কোন প্রয়োজন নেই।[৪০]

হাদীসে আরো এসেছে -

---

[৪০] বুখারী : ৬০৫৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ.

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কতক রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কতক সালাত আদায়কারী আছে যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না।[৪১]

সুতরাং রোযা হলো গুনাহ হতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রোযা। খাদ্যপানীয় হতে পেটের রোযা। যেমনিভাবে খাদ্য ও পানীয় রোযাকে নষ্ট করে দেয়, তেমনিভাবে গুনাহও আমলের সাওয়াব নষ্ট করে দেয়। তার ফল শেষ করে দেয় এমনকি যেন সে রোযাই রাখেনি।

সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ

রোযাদারের এ ঘ্রাণ পাওয়া নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এটা কি দুনিয়ায় নাকি আখিরাতে? এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য রয়েছে -

এ বিষয়ে মহান শায়খ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সালাম ও আবু আমর ইবনেস সালাহর ﷺ মাঝে মত ভিন্নতা রয়েছে। আবু মুহাম্মাদ বলেন, এটা আখিরাতের জন্য নির্ধারিত। আর শায়খ আবু আমর ইবনেস সালাহ বলেন, এটা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় অবস্থায় হবে। আবু আমর ইবনেস সালাহ এ মাসআলায় ইবনে হিব্বানের মাসলাক অনুসরণ করেন। কেননা তিনি তাঁর সহীহ ইবনে হিব্বানে এভাবে অধ্যায় বিন্যাস্ত করেন -

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوْفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম" বর্ণনার আলোচনা, তিনি এ অধ্যায়ের অধীনে হযরতে আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত এ হাদীস আনেন -

---

[৪১] ইবনে মাজা : ১৬৯০

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, "আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম বা রোযা বিশেষ করে আমার জন্যেই রাখা হয়। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।" সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম হবে।[৪২]
অতঃপর তিনি বলেন -

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوْفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।
আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, "আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম বা রোযা বিশেষ করে আমার জন্যেই রাখা হয়। আর আমি নিজেই এর

---

[৪২] মুসলিম : ১১৫১

প্রতিদান দিব।" সে মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম হবে।[৪৩]

আবু হাতিম ইবনে হিব্বান ﷺ বলেন, কেয়ামতের দিন সমস্ত উম্মত হতে মু'মিনদের আলাদা করার জন্য তাদের শিয়ার বা প্রতীক হবে অযুর কারণে তাদের হাত ও মুখের শুভ্রতা। সিয়ামের কারণে সিয়াম পালনকারীদের মুখের গন্ধ মিশকের সুগন্ধি হতেও অধিক উত্তম। যাতে সকল উম্মতের মাঝে তাদের আলাদাভাবে চেনা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর তিনি বলেন -

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوْفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ فِي الدُّنْيَا.

"সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ দুনিয়ায় আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম" বর্ণনার আলোচনা, এর অধীনে তিনি হযরতে আবু হুরায়রা ﷺ এর এ হাদীস আনেন -

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ يُضَاعَفُ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ حِيْنَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "কিন্তু সিয়াম (রোযা) আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করব। বান্দা আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।" সিয়াম

---

[৪৩] মুসলিম : ২৫৯৬

পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম (রোযা) পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ যখন সে খাদ্য থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।[৪৪]

আর শায়খ আবু মুহাম্মাদ ঐ সকল হাদীস দিয়ে দলিল দিয়েছেন যাতে সুগন্ধির শর্ত কেয়ামতের সাথে করা হয়েছে। আর নিম্নের হাদীসও তাঁর দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهٖ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে এবং আল্লাহ্ই ভাল জানেন কে তাঁর পথে আহত হবে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্কের সুগন্ধি ছড়াবে।[৪৫]

রাসূল ﷺ এখানে আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তির সম্পর্কে জানান যে তার রক্তের ঘ্রাণ কিয়ামতের দিন মেশকের সুঘ্রাণের মত হবে। এটা সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধের অনুরূপ। কেননা এ আঘাতের রক্ত দুনিয়ায়। এ উপবাস দুনিয়ায় অথচ আল্লাহ তা'আলা উভয়ের ঘ্রাণকে কিয়ামতের দিন মেশকের সুঘ্রাণের মত করবেন। (সংক্ষেপিত)

---

[৪৪] সহীহ ইবনে হিব্বান : ৩৪২৪

[৪৫] সহীহ আল বুখারী : ২৮০৩

এ মাসআলায় বিতর্কের সমাধান

মুসান্নিফ ﷺ বলেন, এ মাসআলায় বিতর্কের সমাধান হলো, যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সুঘ্রাণ কেয়ামতে হবে বলেছেন তা এ জন্য বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন আমলের প্রতিদান ও ভাল মন্দের ফলাফল প্রকাশিত হবে। সুতরাং সে দিন মুখের এ গন্ধ মানুষের নিকট মেশকের থেকেও উত্তম হয়ে প্রকাশ পাবে। যেমন আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তির রক্তের গন্ধ মেশকের সুঘ্রাণের মতো প্রকাশ পাবে। যেমন গোপন বিষয়াবলী চেহারার উপর প্রকাশ পেয়ে প্রকাশিত হয়ে যাবে। আবার কাফেরদের দুর্গন্ধ ও চেহারার মলিনতা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

আর যে সকল হাদীসে যখন খাদ্য থেকে বিরত থাকে বা যখন সন্ধ্যা করে শর্ত উল্লেখ আছে তার কারণ হলো, তখন ইবাদতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সময়। তখন তার সুগন্ধি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের নিকট মেশকের চেয়েও বেশি হবে, যদিও তা বান্দাদের নিকট অপছন্দনীয়। কেননা মানুষের নিকট কতক অপ্রিয় আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয়। আবার কতক প্রিয় আল্লাহর নিকট অপ্রিয়। মানুষ তাদের তবিয়ত মতো না হওয়ায় অপছন্দ করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদেশ, তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা মোতাবেক হওয়ায় তা ভালোবাসেন। ফলে আল্লাহর নিকট তা মেশকের ঘ্রাণ হতেও উত্তম হবে। আর কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য এ সুগন্ধি প্রকাশ পাবে এবং তা প্রকাশ্য বিষয় হয়ে যাবে। এভাবে ভালো মন্দ সকল আমলের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে এবং পূর্ণ প্রকাশিত হবে।

পাপ পুণ্যের প্রভাব

কখনো কখনো বান্দার ভালো আমল কিংবা মন্দ আমল বৃদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী হয়। ফলে তার কিছু প্রতিক্রিয়া বান্দার উপর প্রকাশ হওয়া জরুরী হয়ে যায়। যা বাহ্যিক চোখে ও অন্তরের চোখে পরিলক্ষিত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন -

إِنَّ لِلْحَسَنَةِ نُوْرًا فِي الْقَلْبِ. وضِيَاءً فِي الْوَجْهِ. وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ. وَزِيادَةً فِي الرِّزْقِ. وَمَحَبَّةً فِيْ قُلُوْبِ الْخَلْقِ. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهَنًا فِي الْبَدَنِ. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ. وَبُغْضَةً فِيْ قُلُوْبِ الْخَلْقِ.

নিঃসন্দেহে নেক আমলের প্রভাবে বান্দার চেহারায় উজ্জ্বলতা, হৃদয়ে আলো, শরীরে শক্তি, রিযিকে সচ্ছলতা এবং সৃষ্টিজীবের মাঝে ভালোবাসা তৈরি হয়। আর পাপ কাজের কারণে চেহারায় মলিনতা, হৃদয়ে অন্ধকার, শরীরে দুর্বলতা, রিযিকের স্বল্পতা এবং সৃষ্টি জীবের মাঝে ঘৃণা তৈরি হয়।

হযরত উসমান ﷺ বলেন -

مَا عَمِلَ عَمَلًا أَلْبَسَهُ اللهُ رِدَاءَهُ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ. وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.

বান্দা যে আমলই করুক আল্লাহ তাকে তার আমলের চাদর পড়িয়ে দেন। ভালো হলে ভালোর চাদর আর খারাপ হলে খারাপের চাদর। একথা সকলের নিকট জানা বিষয় যে, নেককার ভালো মানুষ হতে উত্তম ঘ্রাণ পাওয়া যায় যদিও সে সুগন্ধি স্পর্শ করেনি। তার হৃদয়ের সুগন্ধি তার দেহে ও পোশাকে প্রকাশ পায়। আর গুনাহগার এর বিপরীত। তবে সর্দি আক্রান্ত ব্যক্তি ভালোর ঘ্রাণ পায় না, মন্দের গন্ধ পায় না বরং তার সর্দি তাকে ঘ্রাণ বা গন্ধ অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটাই এ মাসয়ালার সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা। আল্লাহ তা'আলাই অধিক ভালো জানেন।

সদকা এবং তার প্রভাব

রাসূল ﷺ এর বাণী -

وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوْا يَدَهُ إِلٰى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيْهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ. فَفَدٰى نَفْسَهُ مِنْهُمْ.

আমি তোমাদের দান-খয়রাতের আদেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। তারপর সে নিজেকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিল (দান-খয়রাতের মাধ্যমেও বান্দা নিজেকে বিপদমুক্ত করে নেয়)।[৪৬]

এটিও এমন হাদীস যা আমলের প্রতিক্রিয়ার দলিল ও প্রমাণ। কেননা বিপদ প্রতিরোধে সদকার রয়েছে বিস্ময়কর প্রভাব যদিও তা কোনো ফাজের, জালেম, এমনকি কাফের করুক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এ সদকার ওসিলায় তার থেকে বিবিধ বালা মুসিবত দূর করবেন। এ বিষয়টি সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষের নিকটই স্পষ্ট। সকলেই তা স্বীকার করে। কেননা এ ব্যাপারে সবাই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

ইমাম তিরমিজি তার জামে তিরমিজিতে বর্ণনা করেন -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوْءِ.

আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দান-খয়রাত আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয় এবং অপমানজনক মৃত্যু রোধ করে।[৪৭]

পানি যেভাবে আগুনকে নিভিয়ে দেয় তেমনি সদকা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয়, গুনাহ খাতা মিটিয়ে দেয়।

তিরমিজির অন্য বর্ণনায় রয়েছে -

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ

---

[৪৬] তিরমিজি : ২৮৬৩

[৪৭] সুনান আত তিরমিজি : ৬৬৪

جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ . قَالَ ثُمَّ تَلَا: تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .

মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন এক ভ্রমণে নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। একদিন যেতে যেতে আমি তার নিকটবর্তী হলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দিব না? রোযা হলো ঢালস্বরূপ, দান-খয়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায আদায় করা। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, তারা তাদের (দেহের) পার্শ্বগুলো বিছানা থেকে আলাদা করে (জাহান্নামের) ভীতি ও (জান্নাতের) আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।[৪৮]

ইমাম বায়হাকি ﷺ বর্ণনা করেন -

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا وَمَوْقُوفًا : بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ . فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ .

হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা সকাল সকাল বা দ্রুত সদকা করো কেননা বিপদ সদকাকে অতিক্রম করতে পারে না।

যে ব্যক্তিকে গর্দান উড়িয়ে দিতে পেশ করা হলো আর সে নিজেকে তার সম্পদ দ্বারা মুক্ত করলো। রাসূল ﷺ এর এ উদাহরণ দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, সদকা বান্দাকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচিয়ে দিবে। কেননা বান্দার গুনাহ খাতা তাকে ধ্বংস করবে কিন্তু সদকা এসে তাকে আযাব হতে মুক্ত করবে এবং ছাড়িয়ে নিবে।

---

[৪৮] সুনান আত তিরমিজি : ২৬১৬

এজন্যই রাসূল ﷺ যখন ঈদের দিন নারীদের মাঝে খুতবা দিচ্ছেন তিনি ইরশাদ করেন -

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنِّيْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.

হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা দাও, তোমাদের অলংকার থেকে হলেও। কেননা আমাকে জাহান্নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে।[৪৯]

এ হাদীসে তিনি যেন তাদেরকে এমন বিষয়ের উৎসাহ দিচ্ছেন, প্রেরণা দিচ্ছেন যার মাধ্যমে তারা জাহান্নাম হতে নিজেদের মুক্ত করতে পারে।

সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস -

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

আদী ইবনে হাতিম ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার রব অতি সত্বর কথা বলবেন। তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন অনুবাদকারী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার আগের আমল ব্যতীত সে আর কিছু দেখবে না। আবার তাকাবে বাম দিকে, তখনো আগের আমল ব্যতীত আর কিছু সে দেখবে না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। কাজেই জাহান্নামকে ভয় কর এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও।[৫০]

---

[৪৯] মুসলিম : ২২০৮, ২২০৯, নাসায়ী : ২৫৮৩, তিরমিজি : ৬৩৫

[৫০] সহীহ বুখারী : ৭৫১২

হযরত আবু যর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন -

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاذَا يُنَجِّي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: اَلْإِيمَانُ بِاللهِ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلًا. قَالَ: يُرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا لَا يَجِدُ مَا يُرْضَخُ بِهِ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَيِيًّا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَا يَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَخْرَقَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا؟ قَالَ: يُعِيْنُ مَغْلُوْبًا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيْفًا، لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعِيْنَ مَظْلُوْمًا؟ فَقَالَ: مَا تُرِيْدُ أَنْ تَتْرُكَ فِيْ صَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ، تُمْسِكُ الْأَذٰى عَنِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خَصْلَةً مِنْ هٰؤُلَاءِ، إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتّٰى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

হে আল্লাহর রাসূল, বান্দাকে কিসে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবে? তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান। আমি বললাম হে আল্লাহর নবী, ঈমানের সাথে কি আমল লাগবে? তিনি বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হতে সদকা করবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, যদি সে ফকির হয় সদকা করার মতো কিছুই না পায়? তিনি বলেন, তাহলে সে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি সে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে অপারগ হয়? তিনি বলেন, তাহলে সে ভালোভাবে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজ করবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, যদি সে নিজেই ভালোভাবে কাজ করতে অক্ষম হয়? তিনি বলেন, তাহলে সে মাজলুম কে সাহায্য করবে। আমি বললাম হে

আল্লাহর রাসূল, যদি সে দুর্বল হয় আর মাজলুম কে সাহায্য করতে না পারে? তিনি বলেন, তুমি তো তোমার সাথীর ভালো কোন গুণ রাখতে চাওনা? তাহলে সে মানুষদের কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি সে একাজ করে সে কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বলেন, যে কোনো মু'মিন এসব গুণাবলী হতে কোনো একটি গুণ অর্জন করবে, তা তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[৫১]

হযরত উমর ইবেন খাত্তাব ﷺ বলেন, সকল আমল পরস্পর অহংকার করবে আর সদকা বলবে আমি তোমাদের থেকে উত্তম।

সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ. كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ. قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا. فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ. وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِإِصْبَعِهِ هٰكَذَا فِيْ جَيْبِهِ. فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিকে এমন দু'ব্যক্তির সাথে তুলনা করেন, যাদের পরনে লোহার দু'টি বর্ম আছে। তাদের দু' হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে আছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার বর্মটি এমনভাবে প্রশস্ত হয় যে, তার পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং (প্রলম্বিত বর্মটি) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ লোক যখন দান করতে ইচ্ছে করে, তখন তার বর্মটি শক্ত হয়ে যায় ও এক

---

[৫১] শুআবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকি রাহ

অংশ অন্য অংশের সাথে মিশে থাকে এবং প্রতিটি অংশ আপন স্থানে থেকে যায়। আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর আঙ্গুল এভাবে বুকের দিক দিয়ে খোলা অংশের মধ্যে রেখে বলতে দেখেছি, তুমি যদি তা দেখতে যে, তিনি তা প্রশস্ত করতে চাইলেন কিন্তু প্রশস্ত হল না।[৫২]

ইমাম বুখারী ﷺ কিতাবুয যাকাতে বর্ণনা করেন -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ . وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتّٰى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কৃপণ ও সদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির মত যাদের পরিধানে দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। অপর সনদে আবুল ইয়ামান ﷺ আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও সদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু'ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে যা তাদের বুক হতে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহ পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। এমনকি হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে ও (পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলন্ত বর্ম) পদচিহ্ন

[৫২] সহীহ আল বুখারী : ৫৭৯৭

মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন যেন বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেঁটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না।[৫৩]

তিনি আরো বর্ণনা করেন -

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি মুসলিমের সদকা করা উচিত। সাহাবীগণ আরয করলেন, কেউ যদি সদকা দেয়ার মত কিছু না পায়? (তিনি উত্তরে) বললেন, সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সদকাও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি এরও ক্ষমতা না থাকে? তিনি বললেন, কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় সে যেন সৎ আমল করে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে। এটা তার জন্য সদকা বলে গণ্য হবে।[৫৪]

যেহেতু কৃপণ ইহসান হতে বিরত থাকে, কল্যাণ ও নেক কাজ হতে বিরত থাকে তখন প্রতিফল তার কর্মের আলোকেই হবে। তার হৃদয় সংকীর্ণ যা উন্মুক্ত হতে পারবে না। তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে। তার আনন্দ কম হবে, চিন্তা পেরেশানী ও হতাশা হবে বেশি। তার প্রয়োজনও পূরণ হবে না, তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেও সাহায্য পাবেনা। সে ঐ ব্যক্তির মতো যার উপর লোহার জুব্বা তার দুই হাতকে ঘাড়ের সাথে এমনভাবে একত্রিত করে রেখেছে যে, সে বেরও করতে পারে না, নাড়াতেও পারে না। যখন সে হাত বের করতে চায় অথবা ঐ

---

[৫৩] সহীহ আল বুখারী : ১৪৪৩

[৫৪] সহীহ আল বুখারী : ১৪৪৫

জুব্বাকে প্রশস্ত করতে চায় তখন বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে আটকে যায়।

কৃপণ ব্যক্তি এমনই যখন সে সদকা করতে চায় কৃপনতা তাকে নিষেধ করে। ফলে তার হৃদয় কৃপনতার বন্দীখানায় বন্দী থাকে। আর সদকাকারী যখন কোনো সদকা করে তার হৃদয় উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়ে যায়। যেন তার জুব্বা খুলে গেল এবং প্রশস্ত হয়ে গেলো। সে যতই সদকা করে ততই তার প্রশস্ততা বৃদ্ধিপায়, তার আনন্দ খুশি প্রফুল্লতাও বৃদ্ধিপায়।

সদকার যদি এ ফায়েদা ছাড়া আর কোনো উপকার নাও থাকতো তবুও বান্দার উচিত দ্রুত ও অধিকহারে সদকা করা আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

"আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম"।[৫৫]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ অথবা হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় শুধু এ দু'আই করতেন -

رَبِّ قِنِيْ شُحَّ نَفْسِيْ رَبِّ قِنِيْ شُحَّ نَفْسِيْ.

হে আমার রব!! আমাকে আমার নফসের কার্পণ্য হতে রক্ষা করেন। হে আমার রব!! আমাকে আমার নফসের কার্পণ্য হতে রক্ষা করেন। যখন তাকে বলা হলো, আপনি এ দু'আ ব্যতীত অন্য দু'আ করেন না কেন? তখন তিনি বলেন, যখন তুমি নফসের কার্পণ্য হতে রক্ষা পাবে তুমি সফল হবে।

---

[৫৫] সূরা হাশর : ০৯, সূরা তাগাবুন : ১৮

শুহ ও বুখল এর পার্থক্য

اَلشُّحُّ শুহ হলো কোনো বিষয় অর্জনে অতিশয় লোভ করা, জোরাজুরি করে চাওয়া, উঠেপড়ে লাগা, এবং অত্যধিক কামনা-বাসনা লালন করা।

আর اَلْبُخْلُ বুখল হলো কোনো কিছু অর্জনের পর তা খরচ করতে বিরত থাকা, তাকে ভালোবাসা ও আটকে রাখা। সে অর্জনের পূর্বে شَحِيْحٌ বা অতিশয় লোভী আর অর্জনের পর بَخِيْلٌ বা কৃপণ।

অতিশয় লোভের ফল কৃপণতা আর অতিশয় লোভ কৃপণতার দিকে ডাকে এবং অন্তরে লুকায়িত থাকে। সুতরাং যে কৃপণতা করে সে অতিশয় লোভের আনুগত্য করে। আর যে কৃপণতা করে না সে অতিশয় লোভের বিপরীতে চলে এবং তার ক্ষতি হতে বেঁচে থাকে। এবং সেই সফলকাম।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।[৫৬]

অতএব, দানশীল আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রিয়, সৃষ্টির নিকটে প্রিয়, নিজ পরিবারের নিকটে প্রিয়, জান্নাতের নিকটে, এবং জাহান্নাম হতে দূরে। আর কৃপণ আল্লাহ তা'আলা হতে দূরে, সৃষ্টি হতে দূরে, এবং জান্নাত হতে দূরে, জাহান্নামের নিকটে।

সুতরাং ব্যক্তির দানশীলতা তাকে তার প্রতিপক্ষের নিকট প্রিয় করে তুলে। আর ব্যক্তির কৃপণতা তাকে তার সন্তানদের নিকটও অপ্রিয় করে তুলে। যেমন বলা হয় -

وَيُظْهِرُ عَيْبَ الْمَرْءِ فِي النَّفْسِ بُخْلُهٗ

وَيَسْتُرُهٗ عَنْهُمْ جَمِيْعًا سَخَاؤُهٗ

---

[৫৬] সূরা হাশর : ০৯, সূরা তাগাবুন : ১৮

تَغَطَّ بِأَثْوَابِ السَّخَاءِ فَإِنَّنِي
أَرَى كُلَّ عَيْبٍ بِالسَّخَاءِ غِطَاؤُهُ

وَقَارِنْ إِذَا قَارَنْتَ حُرًّا فَإِنَّمَا
يَزِينُ وَيُزْرِي بِالْفَتَى قُرَنَاؤُهُ

وَأَقْلِلْ إِذَا مَا اسْطَعْتَ قَوْلًا فَإِنَّهُ
إِذَا قَلَّ قَوْلُ الْمَرْءِ قَلَّ خَطَاؤُهُ

إِذَا قَلَّ مَالُ الْمَرْءِ قَلَّ صَدِيقُهُ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وَسَمَاؤُهُ

وَأَصْبَحَ لَا يَدْرِي وَإِنْ كَانَ حَازِمًا
أَقُدَّامُهُ خَيْرٌ لَهُ أَمْ وَرَاؤُهُ

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَحْتَزْ صَدِيقًا لِنَفْسِهِ
فَنَاوِبِهِ فِي النَّاسِ هٰذَا جَزَاؤُهُ

ব্যক্তির দোষ মানুষের মাঝে প্রকাশ করে তার কৃপণতা, আর তাদের থেকে সব কিছু লুকিয়ে ফেলে তার বদান্যতা।

তুমি বদান্যতার কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত কর, কেননা আমি দেখি সকল দোষের পর্দা হলো বদান্যতা।

তুমি যদি সঙ্গী বানাতে চাও তবে স্বাধীন ব্যক্তিকে সঙ্গী বানাও, কেননা সঙ্গীর দ্বারাই যুবক সম্মানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

কথা বলতে বাধ্য হলে অল্পই বলো, কেননা ব্যক্তির কথা কম হলে ভুলও কম হয়।

মানুষের সম্পদ কম হলে বন্ধুও কমে যায়, আসমান জমিনও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।

সে এমন হয়ে যায় যে, সে জানে না তার সামনে কল্যাণ নাকি পেছনে, যদিও সে বিচক্ষণ।

ব্যক্তি যখন নিজের জন্য সঠিক বন্ধু নির্বাচন না করে, তবে তুমি মানুষের মাঝে ঘোষণা দাও এই তার প্রতিদান।[৫৭]

আর বদান্যতা হলো প্রয়োজনের সময় মানুষ যার প্রতি মুখাপেক্ষী হয় তা খরচ করা এবং সামর্থের অনুযায়ী তা তার হকদারকে পৌঁছে দেয়া। বদান্যতা তা নয় যা কতক স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী বলে যে, উপস্থিত যা আছে তা খরচ করাই বদান্যতা। এমন হলে তো অপব্যবহার ও অপচয় বলে কিছুই থাকতো না। অথচ কুরআন হাদীসে উভয়ের নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা আছে।

যেহেতু বদান্যতা, দানশীলতা প্রশংসনীয় সেহেতু যে দানশীলতার সীমানায় অবস্থান করবে তাকে কারীম বলা হবে, প্রশংসা তার জন্য আবশ্যক। আর যে বদান্যতা, দানশীলতার সীমানায় ত্রুটি করবে তাকে বখিল বলা হবে, নিন্দা তার জন্য আবশ্যক।

হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন -

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ لَا يُجَاوِرُهُ بَخِيلٌ.

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইজ্জতের কসম করেছেন যে তিনি কৃপণকে নৈকট্য দান করবেন না।

উদারতা দানশীলতা দুই প্রকার

প্রথমত : অন্যের হাতে যা আছে তা হতে বিরত থাকার উদারতা। (উত্তম উদারতা)

দ্বিতীয়ত : নিজের হাতে যা আছে তা খরচ করার উদারতা।

কখনো মানুষ কাউকে কিছু না দিয়েও সর্বোত্তম দানশীল হয়। কেননা সে মানুষের হাতে যা আছে তা হতে উদার।

এটাই কতকের বক্তব্যের মর্ম, উদারতা হলো নিজের সম্পদ দানকারী আর অন্যের সম্পদ ত্যাগকারী।

---

[৫৭] ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম, রওজাতুল উকালা

আমি শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন, হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি জান কেন আমি তোমাকে আমার খলীলরূপে গ্রহণ করলাম? তিনি বললেন, না, আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেননা আমি দেখেছি তুমি নেওয়া হতে দেওয়াকে বেশি পছন্দ কর।

এটা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী হতে একটি গুণাবলী। তিনি দান করেন, গ্রহণ করেন না। তিনি খাদ্য দান করেন তাকে কেউ খাদ্য দান করতে পারে না। তিনি দানশীলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দানশীল। উদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম উদার। তাঁর নিকট প্রিয় সৃষ্টি হলো যে তাঁর গুণে গুণান্বিত। তিনি কারীম তাঁর বান্দাদের মধ্যে কারীমদের তিনি ভালোবাসেন। তিনি আলীম তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেমদের তিনি ভালোবাসেন। তিনি ক্ষমতাবান তাঁর বান্দাদের মধ্যে সাহসীদের তিনি ভালোবাসেন। তিনি সুন্দর, সুন্দরকে তিনি ভালোবসেন।

ইমাম তিরমিজি তাঁর জামে তিরমিজিতে বর্ণনা করেন -

عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِيْ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ فَنَظِّفُوْا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ . قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَخَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ يُضَعَّفُ .

সালিহ ইবনে আবু হাসসান ﷺ বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাঈয়্যাব ﷺ কে বলতে শুনেছি, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি মহান ও দয়ালু, মহত্ব ও দয়া

ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, দানশীলতাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক। আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, তোমাদের আশপাশের পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইয়াহুদীদের অনুকরণ করো না। সালিহ বলেন, আমি এ প্রসঙ্গে মুহাজির মিসমারের নিকটে বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, আমির ইবনে সা'দ তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ হতে একই রকম হাদীস আমার কাছে বলেছেন। তবে তিনি তাতে বলেছেন, তোমাদের আশপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখ।[৫৮]

ইমাম তিরমিজি তাঁর জামে তিরমিজিতে আরো বর্ণনা করেন -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হতে দূরবর্তী। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা হতে দূরবর্তী, জান্নাত হতে দূরবর্তী, মানুষের নিকট হতেও দূরবর্তী, কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী। আল্লাহ তা'আলার নিকটে কৃপণ আলেম ব্যক্তির চেয়ে মূর্খ দানশীল ব্যক্তি বেশি প্রিয়।[৫৯]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে -

وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

আল্লাহ্ তা'আলা বিজোড়। তিনি বিজোড় পছন্দ করেন।[৬০]

---

[৫৮] তিরমিজি : ২৭৯৯

[৫৯] তিরমিজি : ১৯৬১

[৬০] বুখারী : ৬৪১০

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা "রাহিম" তিনি দয়াকারীদের ভালোবাসেন। তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে দয়াকারীদের প্রতি রহম করেন।
তিনি "সাত্তার" যে তাঁর বান্দাদের দোষ গোপন করে তিনি তাকে ভালোবাসেন।
তিনি "ক্ষমাশীল" যে তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করে তিনি তাকে ভালোবাসেন।
তিনি "লাতিফ" তাঁর বান্দাদের থেকে অমায়িককে ভালোবাসেন। কঠোর, নীরস, নির্দয়, নিষ্ঠুরকে ঘৃণা করেন।
তিনি "কোমল" কোমল আচরণকারীকে ভালোবাসেন।
তিনি "ধৈর্যশীল" ধৈর্যকে ভালোবাসেন।
তিনি "ন্যায়পরায়ণ" ন্যায়পরায়ণতাকে ভালোবাসেন।
তিনি "ন্যায় বিচারক" ন্যায় বিচারককে ভালোবাসেন।
তিনি "ওজর গ্রহণকারী" ওজর গ্রহণকারীকে ভালোবাসেন।
এর আলোকেই তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতিদান প্রদান করেন।
মাফকারীর জন্য মাফ,
ক্ষমাকারীর জন্য ক্ষমা,
দয়াকারীর জন্য দয়া,
রহমকারীর জন্য রহম,
ইহসানকারীর জন্য ইহসান,
যে তাঁর বান্দাদের দোষ গোপন করবে তিনি তার দোষ গোপন করবেন।
যে তাঁর বান্দাদের দোষ খুঁজবে তিনি তার দোষ খুঁজবেন।
যে তাঁর বান্দাদের লাঞ্ছিত করবে তিনি তাকে লাঞ্ছিত করবেন।
যে তাঁর বান্দাদের কল্যাণে বাঁধা দিবে তিনি তার বাঁধার জবাব দিবেন।
যে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করবে তিনি তার বিরোধিতার জবাব দিবেন।
যে ষড়যন্ত্র করবে তিনি তার ষড়যন্ত্রের জবাব দিবেন।
যে প্রতারণা করবে তিনি তার প্রতারণার জবাব দিবেন।

যে তাঁর সৃষ্টির সাথে যেমন আচরণ করবে তিনি তার সাথে দুনিয়া আখিরাতে হুবহু তেমন আচরণ করবেন।
বান্দা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে যেমন আল্লাহ তা'আলাও সে বান্দার সাথে তেমন।
এ জন্যেই হাদীসে এসেছে -

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক কোন ঈমানদারের দুনিয়া থেকে কোন মুসিবত দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসে তার থেকে মুসিবত সরিয়ে দিবেন। যে লোক কোন দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন। যে লোক কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন।[৬১]
অন্য হাদীসে আছে -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের (বা অনুতপ্ত ব্যক্তির অনুরোধে)

---

[৬১] সহীহ মুসলিম : ২৬৯৯, ৬৭৪৬

চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ দিলো, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।[৬২]

অন্য হাদীসে আছে -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ প্রদান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন তার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।[৬৩]

কেননা সে যখন ঋণগ্রস্তকে সবর ও সুযোগ দানের ছায়ায় রেখেছে, যেন সে তাকে তাগাদার উত্তাপ থেকে মুক্ত রেখেছে। তার অক্ষমতা ও অভাব সত্ত্বেও পরিশোধ করার উত্তাপ হতে মুক্ত রেখেছে। তাই আল্লাহ তা'আলাও তাকে কেয়ামতের দিন সূর্যের উত্তাপ হতে মুক্তি দিয়ে আরশের ছায়া দান করবেন।

এ কথাটি হাদীসে এভাবে এসেছে -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلٰى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ .

---

[৬২] ইবনে মাজা : ২১৯৯ আবূ দাউদ : ৩৪৬০, আহমাদ : ৭৩৮৩, বায়হাকী : ৪/১৯১, ইরওয়া : ১৩৩৪, মিশকাত : ২৮৮১, সহিহাহ : ২৬১৪

[৬৩] তিরমিজি : ১৩০৬

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত আছে - তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উঠে উঁচু আওয়াজে বললেন, হে ঐ জামাআত, যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মজবুত হয়নি। তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা, যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, সে তার উটের হাওদার ভিতরে অবস্থান করে থাকলেও।[৬৪]

সুতরাং যেমন কর্ম তেমন ফল। তুমি যেমন চাও তেমন হও। তুমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দার জন্য যেমন আল্লাহ তা'আলাও তোমার জন্য তেমন।

যেহেতু মুনাফিকরা ইসলাম প্রকাশ করতো এবং কুফর গোপন করতো। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কেয়ামতের দিন পুলসিরাতে আলো প্রকাশ করবেন। তারা মনে করবে তারা পুলসিরাত পার হতে পারবে কিন্তু তিনি তাদের জন্য তাদের আলো ছিনিয়ে নিবেন এবং পুলসিরাত পার হতে তাদের বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখবেন। এটা দুনিয়ায় তাদের কর্মের অনুরূপ ফল হিসেবে।

এমনিভাবে যে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির জন্য তার হৃদয়ে যা আছে তার বিপরীত কিছু প্রকাশ করবে। আল্লাহ তা'আলাও তার জন্য দুনিয়া আখিরাতের সফলতার উপায় উপকরণ প্রকাশ করবেন এবং তার বিপরীত বিষয় গোপন রাখবেন।

হাদীসে এসেছে -

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ.

নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদাত করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার লোক-শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে

---

[৬৪] তিরমিজি : ২০৩২

দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ইবাদাত করবে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার লোক দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন।[৬৫]

উদ্দেশ্য হলো, উদার দানশীলকে আল্লাহ তা'আলা যা দিবেন, কৃপণ, বখীল, সংকীর্ণমনাকে আল্লাহ তা'আলা তা দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা তার গঠনে, স্বভাবে, চরিত্রে, রিযিকে ও জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দান করবেন তার কর্মের অনুরূপ ফল হিসেবে।

যিক্‌র ও যিক্‌রের উপকারিতা

রাসূল ﷺ বলেন,

وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتّٰى إِذَا أَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ.

আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করার। যিক্‌রের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায় যার দুশমনেরা তার পিছু ধাওয়া করছে। অবশেষে সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু হতে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। তদ্রুপ কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না।[৬৬]

যদি যিক্‌রের এই একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নাও থাকতো তবুও বান্দার উচিত তার জিহ্বা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র হতে বিরত না রাখা এবং সর্বদাই বার বার যিক্‌র করতে থাকা। কেননা বান্দা যিক্‌র ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে নিজেকে তার দুশমন হতে সুরক্ষিত রাখতে পারে না। তার দুশমন তার উপর প্রবেশ করে গাফলতের দরজা দিয়েই। সে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে যখন বান্দা

---

[৬৫] মুসলিম : ৫৩/৫, হা : ৯৮৬

[৬৬] তিরমিজি : ২৮৬৩

গাফেল হয় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে শিকার করে। আর যখন সে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করে আল্লাহ তা'আলার দুশমন সংকুচিত হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায় এবং দমে যায়। এমনকি তা ছোট চড়ুই পাখি ও মশা মাছির মত হয়ে যায়। এ জন্যই কুমন্ত্রণা প্রদানকারীকে 'খান্নাস' বলে। তথা সে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় আর যখন আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করা হয় সে বিরত থাকে এবং সংকুচিত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের কলবের বা অন্তরের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করে তখন সরে যায় আর যখন গাফেল বা অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার দিলে ওয়াস্‌ওয়াসা দিতে থাকে।[৬৭]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত মু'আয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন -

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا قَطُّ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

"আযাব থেকে রক্ষার জন্য কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলার যিকরের চেয়ে উত্তম কোনো আমল কখনো করতে পারেনি (আযাব থেকে রক্ষার জন্য যিকরের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই)।[৬৮]

হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন -

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ

---

[৬৭] বুখারী তা'লীক হিসেবে ,মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ : ৩৪৭৭৪

[৬৮] মুসনাদে আহমদ : ৭/৩৬৭-৩৬৮

الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ . قَالُوا بَلَى ! قَالَ : ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى . فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ .

আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খয়রাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের হত্যা করা ও তোমাদেরকে তাদের হত্যা করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র।

মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।[৬৯]

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ : سِيْرُوْا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ . قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ .

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার পথে চলতে থাকেন। অতঃপর 'জুমদান' নামে একটি পর্বত অতিক্রমকালে তিনি বললেন, তোমরা এ জুমদান পর্বতে সফর করো। মুফাররিদগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, মুফাররিদ কারা? হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল ﷺ তিনি

---

[৬৯] তিরমিযী : ৩৩৭৭, আহমাদ : ২১১৯৫, ২৬৯৭৭, মুয়াত্তা মালেক : ৪৯০, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব : ১, মিশকাত : ২২৬৯

বললেন, বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে নিয়োজিত পুরুষ ও নারী।[৭০]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ. إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনো সমাবেশে একত্রিত হওয়ার পর চলে যাবার সময় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ না করে চলে যায় তবে তা হবে গাধার মৃতদেহ তুল্য। অর্থাৎ তা তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হবে।[৭১]

তিরমিযী শরীফে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

আবু হুরায়রাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। নবী ﷺ বলেন, যে সমস্ত লোক কোন দরবারে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করেনি এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদও পড়েনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন।[৭২]

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنِ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ . أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ

---

[৭০] সহীহ মুসলিম : ২৬৭৬

[৭১] আবু দাউদ : ৪৮৫৫, নাসায়ীর আমলুল ইয়াম ওয়াল লাইলাহ, আহমাদ, হাকিম

[৭২] তিরমিজি : ৩৩৮০

الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .

আগার আবু মুসলিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল খুদরী ﷺ তারা উভয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন জাতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিক্‌র করতে বসলে একদল ফেরেশতা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়। আর তাদের উপর শান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তার নিকটস্থ ফেরেশতাগণের মধ্যে তাদের আলোচনা করেন।[৭৩]

সুনানে তিরমিযীতে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ . قَالَ " لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ .

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর ﷺ হতে বর্ণিত আছে, এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শারী'আতের বিষয়াদি বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন, সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র দ্বারা সিক্ত থাকে।[৭৪]

অন্য বর্ণনায় আছে -

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ

---

[৭৩] মুসলিম : ২৭০০

[৭৪] তিরমিজি : ৩৩৭৫, ইবনু মাজাহ হা : ৩৭৯৩

. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ : لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً .

আবু সাঈদ আল খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দাদের মধ্যে কে মর্যাদায় সর্বোত্তম হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার অধিক পরিমাণে যিক্‌রকারীগণ। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারীর চেয়েও অধিক মর্যাদাশালী? তিনি বললেন, যদি কেউ নিজের তলোয়ার দিয়ে কাফির ও মুশরিকদের উপর এমনভাবে আঘাত হানে যে, তা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং নিজেও রক্তাক্ত হয়ে যায়, তবে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রকারী বান্দাগণ মর্যাদায় তার চেয়েও উত্তম।[৭৫]

সহীহ বুখারীতে আছে -

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

আবু মূসা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে তার প্রতিপালকের যিক্‌র করে, আর যে যিক্‌র করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তি।[৭৬]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ

---

[৭৫] তিরমিজি : ৩৩৭৬, তা'লীকুর রাগীব : ২/২২৮

[৭৬] বুখারী : ৬৪০৭, মুসলিম : ৬/২৯, হা : ৭৭৯

ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[৭৭]

তিরমিযীতে আছে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا. قَالَ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ "حِلَقُ الذِّكْرِ.

আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহের পার্শ্ব দিয়ে যাবে তখন সেখান থেকে উপকৃত হবে। লোকজন প্রশ্ন করল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেন, যিক্‌রের মজলিস।[৭৮]

অন্য বর্ণনায় আছে -

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْكَرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ

---

[৭৭] বুখারী : ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৭, মুসলিম : ৪৮/১, হা : ১৬৭৫, আহমাদ : ৭৪২৬

[৭৮] তিরমিজি : ৩৫১০, তা'লীকুর রাগীব, হা : ২/৩৩৫

عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ إِنَّ عَبْدِيْ كُلَّ عَبْدِي الَّذِيْ يَذْكُرُنِيْ وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ. يَعْنِيْ عِنْدَ الْقِتَالِ.

উমারা ইবনে যা'কারা ﷺ হতে বর্ণিত আছে - তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার পূর্ণ বান্দা সেই ব্যক্তি যে তার শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমাকে মনে করে।[৭৯]

যিক্‌রকারী ও মুজাহিদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এটাই সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য। কেননা যিক্‌রকারী মুজাহিদ জিহাদবিহীন যিক্‌রকারী ও গাফেল মুজাহিদ হতে উত্তম। আবার জিহাদবিহীন যিক্‌রকারী আল্লাহ তা'আলা হতে গাফেল মুজাহিদ হতে উত্তম। সুতরাং সর্বোত্তম যিক্‌রকারী হলো মুজাহিদগণ আর সর্বোত্তম মুজাহিদ হলো যিক্‌রকারীগন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।[৮০]

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একসাথে অধিক যিক্‌র ও জিহাদের নির্দেশ দিলেন, যেন তারা সফল হয়।

তিনি আরো ইরশাদ করেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۚ

---

[৭৯] তিরমিজি : ৩৫৮০

[৮০] ৮ সূরা আনফাল : ৪৫

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ কর।[৮১]

وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرٰتِ.

আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণকারী নারী।[৮২]

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের) যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন (মিনায়) আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন (জাহেলী যুগে) তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।[৮৩]

এ সকল আয়াতে তিনি অধিক ও গভীরভাবে যিক্‌র করতে নির্দেশ করেছেন। কেননা বান্দার জন্য যিক্‌রের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি যে, এক মুহূর্তও যিক্‌র হতে গাফেল হওয়ার সুযোগ নেই। যে মুহূর্তে সে যিক্‌র হতে বিমুখ থাকবে সে মুহূর্তই তার ক্ষতির কারণ হবে। যিক্‌র ত্যাগের ক্ষতি গাফলতের লাভ হতে অধিক কঠিন হবে।

কতক আরেফ বলেন, যদি বান্দা বছরের পর বছর আল্লাহমুখী থাকার পর এক মুহূর্তের জন্য বিমুখ হয়, তবে তার এত বছরের অর্জনের থেকে এক মুহূর্তে যা হারিয়েছে তা আরো বেশি।

ইমাম বায়হাকি ﵀ উল্লেখ করেন -

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِابْنِ آدَمَ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهَا إِلَّا تَحَسَّرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হযরত আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, বান্দার যে সময় আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ব্যতীত অতিক্রান্ত হয় তা

---

[৮১] ৩৩ সূরা আহযাব : ৪২

[৮২] ৩৩ সূরা আহযাব : ৩৫

[৮৩] ২ সূরা বাকারা : ২০০

কেয়ামতের দিন তার জন্য আফসোসের কারণ হবে।[৮৪]

হযরত মু'আয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهَا.

জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না। শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলো আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে সেগুলোর জন্য তাঁরা আফসোস করবেন।[৮৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللهِ.

মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী, উপকারী নয়। তবে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রই তার জন্য লাভজনক।[৮৬]

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল ﷺ বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আমার সর্বশেষ যে কথা হয়েছিলো অর্থাৎ যে কথাটি বলে আমি তাঁর থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলাম। তা হলো, আমি প্রশ্ন করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বলেছিলেন,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

"আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমরা জিহ্‌বা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে।" অর্থাৎ, সদা সর্বদা মু'মিন মুখে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করবে। আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে তাঁর জবান সর্বদা সজীব

---

[৮৪] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৪০৮-৪০৯

[৮৫] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৪০৮-৪০৯, বাযযার, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়াইয়া : ১০/৭৪

[৮৬] সুনান আত তিরমিজি : ২৪১২, ইবনু মাজাহ : ৩৯৭৪, হাকেম : ১/৫১২-৫১৩

থাকবে। এরূপ হলে তাঁর যখন মৃত্যু হবে তখনো তাঁর জবান যিক্‌রেই ব্যস্ত থাকবে।[৮৭]

হযরত আবু দারদা ﷺ বলেন -

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جِلَاءً. وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

সকল জিনিসেরই মরিচা ছাড়ানোর রেত আছে। আর হৃদয়ের মরিচা ছাড়ানোর রেত হলো আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র।[৮৮]

ইমাম বায়হাকি ﷺ উল্লেখ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বলেন -

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوْا: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ.

প্রত্যেকটা জিনিসের (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের জন্য) একটা ব্রাশ বা মাজন আছে। আর কলব বা মন পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ বা মাজন হলো আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র। আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে মুক্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের চেয়ে অধিক কার্যকর আর কোন জিনিসই নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করাও কি নয়? তিনি ﷺ বললেন, যে মুজাহিদ আল্লাহ তা'আলার পথে প্রচণ্ড বেগে তরবারির আঘাতে যদি তা ভেঙ্গেও ফেলে তার চেয়েও আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র উত্তম।[৮৯]

এতে কোনো সন্দেহ নেই অন্তরে মরিচা পড়ে, যেমনিভাবে স্বর্ণ, রুপা ও তামায় মরিচা পড়ে। আর এর সাফাই ও পরিচ্ছন্ন করার রেত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র। এটি হৃদয়কে স্বচ্ছ আয়নার মতো করে ফেলে। যিক্‌র ছেড়ে দিলে মরিচা পড়ে যায়। যিক্‌র করলে দিল পরিষ্কার হয়ে যায়।

---

[৮৭] সহিহ ইবনে হিব্বান : ৮১৮

[৮৮] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৪১৯

[৮৯] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৪১৮-৪১৯, বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর : ১৯

অন্তরে মরিচা পড়ে দুইভাবে

দুইভাবে অন্তরে মরিচা পড়ে, ১. গাফলত ও ২. গুনাহ। আর পরিষ্কারের রেতও দুইটি যিক্‌র ও ইস্তেগফার। অধিক গাফলতের কারণে হৃদয়ে মরিচার স্তুপ জমে যায়। যে পরিমাণ গাফলত সে পরিমাণ মরিচা। হৃদয়ে মরিচা পড়ে গেলে জ্ঞান আর তাতে কাজ করে না। ফলে সে বাতিলকে হকের আকৃতিতে দেখে আর হককে বাতিলের আকৃতিতে দেখে। যেহেতু মরিচা তার হৃদয় অন্ধকার করে আছে তাই হাকীকত বা বাস্তব অবস্থা তার নিকট স্পষ্ট হয় না।
মরিচা জমে জমে অন্ধকার হয়ে গেলে ব্যক্তির কল্পনা ও বুঝ শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে হক গ্রহণ করে না এবং বাতিলকে অস্বীকার করে না। আর এটা হৃদয়ের বড় শাস্তি। এর জন্য মূলদায়ী হচ্ছে গাফলত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ কেননা এ দুটি হৃদয়ের আলো মুছে দেয় ও চোখ অন্ধ করে দেয়।

কার অনুসরণ করব?

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

তুমি তার আনুগত্য করবে না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হতে উদাসীন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করে আর যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালঙ্ঘনমূলক।[৯০]
বান্দা যখন কারো ইকতেদা বা অনুসরণ করতে চায় সে যেন দেখে সে যার অনুসরণ করবে সে কি আহলে যিক্‌র নাকি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত? তাকে ওহী পরিচালিত করে, নাকি প্রবৃত্তি তাকে পরিচালিত করে? যদি প্রবৃত্তি তাকে চালায়, তবে তার কার্যক্রম সীমা অতিক্রম করেছে। সে যেন তার অনুসরণ না করে কেননা এ প্রবৃত্তি তাকে ধ্বংসের দিকেই টেনে নিবে।

---

[৯০] ১৮ সূরা কাহাফ : ২৮

فُرُطًا শব্দের অর্থ -

কখনো এর তাফসীর করা হয় হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে এ অর্থে। তাহলে وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا অর্থ যে বিষয় তার আঁকড়ে ধরা আবশ্যক, যে বিষয় তার হেদায়েত ও সফলতা তা হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে।

কখনো এর তাফসীর করা হয় অপচয় ও সীমালংঘন অর্থে।

কখনো এর তাফসীর করা হয় ধ্বংস ও বিনাশ অর্থে।

কখনো এর তাফসীর করা হয় হকের বিপরীত অর্থে।

সকল তাফসীরই কাছাকাছি অর্থে। উদ্দেশ্য হলো যার মধ্যে এ সকল দোষ রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। অতএব ব্যক্তির উচিত তার শায়খ, তার অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা। যদি তাকে এরকম পায় তবে যেন তার থেকে দূরে সরে যায়। আর যদি এমন পায় যে, তার মধ্যে তা'আলার যিক্‌র ও সুন্নাতের অনুসরণ প্রাধান্য লাভ করেছে। তার প্রতি আবশ্যক বিষয়ে সে বাড়াবাড়ি করেনি বরং সে দৃঢ় প্রত্যয়ী। তাহলে সে যেন তাকে আঁকড়ে ধরে।

আর জীবিত ও মৃতের মধ্যে যিক্‌র ব্যতীত কোনো পার্থক্যকারী নেই। সুতরাং যে যিক্‌র করে আর যে যিক্‌র করে না তার উপমা হলো জীবিত ও মৃতের মতো।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে -

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ.

তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র কর যেন মানুষেরা তোমাদেরকে পাগল বলে।[৯১]

---

[৯১] মুসনাদে আহমদ : ৪/১৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান : ৩/৯৯, মুসতাদরাক হাকিম : ৩৭২, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃ : ১৫৬, নং : ১১০৮

যিক্‌রের ফায়েদা

যিক্‌রের রয়েছে শতাধিক ফায়েদা -

এক : এটি শয়তানকে বিতাড়িত করে, তাকে বিধ্বস্ত করে এবং তার কোমর ভেঙ্গে দেয়।

দুই : এটি দয়াময় আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করে দেয়।

তিন : এটি অন্তরের চিন্তা, পেরেশানি দূর করে দেয়।

চার : এটি হৃদয়ে আনন্দ, খুশি ও প্রফুল্লতা আনে।

পাঁচ : এটি হৃদয় ও শরীরকে শক্তিশালী করে।

ছয় : এটি চেহারা ও হৃদয়কে আলোকিত করে।

সাত : এটি রিযিক টেনে আনে, রিযিকের দুয়ার খুলে দেয়।

আট : এটি যিক্‌রকারীকে হাইবতের তথা ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভয়ভীতির, মিষ্টতা ও উজ্জ্বলতার পোশাক পড়িয়ে দেয়।

নয় : যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সৃষ্টি করে যা ইসলামের রূহ, দ্বীনের চালিকা শক্তি, সৌভাগ্য ও মুক্তির মূল বিষয়।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের জন্য কিছু উপায় উপকরণ বের করেছেন। আর তাঁর ভালোবাসা অর্জনের উপায় হলো সার্বক্ষণিক যিক্‌র করা। তাই যে তাঁর ভালোবাসা পেতে চায়, সে যেন বেশি বেশি যিক্‌র করে। কেননা অধ্যয়ন ও পাঠ পুনরালোচনা যেমন ইলম অর্জনের দরজা স্বরূপ। তেমনি যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত অর্জনের দরজা, মহাসড়ক, ও শক্তিশালী রাজপথ।

দশ : যিক্‌র মুরাকাবা দান করে তথা আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে ভাবতে শিখায়। এমনকি তাকে ইহসানের স্তরে পৌঁছে দেয়। ফলে সে এমনভাবে ইবাদত করে যেন সে আল্লাহ তা'আলাকে দেখছে। আর যিক্‌র হতে উদাসীন ব্যক্তির ইহসানের স্তরে পৌঁছার কোনো সুযোগ নেই। যেমন বসা ব্যক্তির ঘরে পৌঁছার সুযোগ নেই।

এগার : যিক্‌র ইনাবত দান করে বা আল্লাহমুখীতা সৃষ্টি করে। বান্দা যিক্‌রের মাধ্যমে যতবেশি তাঁর দিকে ফিরবে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সর্বাবস্থায় অন্তরের মাধ্যমে তাঁর দিকে এগিয়ে আসার সুযোগ

দান করবেন। ফলে বিপদে আপদে সব সময়ে আল্লাহ তা'আলা তার আশ্রয়স্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল, ও তার হৃদয়ের কিবলা হয়ে যাবেন।

বার : যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার কুরবত বা নৈকট্য সৃষ্টি করে, যিক্‌রের আলোকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল হবে। আর গাফলতির আলোকে আল্লাহ তা'আলা হতে দূরত্ব সৃষ্টি হবে।

তের : যিক্‌র বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাতের রাজপথ খুলে দেয়। যার যিক্‌র যতবেশি তার মা'রেফতও ততবেশি।

চৌদ্দ : যিক্‌র হাইবত বা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয়, ভালোবাসা, বড়ত্ব সৃষ্টি করে এবং হুজুরে ক্বলব বা আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি বা আল্লাহ তা'আলা আমার সঙ্গে আছেন এ অনুভূতি সৃষ্টি করে। গাফেল এর ব্যতিক্রম তার হৃদয় হতে আল্লাহ তা'আলার হাইবত উঠে যায়।

পনের : যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার দরবারে আলোচনার কারণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।[৯২]

যিক্‌রের যদি আর কোনো ফায়েদা নাও থাকতো তবে এ একটি মাত্র ফযীলত তার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট ছিলো। রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন -

فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.

সুতরাং সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করলে আমিও তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে তথা ফেরেশতাদের মজলিসে স্মরণ করি।[৯৩]

ষোল : যিক্‌র অন্তরে প্রাণের সঞ্চার করে। আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মাছের

---

[৯২] সূরা বাকারা : ১৫২

[৯৩] সুনান আত তিরমিজি : ৩৬০৩, ইবনু মাজাহ : ৩৮২২

জন্য পানি যেমন, রূহের জন্য যিক্‌র তেমন। পানি ছাড়া মাছের যে অবস্থা, যিক্‌র ছাড়া দিলেরও সে অবস্থা।[৯৪]

সতের : যিক্‌র দিল ও রূহের খোরাক। খাদ্য না পেলে শরীরের যে অবস্থা যিক্‌র না পেলে দিল ও রূহের সে অবস্থা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ একবার ফজরের সালাত আদায় করে প্রায় অর্ধ দিবস পর্যন্ত বসে বসে যিক্‌র করলেন। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি আমার সকালের নাস্তা। এ নাস্তা না হলে আমি শক্তিহীন হয়ে যাব।

অন্য একবার তিনি বলেন, আমি নফসের প্রতি দয়া ও বিশ্রামের উদ্দেশ্য ছাড়া যিক্‌র ছাড়ি না। যাতে বিশ্রাম করে পুনরায় অন্য ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারি।

আঠারো : যিক্‌র অন্তরের মরিচা ও ময়লা দূর করে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক জিনিসের মরিচা ও ময়লা আছে, দিলের ময়লা ও মরিচা হলো প্রবৃত্তি ও গাফলত। আর একে পরিচ্ছন্ন করার রেত হলো যিক্‌র, তাওবাহ ও ইস্তেগফার।

উনিশ : যিক্‌র গুনাহ খাতাকে মুছে দেয় ও দূর করে দেয়। কেননা যিক্‌র সর্বোত্তম নেক আমল আর إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়।

বিশ : যিক্‌র বান্দা ও তার রবের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে দেয়। গাফেলের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা হতে যে দূরত্ব আছে তা যিক্‌র ব্যতীত দূর হয় না।

একুশ : বান্দা যে সকল যিক্‌র আযকার, তাসবীহ তাহমীদ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করে। বান্দার কঠিন সময়ে সে সকল যিক্‌র আযকার তার আলোচনা করতে থাকে। ইমাম আহমদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন। নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেন -

إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللهِ التَّسْبِيْحَ وَالتَّهْلِيْلَ وَالتَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ

---

[৯৪] আত তুহফাতুল ইরাকিয়্যাহ, মাজমূয়াতুল ফাতাওয়া

حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ.

নোমান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাসবীহ (سُبْحَانَ اللهِ), তাহলীল (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) ও তাহমীদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তা'আলার যে মহিমা বর্ণনা করো তা মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় শব্দ করে আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে। সেগুলো নিজ নিজ প্রেরকের কথা উল্লেখ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে না যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট অনবরত তার উল্লেখকারী কেউ থাকুক?[৯৫]

বাইশ : বান্দা যখন সুখের সময়ে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করে করে তাঁর নিকট অধিক পরিচিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাও বান্দার দুঃখের সময়ে তাকে স্মরণ রাখেন। এ অর্থে একটি হাদীস এসেছে, যিক্‌রকারী নেক বান্দা যখন বিপদে পড়ে অথবা আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো প্রয়োজনে হাত উঠায় ফেরেশতাগণ বলে, হে আল্লাহ! এতো আপনার পরিচিত বান্দার পরিচিত আওয়াজ। আর গাফেল যিক্‌র বিমুখ বান্দা যখন তাঁকে ডাকে বা তাঁর নিকট কিছু চায় ফেরেশতাগণ বলে, হে আল্লাহ! অপরিচিত বান্দার অপরিচিত আওয়াজ।

তেইশ : যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে রক্ষা করে। যেমন মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।

চব্বিশ : যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার ছাকীনা ও রহমত নাজিলের মাধ্যম। ফেরেশতাগণ যিক্‌রকারীর চতুর্দিক ঘিরে রাখে। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন।

---

[৯৫] ইবনে মাজাহ : ৩৮০৯, আহমাদ : ১৭৮৯৮, ১৭৯২১

পঁচিশ : যিক্‌রের বরকতে জিহ্‌বা গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা, খারাপ কথা, অনর্থক কথা হতে হেফাজত থাকে। কেননা মানুষের জন্য কথা বলা আবশ্যক। এখন সে যদি আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র বা তাঁর আদেশের যিক্‌র দ্বারা কথা না বলে তাহলে সে হারামের কথা বলবে। সুতরাং এসব গর্হিত আচরণ হতে বাঁচতে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের বিকল্প নেই।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে ব্যক্তি তার জিহ্‌বা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে অভ্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তার জিহ্‌বাকে মিথ্যা ও অনর্থক বিষয় থেকে রক্ষা করবেন। আর যার জিহ্‌বা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র হতে শুকিয়ে যায় তার জিহ্‌বা সকল বাতিল, অনর্থক, ও অশ্লীলতা দ্বারা সতেজ থাকে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

ছাব্বিশ : যিক্‌রের মজলিস ফেরেশতাদের মজলিস। আর গাফলত ও অনর্থক কথাবার্তার মজলিস হলো শয়তানের মজলিস। এখন বান্দার ইখতিয়ার আছে সে যে মজলিস ইচ্ছা তার জন্য বাছাই করে নিবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সে ঐ মজলিসের সঙ্গী হবে।

সাতাশ : যিক্‌রের বদৌলতে যিক্‌রকারী ও তার আশেপাশের সঙ্গীরাও সৌভাগ্যবান হয়। যিক্‌র যেখানেই থাকুক বরকতময়। আর গাফেল ও অনর্থক আলোচনায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজের কপাল পুড়ে আশেপাশের সঙ্গীরও কপাল পুড়ে।

আটাশ : কেয়ামতের দিন যিক্‌রকারী আফসোস করবে না। কেননা যে মজলিসে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করা হয় না তা তার আফসোস ও ধ্বংসের কারণ হয়।

উনত্রিশ : যিক্‌রের সাথে যদি নির্জনে কান্না নসিব হয় তাহলে তা কেয়ামতের মহা বিপর্যয়ের দিন তার জন্য আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে ছায়ার উপায় হবে। মানুষ হাশরের প্রচণ্ড উত্তাপে ছটফট করতে থাকবে আর যিক্‌রকারী মহান আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়ায় থাকবে।

ত্রিশ : দু'আকারীগণ দু'আ করে যা কিছু লাভ করে যিক্‌রকারী যিক্‌রে মগ্ন থেকে আরো অধিক লাভ করে। হাদীসে এসেছে হযরত উমর ﷺ বলেন। রাসূল ﷺ বলেন -

يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِيْ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

মহান রাব্বুল ইজ্জাত বলেন, কুরআন (চর্চার ব্যস্ততা) ও আমার যিক্‌র যাকে আমার নিকটে কিছু আবেদন করা হতে নিবৃত্ত রেখেছে আমি তাকে আমার কাছে যারা চায় তাদের চাইতে অনেক উত্তম বখশিশ দিব। সব কালামের উপর আল্লাহ্ তা'আলার কালামের গৌরব এত বেশি, যত বেশি আল্লাহ তা'আলার সম্মান তার সকল সৃষ্টির উপর।[৯৬]

একত্রিশ : যিক্‌র সবচেয়ে সহজ তবে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ইবাদত। কেননা জবান নড়াচড়া করা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করা হতে হালকা ও সহজ। দিনে রাতে জিহ্‌বা যতবেশি নড়াচড়া করে অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এতবেশি নাড়ানো কষ্টকর ও অসম্ভব।

বত্রিশ : যিক্‌র জান্নাতের চারাগাছ। ইমাম তিরমিযী ﷺ বর্ণনা করেন -

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ .

ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি ইবরাহীম ﷺ এর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতকে আমার

---

[৯৬] সুনান আত তিরমিজি : ২৯২৬

সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং তাদেরকে জানান যে, জান্নাতের জমিন অতীব সুগন্ধি সমৃদ্ধ এবং সেখানকার পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। তা একটি সমতল ভূমি এবং তার গাছপালা হল -

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. [৯৭]

ইমাম তিরমিজি ﷺ আরো বর্ণনা করেন -

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ . غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ .

জাবির ﷺ হতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন, যে লোক (একবার) বলে -

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।[৯৮]

যিক্‌রের সুফল ও উপকারিতা

তেত্রিশ : যিক্‌রের জন্য যত পুরষ্কার ও সওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে অন্য কোনো আমলের জন্য এমন করা হয়নি। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ . وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ

---

[৯৭] সুনান আত তিরমিজি : ৩৪৬২, তা'লীকুর রাগীব, হা : ২/২৪৫, ২৫৬, আল-কালিমুত তাইয়্যিব, হা : ১৫/৬

[৯৮] সুনান আত তিরমিজি : ৩৪৬৩, রাওজুন নাযীর : ২৪৩

اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

বলেছেন - ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺআবু হুরায়রা .

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব, তারই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই সব বিষয়ের উপর শক্তিধর।

যে লোক এ দু'আ প্রতিদিন একশ বার পাঠ করে তার দশজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন হয়, তার আমলনামায় একশ নেকী লেখা হয় এবং তার হতে একশ পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর তা ঐ দিন বিকাল পর্যন্ত শয়তান হতে তার জন্যে রক্ষাকারী হয়ে যায়। সেদিন সে যা পুণ্য অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশি পুণ্যবান কেউ হবে না। তবে কেউ তার চাইতে বেশি আমল করলে তার কথা আলাদা। আর যে লোক দিনে একশ বার পাঠ করবে -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ .

আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তার সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।[৯৯]

সহীহ মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন -

[৯৯] সহিহ বুখারী : ৬৪০৩, ৩২৯৩, মুসলিম : ২৬৯১

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ .

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ তা'আলা মহান" সূর্য যা কিছুর উপর উদিত হয়, সে সব বিষয়ের চেয়ে এ তাসবীহ পড়া আমার নিকট বেশি প্রিয় ।[১০০]

সুনানে তিরমিজিতে আছে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ. وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ. فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ. وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ. فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

আনাস ইবনে মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ. وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ .

"হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি এবং সাক্ষী রাখি আপনাকে ও আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাদেরকে, আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে, নিশ্চয়ই আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আপনার বান্দা ও রাসূল"

আল্লাহ তা'আলা তার এক চতুর্থাংশ দেহ জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা দু' বার বলবে, আল্লাহ তা'আলা

---

[১০০] সহীহ মুসলিম : ২৬৯৫

তার শরীরের অর্ধেক জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার বলবে আল্লাহ তা'আলা তার শরীরের তিন চতুর্থাংশ এবং চারবার বললে তার সমস্ত শরীর জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।[১০১]

ইমাম তিরমিজি আরো বলেন -

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا. كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ

সাওবান ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে,

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا .

"আল্লাহ তা'আলা আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তকরণে পরিতৃপ্ত আছি"

তাকে পরিতৃপ্ত করা আল্লাহ্ তা'আলার করণীয় হয়ে যায়।[১০২]

তিনি আরো বলেন -

مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ .

যে লোক বাজারে প্রবেশ করে বলে -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

---

[১০১] সুনান আবু দাউদ : ৫০৬৯, বুখারী আদাবুল মুফরাদ : ১২০১, তিরমিজি : ৩৫০১, নাসায়ী আমালুল ইওমি ওয়াল লাইলআতি : ৯

[১০২] সুনান আত তিরমিজি : ৩৩৮৯, নাকদুল কিত্তানী : ৩৩৩৪, আল-কালিমুত-তায়য়্যিব : ২৪

"আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, সকল ক্ষমতা তারই, সমস্ত প্রশংসা তার জন্য, তিনিই প্রাণ দান করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরজীবি, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, তার হাতেই মঙ্গল এবং তিনিই সবসময় প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতার অধিকার রাখেন"
তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দশ লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার দশ লক্ষ গুণ সম্মান বৃদ্ধি করেন।[১০৩]

আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়ার ক্ষতি

চৌত্রিশ : সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র তাকে ভুলে যাওয়া হতে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়া বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্ভাগ্যের কারণ। কেননা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেলে বান্দা নিজেকে ও নিজের সকল কল্যাণকে ভুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাইতো ফাসেক।[১০৪]
বান্দা যখন নিজেকে ভুলে যায় তখন সে তার কল্যাণ হতে বিমুখ হয়ে যায়। তার কল্যাণ ভুলে যায় এবং গাফেল হয়ে যায়। ফলে সে নির্ঘাত ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়।
যেমন এক ব্যক্তির ক্ষেত খামার রয়েছে। যার রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভালে তার সফলতা কিন্তু সে তাতে অবহেলা করলো, তা ভুলে গেলো এবং অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলো তাহলে তা নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের নফসের অবহেলা করে, নফসের সংশোধন থেকে গাফেল হয়ে যায়, তার রক্ষনাবেক্ষণ

---

[১০৩] সুনান আত তিরমিজি : ৩৪২৮, ইবনু মাজাহ : ২২৩৫, দারেমি : ২/৭৪৭
[১০৪] ৫৯ সূরা হাশর : ১৯

ও যথাযথ পরিচর্যা না করে, তাহলে তার ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমার কি ধারণা? ধ্বংস, ব্যর্থতা, ও লাঞ্ছনা ছাড়া তার জন্য তুমি কী আশা কর?

এ ব্যক্তিই সে ব্যক্তি যার বিষয় হলো সীমালঙ্ঘন। তার সকল উপকার নষ্ট হয়ে গেছে। ধ্বংস ও বরবাদীর সকল উপকরণ তাকে ঘিরে নিয়েছে।

এ ধ্বংস থেকে নিস্তার পেতে সার্বক্ষণিক যিক্‌র ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। সর্বদাই জিহবাকে যিক্‌র দ্বারা সজীব রাখতে হবে।

- ❖ যিক্‌রকে জীবনের মতো কদর করতে হবে, যা ছাড়া সে মৃত।
- ❖ যিক্‌রকে জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষাকারী খাদ্যের মতো কদর করতে হবে।
- ❖ প্রচণ্ড পিপাসায় ঠাণ্ডা পানির যেমন গুরুত্ব তেমন গুরুত্ব দিতে হবে।
- ❖ ঠাণ্ডা ও উত্তাপে পোশাকের যেমন কদর তেমন কদর করতে হবে।
- ❖ তীব্র শৈত্য প্রবাহে ও উপ্তত্ত বাতাশে ঠাণ্ডা ও উত্তাপ প্রতিরোধক ঘরের যেমন চাহিদা তেমন কদর করতে হবে।

বান্দার উচিত যিক্‌রকে এমন বা এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করা। কেননা এ সব উপকরণ না হলে শরীর ধ্বংস হতে পারে, তবে শরীর কোন একসময় সুস্থ হলে পাওয়া যাবে কিন্তু দিল ও রূহের ধ্বংস এমন বিপর্যয় যার পরে কোনো কল্যাণ কিংবা সালাহাত (ভালো কাজ) আশা করা যায় না। অতএব রূহ ও দিলের ধ্বংসের সাথে শরীর ধ্বংসের কোনো তুলনাই হয় না।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

যদি এ উপকার ছাড়া যিক্‌রের আর কোনো উপকার নাও থাকতো, তবে এ এক উপকারই যিক্‌রের ফযীলতের জন্য যথেষ্ট ছিল।

যে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় তার নফস থেকে তাকেই ভুলিয়ে দেন এবং কেয়ামতের আযাবের সময় আল্লাহ তা'আলা তাকে ভুলে যান। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى.

আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায় সে বলবে, 'হে আমার রব!! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।[১০৫]

অর্থাৎ তুমি যেভাবে আমার আয়াত, আমার নিদর্শন ভুলে ছিলে, তদানুযায়ী আমল করনি আজ তোমাকেও আযাবের সময় তেমনি ভুলে যাওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র হতে বিমুখ হওয়া তাঁর কিতাব হতে বিমুখ হওয়াকে শামিল করে। তাঁর কিতাব হতে বিমুখ হওয়া হলো তাঁর আসমা সিফাত, আদেশ নিষেধ হতে বিমুখ হওয়া। আর যে ব্যক্তি তাঁর কিতাব হতে বিমুখ হয়। তেলাওয়াত করে না, তাদাব্বুর করে না, বুঝেও না, আমলও করে না তার জীবন ও জীবিকা সংকীর্ণ হবে। সে এতেই আযাব ভোগ করবে।

الضَّنْكُ হলো সংকীর্ণতা, কাঠিন্যতা ও বিপদাপদ। مَعِيْشَةٌ এর সিফাত ضَنْكًا আনার দ্বারা জীবন ও জীবিকার সংকীর্ণতার আধিক্য বুঝায়।

কতক এর ব্যাখ্যা করেছেন কবর জগতের আযাব।

বিশুদ্ধ কথা হলো, এটা দুনিয়ার জীবনের সংকীর্ণতা ও কবরের জীবনের সংকীর্ণতাকে শামিল করে। সে উভয় অবস্থায় সংকীর্ণতা,

---

[১০৫] ২০ সূরা ত্বহা আয়াত : ১২২-১২৪

কষ্ট, কাঠিন্যতার মাঝে থাকবে। আর আখিরাতে শাস্তির সময়ে তাকে ভুলে যাওয়া হবে।

সৌভাগ্যশীল ও সফল ব্যক্তিগণ এর বিপরীত। তাদের জীবন দুনিয়ায়ও অতি উত্তম, কবরেও অতি উত্তম। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

পুরুষ আর নারীদের মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে আর সে মু'মিনও, তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব। এটা দুনিয়ার জীবনে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

এবং তাদেরকে অবশ্যই তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। এটা কবরে ও আখিরাতে।[১০৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۭ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ

যারা অত্যাচারিত হওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করেছে, আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই এ দুনিয়াতে উত্তম বাসস্থান দান করব, আর আখেরাতের পুরস্কার তো অবশ্যই সবচেয়ে বড়। হায়! তারা যদি জানত![১০৭]

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۭ

(এটা শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও, আর অনুশোচনাভরে তাঁর দিকেই ফিরে এসো, তাহলে তিনি

---

[১০৬] ১৬ সূরা নাহল : ৯৭

[১০৭] সূরা নাহল : ৪১

একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন সামগ্রী ভোগ করতে দিবেন, আর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন।[১০৮]

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

বল, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহ তা'আলার জমিন প্রশস্ত (এক এলাকায় ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।[১০৯]

এ চারটি জায়গা যেখানে আল্লাহ তা'আলা মুহসিনকে তার ইহসানের প্রতিদান দিবেন উল্লেখ করেন। এ প্রতিদান দুই রকম। একটি দুনিয়ার প্রতিদান, অপরটি আখিরাতের প্রতিদান। সুতরাং সৎ কর্মের যেমন নগদ প্রতিদান রয়েছে যা অবধারিত। তেমনি অসৎ কর্মেরও নগদ প্রতিফল আছে যা অবধারিত।

মুহসিন বা সৎ কর্মশীলের প্রতিদান তার হৃদয় উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেয়া হয়। রবের স্মরণ, তাঁর আনুগত্য তার কাছে মজা অনুভূত হয়। তাঁর যিক্‌র ও মুহাব্বতে তার হৃদয় প্রশান্ত হয়। রাজা বাদশার সান্নিধ্যে তার নিকটতম ব্যক্তি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়। রবের নৈকট্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি এর চেয়েও অধিক আনন্দিত ও খুশি হয়। আর গুনাহগারের প্রতিদান তার হৃদয়ের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের কাঠিন্য, হৃদয়ের এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ততা। অন্ধকার, অন্তরজ্বালা, দুশ্চিন্তা পেরেশানি এবং ভয়। এটি এমন বিষয় যা সামান্য অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিও অস্বীকার করতে পারে না। বরং চিন্তা পেরেশানি, সংকীর্ণতা তার নগদ শাস্তি। দুনিয়ার আগুন ও উপস্থিত জাহান্নাম।

---

[১০৮] সূরা হুদ : ৩

[১০৯] সূরা যুমার : ১০

আর আল্লাহমুখীতা, তাঁর প্রতি ইনাবত (إِنَابَةٌ) তথা বার বার ফিরে আসা, তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি, তাঁর ভালোবাসায় মন প্রাণ পূর্ণ করা, বার বার তাঁর যিক্‌র করা, তাঁর মা'রিফাতে আনন্দ ও খুশি হলো নগদ পুরষ্কার। উপস্থিত জান্নাত এবং এমন জীবন যার তুলনা কোনো বাদশার জীবনের সাথেও হয় না।

কারাগারে ইবনে তাইমিয়ার ﵀ কিছু আলাপচারিতা

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে ﵀ বলতে শুনেছি -
দুনিয়ায় একটি জান্নাত রয়েছে। যে দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করেনি, সে আখিরাতের জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
একবার তিনি আমাকে বলেন, আমার দুশমন আমার কি করবে? নিঃসন্দেহে আমার জান্নাত, আমার বাগান, আমার হৃদয়ে। আমি যেখানেই যাই তা আমার সাথে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ছাড়ে না। কেউ যদি আমাকে কারাগারে বন্দী করে তবে তা আমার জন্য রবের সাথে একান্তে মিলনের সুযোগ। যদি আমাকে হত্যা করে তা আমার জন্য শাহাদাত। যদি আমাকে দেশান্তর করে তা আমার ভ্রমণ।
কারাগারে তিনি তাঁর বন্দী অবস্থায় বলতেন, (তারা আমার যে পরিমাণ উপকার করেছে) আমি যদি এ দুর্গ সমপরিমাণ স্বর্ণ তাদের জন্য খরচ করতাম তাহলেও তাদের প্রতিদান আদায় হতো না। তারা আমাকে বন্দী করে আমার যে পরিমাণ কল্যাণের কারণ হয়েছে।
তিনি বন্দী অবস্থায় সিজদায় বলতেন -

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।[১১০]

একদা তিনি বলেন, বন্দী সে যার হৃদয় তার রব হতে বন্দী। আটক তো সে যাকে তার প্রবৃত্তি আটক করেছে।

যখন তাঁকে কারাগারে প্রবেশ করানো হলো তখন তিনি কারা অভ্যন্তরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন -

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

'তারপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।[১১১]

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন। আমি কাউকে তার থেকে সুন্দর জীবন যাপন করতে দেখিনি। যদিও তার জীবনোপকরণ ছিল স্বল্প। তিনি ছিলেন বন্দী ও ভয় ভীতির সম্মুখীন। তা সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে সুখি মানুষ, প্রশস্ত, শক্তিশালী ও উন্মুক্ত দিলের অধিকারী। নেয়ামতের উজ্জ্বলতা তার চেহারায় ফুটে উঠত।

যখন আমাদের ভীতি চরম হয়ে যেত, আমাদের জন্য জমিন সংকুচিত হয়ে যেত, আমরা তার কাছে যেতাম, তাকে দেখতাম, তার কথা শুনতাম ফলে আমাদের সব ভয়ভীতি, হতাশা দূর হয়ে যেত। আমাদের হৃদয় সবল ও প্রশান্ত হয়ে যেত।

কতক আরেফ বলতেন, যদি রাজা বাদশা ও তাদের সন্তানগণ জানত আমরা কিসের মধ্যে আছি, তাহলে তারা তা পেতে আমাদের সাথে তরবারি নিয়ে লড়াই করত।

---

[১১০] আবু দাউদ : ১৩৬২, ১৫২২, মিশকাত : ৯৪৯, নাসায়ী : ১৩০৩

[১১১] সূরা হাদিদ : ১৩

কতক বলেন, দুনিয়ার মিসকিন ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়ার মজা আস্বাদন না করেই দুনিয়া ত্যাগ করলো। আর দুনিয়ার মজা হলো আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত তার মা'রিফাত ও তার যিক্‌র ইত্যাদি।

কতক বলেন, নিশ্চয়ই ক্বলবের এমন কিছু সময় অতিক্রম হয়, মনে হয় জান্নাতবাসী যদি এমন হালতে থাকে, তাহলে তারা উত্তম জীবনে আছে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত, তাঁর মা'রিফাত, তাঁর প্রতি দিলের প্রশান্তি, শুধুই তাঁকে ভালোবাসা, ভয় করা, আশা করা, নির্ভর করা, এমনকি শুধু তিনিই হবেন বান্দার চিন্তা, সিদ্ধান্ত, ও ইচ্ছার নিয়ন্ত্রক। তাহলে এটিই দুনিয়ার জান্নাত, এটি এমন নেয়ামত যার কোনো তুলনা চলে না। এটিই প্রেমিকদের চোখের শীতলতা ও আরেফগণের জীবন।

আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে যার চোখ যেমন শীতল হয়। তাকে পেয়ে মানুষের চোখ তেমন শীতল হবে। যার চোখ আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে শীতল হলো, তাঁকে পেয়ে সকল চোখ শীতল হবে। আর যার চোখ আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে শীতল হয় না, তার নফস দুনিয়ায় আফসোস করে করে শেষ হয়।

সে ব্যক্তিই এ সব মেনে নিবে যার হৃদয় জীবিত, কিন্তু যার হৃদয় মৃত সে তোমাকে তোমার রব হতে দূরে সরাবে। তাই তুমি রবের ঘনিষ্ঠ হও এবং মৃত হৃদয়ওয়ালা হতে দূরে সরে যাও।

জেনে রেখো, সকল আফসোস তার জন্যই যে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়, যে তাকে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত করে। যে তাকে রব থেকে দূরে সরায়। যে তোমার সময় নষ্ট করে। যে তোমার হৃদয়কে এলোমেলো করে। তোমার সিদ্ধান্তকে দুর্বল করে এবং তোমার সাহসকে ধ্বংস করে।

যদি এমন লোকের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া তোমার কোনো উপায় না থাকে তবে তার বিষয় আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যাস্ত কর। তার ব্যাপারে সাওয়াবের নিয়ত কর। তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন কর। তার সম্মুখীন হওয়াকে তুমি ক্ষতি নয় বরং ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ কর। তুমি তার সাথে হও চলন্ত

ব্যক্তির মতো যার সামনে একলোক দাঁড়ালো এবং তার চলা থামিয়ে দিলো। এখন তুমি তাঁকে তোমার সাথে নিতে চেষ্টা কর। যদি তার চলার আগ্রহ না দেখ তবে তার সাথে থেকে যেওনা বরং তাকে ছেড়ে দাও, তার প্রতি নজরও করোনা। কেননা সে ডাকাত। যদি সে তোমার সাথে থাকেও তবে তার থেকে বেঁচে থাক এবং নিজের দিন রাতের হেফাযত কর। যেন রাত হওয়ার আগেই মনজিলে পৌঁছতে পারো। নতুবা তুমি বিপদে পড়ে যাবে।

যিক্‌র সকল সময় ও অবস্থার শামিল করে

পঁয়ত্রিশ : যিক্‌র বান্দার উন্নতি সাধন করে যদিও সে বিছানায় কিংবা বাজারে। যদিও সে সুস্থ কিংবা অসুস্থ। যদিও সে নেয়ামত ও ভোগ বিলাসে মশগুল। দাঁড়ানো, বসা, শোয়া, মুসাফির ও মুকিম সর্বাবস্থায় যিক্‌র বান্দার উন্নতি সাধন করে। আমলের মধ্যে আর কোনো আমল এমন নয় যা যিক্‌রের মত সকল সময় ও অবস্থাকে শামিল করে। এমনকি যিক্‌র বান্দার উন্নতি করে যদিও সে বিছানায় ঘুমন্ত। ফলে সে গাফেল রাত্রি জাগরণকারী হতেও অগ্রগামী হয়ে যায়। যিক্‌রকারী বিছানায় ঘুমিয়ে অনেক এগিয়ে যায় আর গাফেল জাগরণকারী জাগ্রত থেকেও পিছনে পড়ে থাকে। এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এর অর্থ এই নয় যে, বিছানায় শোয়া ব্যক্তি রাত্রি জাগরণকারী ইবাদতে মগ্ন ব্যক্তি হতে উত্তম। বরং এর অর্থ হলো যে বিছানায় শোয়া কিন্তু তার হৃদয় রবের সাথে জুড়ে আছে। তার হৃদয়ের ভালোবাসা আরশের সাথে। তার হৃদয় ফেরেশতাদের সাথে আরশের চারপাশে তাওয়াফ করে রাত কাটিয়েছে। সে দুনিয়াও দুনিয়ার সব কিছু হতে অনুপস্থিত। কোনো প্রতিবন্ধকতা, রোগ ব্যাধি, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কিংবা শত্রুর ভয়ে সে কিয়ামুল লাইল করতে পারেনি তাই সে শোয়া। তার হৃদয়ের এ অবস্থা যা আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

অন্যজন যে সালাতে দণ্ডায়মান, তেলাওয়াতে মগ্ন অথচ তার হৃদয়ে রিয়া, আত্মমুগ্ধতা, মানুষের কাছে সম্মান ও প্রশংসার আশা। আল্লাহ তা'আলা যা অধিক জানেন। অথবা তার হৃদয় এক উপত্যকায় শরীর অন্য উপত্যকায়। তাহলে সন্দেহ নেই ঐ শোয়া ব্যক্তি এ দণ্ডায়মান ব্যক্তি হতে অনেক এগিয়ে যাবে। কেননা আমল শরীরের উপর নয় হৃদয়ের উপর। আফসোস সেই গাফেল ও নির্জীব ব্যক্তির জন্য যার আমল চলমান সেই ব্যক্তির জন্য নয়।

যিক্‌র আলো

ছত্রিশ : যিক্‌র যিক্‌রকারীর জন্য দুনিয়াতে আলো, কবরে আলো, আখিরাতেও আলো। যা পুলসিরাতে তার সামনে ছুটাছুটি করবে। আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের মতো অন্য কিছু হৃদয় ও কবরকে এমন আলোকিত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তাকে আমি জীবিত করলাম, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলাম। যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে, সে কি তার মত যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে সে কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না।[১১২]

আয়াতে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি মু'মিন, যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ভালোবাসা, তাঁর মারেফাত, তাঁর যিক্‌রের আলোতে আলোকিত। অপর ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলা হতে, তাঁর যিক্‌র ও ভালোবাসা হতে গাফেল ও বিমুখ।

আর চূড়ান্ত মর্যাদা ও চূড়ান্ত কল্যাণ আলোর মধ্যে এবং চূড়ান্ত অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য আলোহীনতার মধ্যে। এ কারণেই রাসূল ﷺ তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার সময়ে বেশি বেশি আলো চাইতেন। যেন তিনি তার গোশতে, হাড্ডিতে, মাংস পেশিতে, পশমে, চামড়ায়,

---

[১১২] সূরা আনআম : ১২২

কানে, চোখে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে, সামনে, পেছনে নূর দ্বারা ভরে দেন। এমনকি তিনি বলেন -

وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا.

"হে আল্লাহ আমাকে আলোতে পরিণত করে দাও"।
তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে মিনতি করলেন যেন তার প্রকাশ্য ও গোপন সত্তায় নূর করে দেন এবং সকল দিকে থেকে তাকে নূর দ্বারা বেষ্টন করেন। তাঁর সত্তা ও তাঁকে মাথা হতে পা পর্যন্ত নূরে পরিণত করেন।
আল্লাহ তা'আলার দ্বীন নূর বা আলো।
তাঁর কিতাব নূর বা আলো।
তাঁর বন্ধুদের জন্য যে ঘর তিনি প্রস্তুত করেছেন তা নূর বা আলো।
তিনি আল্লাহ আসমান ও জমিনে নূর বা আলো।
তাঁর নামসমূহ নূর বা আলো।
তাঁর চেহারার নূর বা আলোতে অন্ধকার আলোকিত হয়।
তায়েফের দিন রাসূল ﷺ বলেন,

أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ أَوْ تُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ. لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

"হে আল্লাহ আমি আশ্রয় চাই, আপনার চেহারার আলোর ওসিলায় যা অন্ধকারকে আলোকিত করেছে। যার আলোকে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় সংশোধিত হয়েছে। আমার উপর আপনার রাগ বা অসন্তুষ্টি নিপতিত হওয়া থেকে। আপনি সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। আপনি ছাড়া কোনো শক্তি ও ভরসা নেই।[১১৩]

---

[১১৩] رواه الطبراني في "الدعاء" (ص/315)، واللفظ له - وعزاه بعض أهل العلم إلى "المعجم الكبير" للطبراني. ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختار" (179/9). ورواه ابن عدي في "الكامل"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, তোমাদের রবের নিকট রাত দিন নেই, তাঁর চেহারার আলোতে আসমান জমিন আলোকিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا.

"আর জমিন তার রবের নূরে আলোকিত হবে।[১১৪]

আল্লাহ তা'আলা যখন কেয়ামতের দিন বান্দার মাঝে ফয়সালা করতে আসবেন তখন তাঁর নূরের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হবে। এ আলো চন্দ্র সূর্যের আলো নয়, কেননা সূর্য তখন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, চন্দ্র খসে যাবে এবং তাদের আলো চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলার হিজাব হবে নূর তথা তিনি থাকবেন নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত।

হযরত আবু মূসা ﷺ বলেন -

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

"একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেন -

- ❖ আল্লাহ তা'আলা কখনো নিদ্রা যান না।
- ❖ নিদ্রিত হওয়া তার সাজেও না।
- ❖ তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে মীযান (দাড়িপাল্লা) নামান এবং উত্তোলন করেন।

(111/6). ومن طريقه ابن عساكر (152/49). ورواه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (275/2) وغيرهم

[১১৪] জুমার : ৬৯

❖ দিনের পূর্বেই রাতের সকল আমল তার কাছে পেশ করা হয়। রাতের পূর্বেই দিনের সকল আমল তার কাছে পেশ করা হয়।

❖ তিনি নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত। যদি সে আবরণ খুলে দেয়া হয়, তবে তার নূরের আলোচ্ছটা সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান সব কিছু ভস্ম করে দিবে।

এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন -

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

"বরকতময়, যা আছে এ আলোর মধ্যে এবং যা আছে এর চারপাশে"।[১১৫]

সুতরাং এ পর্দার আলো আল্লাহ তা'আলার চেহারার আলোতে আলোকিত। যদি এ আবরণ না হতো তবে তার নূরের আলোচ্ছটা সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান সব কিছু ভস্ম করে দিবে।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা যখন পাহাড়ের উপর তাঁর জ্যোতি প্রকাশ করলেন এবং হিজাব হতে সামান্য প্রকাশ করলেন তখন পাহাড় জমিনে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। সে তার রবের সম্মানে দাঁড়াতে পারেনি। এটাই আল্লাহ তা'আলার বাণী -

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর জ্যোতি প্রকাশ করবেন, কোনো কিছুই তাঁর সামনে টিকতে পারবে না"।

এটা নিখুঁত বুঝ ও সুক্ষ্ম বিচক্ষণতা। কেন হবে না? তার জন্যই রাসূল ﷺ দু'আ করেছেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেন।

আল্লাহ তা'আলাকে কেয়ামতের দিন সরাসরি চোখ দ্বারা দেখা যাবে কিন্তু তাকে দেখলেও চোখ তাকে ইদরাক বা আয়ত্ব করতে পারবে

---

[১১৫] মুসলিম : ১৭৯

না। আর ইদরাক হলো দেখার পরের বিষয়। যেমন সূর্য আমরা দেখি কিন্তু আয়ত্ব করতে পারি না।

এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কে যখন এ আয়াত لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ। উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তিনি বলেন, তুমি কি আকাশ দেখনা? সে বলল দেখি, তিনি বলেন, তুমি কি আকাশ আয়ত্ব করতে পারো? সে বলল না, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও মহান ও সম্মানিত।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের হৃদয়ে তাঁর নূরের উপমা দিয়ে বলেন -

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ. اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ. اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ. يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিনের নূর তাঁর নূরের উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত, তা জ্বালানো হয় বরকতময় যায়তূন গাছের তৈল দ্বারা যা শুধু পূর্ব দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত) নয় আবার শুধু পশ্চিম দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্তও) নয়, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, নূরের উপর নূর! আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছে হেদায়েত করেন তাঁর নূরের দিকে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করে থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।[১১৬]

---

[১১৬] ২৪ সূরা নূর আয়াত : ৩৫

উবাই ইবনে কা'ব ﷺ বলেন, মু'মিনের অন্তরে অবস্থিত তাঁর নূরের উপমা হলো তাঁর মা'রিফাত, মুহাব্বাত, তাঁর প্রতি ঈমান, ও যিক্‌রের সে নূর যা তিনি বান্দার হৃদয়ে জমা রেখেছেন। এটি সে নূর যা তিনি তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেন, এর দ্বারা তাদের জীবিত করেন, এর দ্বারাই তারা মানুষের মাঝে চলাফেরা করে। এর মূল তাদের হৃদয়ে, তাকওয়া এর বিষয়বস্তু, এটি বৃদ্ধি পায়, এমনকি তা প্রকাশ পায় তাদের চেহারায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, শরীরে বরং ঘরবাড়ি ও কাপড়ে। এটি তাদের সমজাতীয় লোকেরাই প্রত্যক্ষ করে আর বাকি সকল সৃষ্টি এটি অস্বীকার করে।

কেয়ামতের দিন এ নূর প্রকাশিত হবে এবং পুলসিরাতের অন্ধকারে তারা পার হওয়া পর্যন্ত তাদের ডানে বামে ছুটতে থাকবে। পুলসিরাতে তাদের অবস্থা দুনিয়ায় তাদের হৃদয়ে এ নূরের শক্তি ও দুর্বলতার আলোকেই হবে। কারো নূর সুর্যের মত। কারো চন্দ্রের মত। কারো তারকার মত। কারো বাতির মত। কাউকে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর দেয়া হবে, একবার জ্বলবে একবার নিভে যাবে। দুনিয়ায় যার হৃদয়ে যে পরিমাণ নূর, পুলসিরাতে তাকে সে পরিমাণ নূর দেয়া হবে। বরং দুনিয়ার নূর সেখানে প্রকাশ পাবে। যেহেতু মুনাফিকের দুনিয়ায় কোনো প্রমাণিত নূর নেই বরং তার নূর বাহ্যিক। তাই তাকে বাহ্যিক নূর দেয়া হবে যার মধ্যে তার অন্ধকার ও ধ্বংসের কারণ।

আল্লাহ তা'আলা এ নূর, তার স্থান, তার বহনকারী, তার উপাদানের উদাহরণ দিয়েছেন মিশকাত বা চেরাগদানীর সাথে। তা হলো দেয়ালের মধ্যকার ফাঁক। এতে আছে সর্বাধিক স্বচ্ছ কাঁচ এমনকি তা স্বচ্ছতা ও শুভ্রতায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। এ কাঁচ হৃদয়ের মত। কেননা কাঁচ যেমন অনেক গুণে গুণান্বিত, হৃদয় তেমন স্বচ্ছতা, নম্রতা, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত। ফলে হৃদয় তার গুণ দিয়ে হেদায়েত দেখে, হক দেখে। তার নম্রতার কারণে তার থেকে প্রকাশ পায় দয়া, মায়া, রহমত, ও ভালোবাসা। তার কাঠিন্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার দুশমনের সাথে জিহাদ করে তাদের উপর শক্ত হয়, দৃঢ়তা

অবলম্বন করে। হৃদয়ের এক গুণ অন্য গুণকে বাতিল করে না বরং শক্তিশালী করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ .

তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াশীল।[১১৭]

তিনি আরো বলেন -

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

আল্লাহ তা'আলার দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।[১১৮]

তিনি আরো বলেন -

يَآيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ .

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন"।[১১৯]

এক হাদীসে আছে, হৃদয় হচ্ছে জমিনে আল্লাহ তা'আলার পাত্র। তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হৃদয় হলো অতি নরম, অতি স্বচ্ছ ও অতি কঠিন হৃদয়। এ হৃদয়ের বিপরীতে রয়েছে দুটি হৃদয় যা নিন্দনীয়।

প্রথমত : পাথরের মতো শক্ত হৃদয় যাতে কোনো রহমত নেই, ইহসান নেই, পুণ্য নেই। যা এমন স্বচ্ছ নয় যা দিয়ে হক দেখা যাবে। বরং এটি গোঁড়া, মুর্খ ও সত্য সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান নেই। সৃষ্টির প্রতিও যার কোনো দয়া নেই।

দ্বিতীয়ত : এর বিপরীত হৃদয় যা পানির মত দুর্বল। যাতে কোনো শক্তি নেই, দৃঢ়তা নেই। বরং তা বহুরূপে রুপান্তরিত হয়। ভালো

---

[১১৭] ফাতহ : ২৯

[১১৮] সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

[১১৯] সূরা তাওবাহ : ৭৩

মন্দ, দুর্বল, শক্তিশালী সকল প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কোনো অবস্থায় অটল থাকার কিংবা কিছুকে প্রভাবিত করার শক্তি তার নেই।

আর কাঁচে রয়েছে চেরাগ যা হলো (জ্বলন্ত) রশির আলো। এ আলোর উপাদান হলো এমন তেল যা সর্বোত্তম স্থানের যয়তুন বৃক্ষ হতে নিংড়ানো। যাতে দিনের প্রথমে ও শেষে সূর্যের আলো পড়ে। ফলে তার তেল স্বচ্ছ ও সর্বোচ্চ ময়লাহীন। এমনকি তা এমন স্বচ্ছ যেন তা আগুন ছাড়ায়, আলো ছড়ায়। চেরাগের আলোর মূল উপাদান এটাই।

এমনিভাবে মু'মিনের হৃদয়ে আলোর উপাদানও সর্বোচ্চ বরকতময়। সর্বোচ্চ ভুলভ্রান্তি, বিচ্যুতি মুক্ত। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি মুক্ত ওহীর বৃক্ষ হতে গৃহীত। যা নাসারাদের বিকৃতি, ইহুদিদের বিকৃতি গ্রহণ করে না বরং তা সকল অবস্থায় উভয় নিন্দনীয় পন্থা হতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। মু'মিনে হৃদয়ে ঈমানের বাতির এটাই উপাদান।

যেহেতু তেল তার স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ মাত্রার কারণে নিজেই আলোকোজ্জ্বল আবার তার সাথে আগুন যুক্ত হয়। ফলে তার উজ্জ্বলতা শক্তিশালী হয়ে সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করে। তাই এটি আলোর উপর আলো।

এভাবেই মু'মিনের হৃদয় আলোকিত। সে তার আকল ও ফিতরাত দ্বারা প্রায়ই হক চিনতে পারে কিন্তু তার মৌলিক উপাদান নেই। তাই ওহীর উপাদান এসে তার অন্তরে মিশে গেল। ফলে তার ফিতরাতের নূরের সাথে ওহীর নূর মিশ্রণে নূর বৃদ্ধি পেল। তাইতো নূরের উপর নূর। অতএব, সে হক বলে যদিও ওহীর কোন নির্দেশনা না শুনে। এর পর সে ওহীর নির্দেশনা শুনে যা তার ফিতরাতের স্বীকৃতির সাথে মিলে যায়। ফলে তা নূরের উপর নূর হয়। এটাই মু'মিনের অবস্থা। সে হক কিছুটা অনুধাবন করে তার ফিতরাত দিয়ে এরপর বিস্তারিতভাবে ওহীর নির্দেশনা শুনে। ফলে তার ঈমান ওহী ও ফিতরাতের জ্ঞানের আলোকে গড়ে উঠে।

অতএব বুদ্ধিমানের উচিত এ মহিমান্বিত আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনে তার নূরের কথা উল্লেখ করেছেন এবং মু'মিনের হৃদয়ে তাঁর নূরের উল্লেখ করেছেন। এমন

নূর যা হৃদয় ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। যার দ্বারা হৃদয় ও চোখ আলোকিত হয়। এমন নূর যা চর্ম চোখে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করা যায়। যার দ্বারা পৃথিবীর উঁচু নিচু সকল প্রান্ত আলোকিত হয় এই দুই মহা নূর, একটি অপরটি হতে শ্রেষ্ঠ।

যেভাবে কোনো স্থান হতে একটি নূর হারিয়ে গেলে সেখানে কোনো মানুষ কিংবা প্রাণী বসবাস করতে পারে না। কারণ যেখানে আলো সেখানেই জীবন। যেখানে অন্ধকার সেখানে কখনো কোনো মানুষ বসবাস করে না। সেভাবে যে উম্মত বা যে হৃদয় ওহী ও ঈমানের আলো হারিয়ে ফেলে, তা অবশ্যই মৃত। তাতে কোনো জীবন নেই। যেমন আলোহীন স্থানে জীবন নেই।

আগুন ও পানি বিষয়ক দু'টি উপমা

আল্লাহ তা'আলা জীবন ও আলো একসাথে মিলিয়ে বলেন -

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ

যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তাকে আমি জীবিত করলাম, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলাম যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে, সে কি তার মত যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে সে কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না।[১২০]

তিনি আরো বলেন -

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ

আর এভাবে আমি আপনার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রূহকে ওহী করেছি। আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কী! কিন্তু

---

[১২০] সূরা আনআ'ম : ১২২

আমি এটাকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হেদায়েত দান করি।[১২১]

কতক বলেন, جَعَلْنَاهُ শব্দের জমির (বিশেষণ) مِنْ اَمْرِنَا শব্দের দিকে ফিরবে।

কতক বলেন, কিতাবের দিকে ফিরবে।

কতক বলেন, ঈমানের দিকে ফিরবে, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো এটা রূহের দিকে ফিরবে। অর্থাৎ যে রূহ তোমাকে ওহী করলাম তাকে আমি নূর বানালাম। আল্লাহ তা'আলা ওহীকে রূহ নামকরণ করেছেন, যেহেতু এর মাধ্যমে জীবন অর্জিত হয়। আবার একে নূরও বানিয়েছেন যেহেতু এর দ্বারা আলোকিত হয়। আর জীবন ও আলো উভয়টি একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। যেখানে জীবন সেখানে আলো, আবার যেখানে আলো সেখানে জীবন। সুতরাং যার হৃদয় ওহীর রূহকে গ্রহণ করবে না সে মৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেমনিভাবে যার শরীর হায়াতের রূহ ত্যাগ করে সেও ধ্বংস ও শেষ।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা দু'টি উপমা পেশ করেন একটি পানি বিষয়ক, একটি আগুন বিষয়ক। যেহেতু পানিতে জীবন আর আগুনে উজ্জলতা ও আলো। যেভাবে তিনি সূরা বারাকার শুরুতে উপমা দেন এ কথা বলে -

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ.

"তাদের উদাহরণ, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের জ্যোতি অপসারণ করে দিলেন এবং তাদেরকে এমন ঘন অন্ধকারে ফেলে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না"।[১২২]

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের নূর নিয়ে গেলেন বললেন। তাদের আগুন নিয়ে গেলেন বলেননি, কেননা আগুনে আলো, উজ্জ্বলতা, ও

---

[১২১] সূরা শুরা : ৫২

[১২২] সূরা বাকারা : ১৮

দহন আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের আলো ও উজ্জ্বলতা নিয়ে গেলেন কিন্তু তাদের দহন ও কষ্ট বাকি রাখলেন।

মুনাফিকদের এমনই অবস্থা। নিফাকের কারণে তাদের ঈমানের আলো চলে গেল কিন্তু কুফুর সন্দেহ ও সংশয়ের উত্তাপ তাদের হৃদয়ে টগবগ করে। ফলে দুনিয়ায় তাদের হৃদয় ধোঁয়ায়, উত্তাপে, কষ্টে জ্বলে যায়। আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়কে এমন প্রজ্জ্বলিত আগুনে জ্বালাবেন যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।

দুনিয়ায় যে ঈমানের আলোর সাথী হতে পারেনি, ঈমানের আলোতে আলোকিত হওয়ার পরও যে দূরে সরে গেছে এটি তার উপমা। এটাই মুনাফিকের অবস্থা সে চিনেছে কিন্তু অস্বীকার করেছে। সে জেনেছে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে সে অন্ধকারে বোবা, বধির ও অন্ধ। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাদের সমজাতীয় কাফেরদের সম্পর্কে বলেন -

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ.

"যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত বধির ও মূক"।[১২৩]

তিনি আরো বলেন -

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ.

এ কাফিরদের তুলনা সেই ব্যক্তির মত যে এমন কিছুকে ডাকে (আওয়াজ দেয়) যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না, বধির, মূক ও অন্ধ। কাজেই তারা বুঝবে না।[১২৪]

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের আলোকিত হওয়ার পর আলো হতে বের হওয়ার উপমা দিলেন ঐ ব্যক্তির সাথে যে আলো প্রজ্জ্বলন করে এবং তার চারপাশ আলোকিত হলে তার থেকে নূর চলে যায়। কেননা মুনাফিকগন মুসলমানদের সাথে মিশার দ্বারা, তাদের সাথে সালাতের

---

[১২৩] সূরা আনআ'ম : ৩৯

[১২৪] সূরা বাকারা : ১৭১

দ্বারা, সিয়ামের দ্বারা, কুরআনুল কারীম শুনার দ্বারা, ইসলামের প্রতিকসমূহ প্রত্যক্ষ করার দ্বারা ইসলামের আলো ও নূর নিজ চোখে দেখে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন -

فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

"তারা ফিরে আসবেনা"। কেননা তারা ইসলামের আলোতে আলোকিত হওয়ার পর ইসলাম হতে দূরে সরে গেছে তারা আর ইসলামে ফিরে আসবেনা।

আর আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন -

فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ.

"তারা বুঝবে না"। কেননা তারা ইসলাম বুঝেনি, ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়নি বরং তারা সর্বদাই কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তারা বধির, মূক ও অন্ধ।

কতই না পবিত্র ঐ আল্লাহ! যিনি তাঁর কালামকে করেছেন অন্তরের রোগের শিফা। ঈমান ও তার হাকিকতের প্রতি আহ্বানকারী। চিরসুখ ও চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি দাওয়াত দানকারী, সঠিক পথের প্রদর্শনকারী।

ঈমানের ঘোষকের ঘোষণা এ ব্যক্তিই শুনে যার কান তথা শ্রবণশক্তি আছে। কুরআনুল কারীমের উপদেশ আরোগ্য করে যদি ভ্রান্তি মুক্ত হৃদয় পায়। কিন্তু হৃদয়ের উপর প্রবৃত্তি, সন্দেহ সংশয় ও কামনা-বাসনার ঝড় বয়ে গেছে। তার বাতিসমূহ নিভিয়ে দিয়েছে। গাফলত ও জাহালত তাতে গেঁড়ে বসেছে। ফলে তার হেদায়েতের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, তাতে গুনাহের মরিচা পড়ে গেছে এখন কালাম তাতে কোন উপকার করে না। প্রবৃত্তির ভ্রান্তি, মিথ্যা সংশয় তাকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। ফলে কোনো তিরস্কারে সে কান দেয় না, উপদেশ তার কাছে তীরের চেয়েও অধিক বিরক্তিকর। সে জাহালাত ও গাফলতের সাগরে মারা গেছে। শাহওয়াত ও প্রবৃত্তি তাকে বন্দী করেছে। মৃত ব্যক্তির আঘাতের তো কোনো চিকিৎসা নেই।

পানি বিষয়ক দ্বিতীয় উপমা

আল্লাহ তা'আলার বাণী -

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ.

"কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন"।[১২৫]

الصَّيِّبُ তথা মুষলধারে বৃষ্টি। এটি কুরআনুল কারীমের উপমা। যাতে রয়েছে অন্তরের জীবন, যেভাবে বৃষ্টিতে রয়েছে জমিন, তৃণলতা ও উদ্ভিদের জীবন। মু'মিন কুরআনুল কারীম হতে এ জীবন লাভ করে। তারা জানে কিসে এ বিপদহীন জীবন লাভ হয়। সুতরাং তাতে বিদ্যমান বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক তথা ধমক, ভীতিপ্রদর্শন, শাস্তি এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের প্রতি সতর্কতা। অথবা তাতে থাকা কঠিন বিষয় যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ, কষ্টকর বিষয়ে সবরের আদেশ। এসব অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমকের মতো। কিন্তু যে বৃষ্টির উপকারিতা জানে সে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমকে ভয় পায় না। বরং ভালো মনে করে এবং জীবন ও সজীবতার আশায় খুশি হয়।

আর মুনাফিক তার অন্তরে অন্ধত্বের কারণে তার দৃষ্টি অন্ধকারকে অতিক্রম করতে পারে না। সে অন্ধকার, মহাবজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক যা তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে চায়। তা ছাড়া আর কিছুই দেখে না। ফলে সে ভয় পায় এবং কানের মধ্যে আঙ্গুলের অগ্রভাগ রাখে যেন বজ্রধ্বনির আওয়াজ না শুনে। তাকে আতংকিত করে বিদ্যুৎচমকের দৃশ্য, তার তীব্র ঝলক ও মহা উজ্জ্বলতা। সে ভীত তা তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিবে। এখন সে অন্ধকারে থেকে ঝড়ের বজ্রধ্বনির আওয়াজ

---

[১২৫] সূরা বাকারা : ১৯

শুনে। দৃষ্টি কেড়ে নেয়া বিদ্যুৎচমক দেখে। তার সামনে আলোকিত হলে সে হাটে। আলো হারিয়ে গেলে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে জানে না কোথায় যাবে? তার অজ্ঞতার কারণে জানে না জমিন, তৃণলতা তার নিজের জীবনের জন্য আবশ্যক মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে এসব থাকবেই। সে শুধু জানে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। এ বৃষ্টির ফলাফল কি সে বিষয়ে তার কোনো অনুভূতি নেই। সুতরাং ভয় তো সে পাবেই, হতাশা ও পেরেশানি তাকে ছাড়বে না।

কিন্তু যে মুষলধারে বৃষ্টি সম্পর্কে জানে, এর উপকারিতা ও কল্যাণ বুঝে। আর এটাও জানে তাতে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক থাকবেই। তাহলে সে এতে ভয় পায় না, ভালো মনে করে এবং এসব তাকে মুষলধারে বৃষ্টি হতে উপকার নিতে বিরত রাখে না।

এটা ঐ মুষলধারে বৃষ্টির উপমা যা জিবরাইল ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ হৃদয়ে নিয়ে আসেন। যেন এর দ্বারা সৃষ্টি জগত ও হৃদয়কে জীবিত করা হয়। হেকমতের কারণে আল্লাহ তা'আলা এর সাথে যুক্ত করেছেন মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। যা মুষলধারে বৃষ্টির সাথে থাকে। তাঁর পরিপূর্ণ হেকমত ও নেজাম হিসেবে।

এতে মুনাফিকের অংশ হলো শুধু মেঘ, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। এর পরের ফলাফল সে জানে না। ফলে সে ভয় পায় অথচ মু'মিন তা ভালোবাসে। সে সংশয় করে যাতে জ্ঞানী আশ্বস্ত হয়। সে সন্দেহ করে যাতে দৃষ্টিসম্পন্ন আ'রেফগন নিশ্চিত হয়। আগুন বিষয়ক উপমায় তার চোখ দ্বিপ্রহরে বাদুরের চোখের মত। পানি বিষয়ক উপমায় তার কান বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুবরণকারী ছোট পাখির কানের মত।

এ জাতীয় জ্ঞান, শ্রবণশক্তিসমূহ যখন শয়তানের সংশয়, বাতিল ও মিথ্যা ধ্যান ধারণা লাভ করে সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানেই উঠা বসা করে। সেখানেই তার জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়। সেখানের মতামতই তার কাছে বড়, ফলে সে তার কানসমূহ নিন্দা দিয়ে ভরে ফেলে। এ জাতীয় লোকের আহবানে সাড়া দানকারী অনেক। তাদের গ্রহণকারী, তাদের ঝান্ডার নিচে লড়াইকারী, তাদের দল ভারীকারী

অনেক। তবে তারা আল্লাহ তা'আলা ও তার ওলীদের নিকট অতি সামান্য।

যেহেতু তাদের মহামারি ব্যাপক, তাদের কথায় হৃদয়ের ক্ষতি, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে তাদের পর্দা চূড়ান্তভাবে খুলে দিয়েছেন। তাদের গোপনীয়তা চূড়ান্তভাবে ফাঁস করেছেন। তাদের কথা তাদের কাজ তাদের আলামত স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এমনকি তাদের সম্পর্কে বলতে বলতে তাদের হাকীকত ও গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার শুরুতে মু'মিন কাফির ও মুনাফিকের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। তিনি মু'মিনের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন তিনটি আয়াতে। কাফিরের অবস্থা বলেছেন দুইটি আয়াতে। আর মুনাফিকের অবস্থা বলেছেন দশের অধিক আয়াতে। তাদের ব্যাপক মহামারি ও তাদের সংস্পর্শে চরম বিপদের কারণে। কেননা তারা আনুগত্য ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করে। কাফের এর বিপরীত সে চির শত্রুতা ও গোপন বিষয় প্রকাশ করে ফলে তার থেকে বেঁচে থাকা যায়।

এ দুই উদাহরণের সাদৃশ্য হলো সূরাতুর রা'দে উল্লেখিত দু'টি উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ

তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ ওদের পরিমাণ অনুসারে প্রবাহিত হয়। সুতরাং শ্রোত-প্রবাহ ভাসমান ফেনাকে বয়ে নিয়ে যায়।[১২৬]

এটি পানি বিষয়ক উপমার সাদৃশ্য। এখানে আল্লাহ তা'আলা হৃদয়ের জীবন হিসেবে নাজিলকৃত ওহীর সাথে আকাশ হতে নাজিলকৃত

---

[১২৬] সূরা রাদ আয়াত : ১৭

পানির তুলনা করেছেন। আর ওহী ধারণকারী হৃদয়ের সাথে শ্রোতধারা বহনকারী উপত্যকার তুলনা করেছেন।

সুতরাং বড় হৃদয় অনেক জ্ঞান ধারণ করে যেমন বড় উপত্যকা অনেক পানি ধারণ করে। ছোট হৃদয় ছোট উপত্যকার মতো সল্প জ্ঞান ধারণ করে। উপত্যকা যেমন তার পরিমাণ মতো পানি ধারণ করে হৃদয়ও তেমন তার পরিমাণ মতো জ্ঞান ধারণ করে।

যেহেতু উপত্যকায় শ্রোতধারার ফেনা ও অন্যান্য বস্তু থাকে, যার উপর শ্রোত প্রবাহিত হয়। শ্রোতধারা এগুলো বহন করে চলে। ফলে তা পানির উপর স্তরে স্তরে ভাসমান ফেনারাশি হয়ে ফুলে উঠে কিন্তু তার নিচে সুমিষ্ট পানি যাতে জমিনের জীবন। অতঃপর উপত্যকা এই ফেনাকে তার দুই পাশে নিক্ষেপ করে এমনকি তার কিছুই থাকেনা কিন্তু বাকি থাকে ফেনার নিচের পানি। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা জমিনকে সিক্ত করেন, জীবন দান করেন দেশ, মানুষ, বৃক্ষরাজি, ও চতুষ্পদ জন্তুকে। অথচ ফেনা আবর্জনা হয়ে উপত্যকার কিনারে নিক্ষিপ্ত হয়ে হারিয়ে যায়।

এভাবেই ঈমান, ইলম যা আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে হৃদয়ে অবতীর্ণ করেন। হৃদয় তা ধারণ করে কিন্তু তার মধ্যকার শাহওয়াতের ফেনা, বাতিল সন্দেহের ফেনার সংস্পর্শে উত্তেজিত হয় এবং ফুলে উঠে। আর ইলম, ঈমান, হেদায়েত, হৃদয়ের গভীরে স্থির থাকে। এটাই তার আবাস ও মূল। নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেন -

إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جِذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ.

মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়।[১২৭]

সুতরাং এসব ফেনা আবর্জনা হয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। এমনকি তা সম্পূর্ন চলে যায়। হৃদয়ের গভীরে বাকি থাকে উপকারি ইলম, বিশুদ্ধ ঈমান। যা হতে মানুষ উপকৃত হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ عَزَّ

---

[১২৭] বুখারী : ৭২৭৬, ৭০৮৬, ৬৪৯৭, মুসলিম : ১৪৩

وَجَلَّ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرٰى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ .

আবু মূসা ﷺ এর সনদে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম সহকারে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত সে বৃষ্টির মত যা কোন ভূমিতে বর্ষিত হলো, আর সে ভূমির উৎকৃষ্ট কতকাংশ পানি গ্রহণ করে এবং প্রচুর তরতাজা ঘাস-পাতা উৎপাদন করে। আর কতকাংশ হলো শক্ত মাটি, যা পানি আবদ্ধ রাখে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা তা থেকে পান করেন, (অন্যদের) পান করায় ও পশু চড়ায়। আর বৃষ্টি সে জমির আরও কিয়দংশে বর্ষিত হলো, যা উঁচু অনুর্বর, যা কোন পানি আবদ্ধ করে রাখে না। আর কোন লতা-পাতাও উৎপাদিত করে না। এটাই উদাহরণ হলো সেসব লোকের, যারা আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সেসব বস্তু দিয়ে উপকৃত করেন যা নিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন। ফলে সে ইলম অর্জন করে অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর তৃতীয় উদাহরণ হলো ঐ লোকদের যারা তার প্রতি মাথা উঁচু করেও তাকায় না এবং আল্লাহ তা'আলার ঐ হেদায়েতও কবুল করে না, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।[১২৮]

---

[১২৮] সহীহ বুখারী : ৭৯, মুসলিম : ২২৮২

মানুষের স্তর তিনটি

সুতরাং রাসূল ﷺ হেদায়েত ও ইলমের ভিত্তিতে মানুষকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন -

প্রথম স্তর : রাসূলগণের ওয়ারিশ, নবীগণের খলিফাহ তারা হলেন যারা দ্বীনের ইলম, আমল, আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা রাসূলের যথাযথ অনুসারী। এরা ভূমির উৎকৃষ্ট কতক অংশের মতো। যা পানি গ্রহণ করে এবং প্রচুর তরতাজা ঘাস-পাতা উৎপাদন করে। ফলে তারা নিজেরাও পরিচ্ছন্ন হয়। মানুষও তাদের থেকে পরিচ্ছন্নতা লাভ করে।

এরাই তারা যারা দ্বীনের অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তিকে দাওয়াতের ময়দানে একত্রিত করেছে। এ কারণে তারা নবীগণের ওয়ারিশ। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ .

স্মরণ কর আমার বান্দাহ ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব এর কথা, তারা ছিল শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার অধিকারী।[১২৯]

এখানে اَلْاَيْدِيْ হলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের ব্যাপারে শক্তি।

আর اَلْاَبْصَارِ হলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি।

অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সত্য চিনা যায়, অনুভব করা যায়। আর শক্তি দ্বারা তা বাস্তবায়ন ও প্রচার করা যায়। এ স্তরের রয়েছে স্মৃতিশক্তি, বুঝশক্তি, দ্বীনের গভীর বুঝ, ব্যাখ্যার অন্তর্দৃষ্টি। ফলে তারা নুসুস হতে জ্ঞানের নদী প্রবাহিত করেছেন। তা হতে বের করেছেন জ্ঞানের মনিমুক্তার ভান্ডার এবং তারা প্রাপ্ত হয়েছেন বিশেষ বুঝ। যেমন আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলি ইবনে আবু তালেবকে ﷺ যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনাদের কি রাসূল ﷺ বিশেষ কোনো জ্ঞান দিয়েছেন? যা মানুষদের দেননি তখন তিনি বলেন -

---

[১২৯] সূরা ছোয়াদ আয়াত : ৪৫

لَا وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ.

"না, সে আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন আমি তা জানিনা তবে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে বুঝ দান করেন"।[১৩০]

এ বুঝ হচ্ছে প্রচুর তরতাজা ঘাস-পাতার মর্যাদায় যা জমিন উৎপাদন করে। এ স্তর এসব গুণে গুণান্বিত।

দ্বিতীয় স্তর : এ স্তর নুসুস (বর্ণনা) হিফজ করেছেন। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো নুসুস হিফজ ও সংরক্ষণ করা। তারা মানুষদের কাছে যেতেন, তাদের থেকে তা গ্রহণ করতেন এবং গবেষণা করে তা হতে মনি মুক্তা বের করতেন। তারা এর বাণিজ্য করতেন। চাষাবাদের উপযুক্ত ভূমিতে এর বীজ বপন করতেন এবং এর রহস্য ও গোপন বিষয়াবলী বের করতেন। তাদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন -

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

"আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে, তা কণ্ঠস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান তিনি তার (বাহকের) চাইতে অধিক সমঝদার হতে পারেন।[১৩১]

এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলেম, কুরআনের মুখপাত্র। তিনি রাসূল ﷺ হতে যা শুনেছেন তা বিশের অধিক হবে না। যাতে আছে "আমি শুনলাম", "আমি দেখলাম" তবে তিনি অনেক সাহাবীদের থেকে শুনছেন এবং তাঁর (ফাহাম) বুঝ ও ইলমে

---

[১৩০] বুখারী : ৩০৪৭

[১৩১] তিরমিজি : ২৬৫৮, ইবনে মাজাহ : ২৩৬

চিন্তা করে। এর থেকে উন্নতি হলে ঘর বাড়ি আর বাহন নিয়ে চিন্তা করে। এর থেকে উন্নতি হলে নেতৃত্ব আর নফসে কালবীর সমর্থনে চিন্তা করে। এর থেকে উন্নতি হলে নফসে সাবুয়ীর (জোরপূর্বক আধিপত্য বিস্তার) সমর্থনে চিন্তা করে। এদের কাউকে নফসে মালাকী বলা হয় না।

নফস তিন প্রকার
কালবী, সাবুয়ী ও মালাকী

কেননা নফস তিন প্রকার : কালবী, সাবুয়ী ও মালাকী।
নফসে কালবী হাড্ডি, ভাঙ্গা অংশ, মৃত প্রাণীতে সন্তুষ্ট হয়।
নফসে সাবুয়ী এতে সন্তুষ্ট হয় না বরং জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে আধিপত্য বিস্তার করে।
নফসে মালাকী এসব হতে মুক্ত। সে রাফীকে আ'লা অর্থাৎ মহান আল্লাহমুখী। তার একমাত্র চিন্তা ইলম, ঈমান, আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা। তাঁর প্রতি বার বার ফিরে আসা, তাঁকে নিয়ে প্রশান্তি। তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিকে পাধান্য দেয়া। দুনিয়া হতে সে গ্রহণ করে শুধুমাত্র তাঁর নিকট পৌঁছতে, তাঁর থেকে আলাদা হতে নয়।

আল্লাহ তা'আলার ডাকে
সাড়া দেওয়া না দেওয়া

আল্লাহ তা'আলা আগুন বিষয়ক উপমা দিয়ে বলেন -

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ

"আর এ রকম ফেনা জমে উঠে যখন অলঙ্কার ও তৈজসপত্র বানানোর জন্য সেগুলো আগুনে গলানো হয়"।[১৩৪]

অলংকার অথবা সামগ্রী ইত্যাদি তৈরী করার জন্য তামা, পিতল, সীসা অথবা সোনা-রুপাকে আগুনে গরম করা হলে তার উপরও ফেনা

---

[১৩৪] সূরা রা'দ : ১৭

(খাদ) চলে আসে। এই ফেনার অর্থ সেই আবর্জনা বা ময়লা যা উক্ত ধাতুর মধ্যে থাকে। আগুনে গরম করলে ফেনার আকারে তা উপরে চলে আসে। অতঃপর ক্ষণিকের ভিতরে উক্ত ফেনা নিশ্চিহ্ন হয়ে খাঁটি ধাতু থেকে যায়। যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

এ দুই উদাহরণ দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁর হেদায়াতের প্রতি মাথা তুলে তার হুকুম ও যে তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না এবং তাঁর হেদায়াতের প্রতি মাথা তুলেনা তার হুকুম উল্লেখ করে বলেন -

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۭ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ سُوْۗءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ .

"যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য আছে (যাবতীয়) কল্যাণ। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তারা যদি দুনিয়াতে যা কিছু আছে সে সবের মালিক হয় এবং আরো অত পরিমাণও তাদের হয়, নিজেদের মুক্তির বিনিময়ে তা সবই তারা দিতে চাইবে, তাদের হিসাব হবে বড়ই কঠিন, তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা!"[১৩৫]

উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলা যেখানে আলো, সেখানে জীবন রেখেছেন আর যেখানে অন্ধকার সেখানে মৃত্যু। শারীরিক এবং আত্মিক জীবন আলোর মাধ্যমে। জীবনের মূল উপাদান নূর। যেমন উজ্জ্বলতার মূল উপাদান আলো। সুতরাং আলো ছাড়া জীবন নেই যেমন আলো ছাড়া উজ্জ্বলতা নেই। যেমন, আলোর দ্বারা হৃদয়ের জীবন এর দ্বারাই হৃদয়ের প্রশস্ততা, উদারতা ও ব্যাপকতা। হাদীসে এসেছে -

إِذَا دَخَلَ النُّوْرُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ. قَالُوْا: فَهَلْ لِذٰلِكَ أَمَارَةٌ يُعْرَفُ بِهَا. قَالَ: اَلْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّنَحِّيْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِسْتِعْدَادُ

---

[১৩৫] সূরা রা'দ : ১৭

لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ.

যখন হৃদয়ে নূর প্রবেশ করে তখন তা প্রশস্ত হয়ে যায় ও খুলে যায়। তারা বলল, তা চেনার কি কোন আলামত রয়েছে? তিনি বললেন, স্থায়ী বাসস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। ধোঁকার বাসস্থান হতে পিছু হটে যাওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া।[১৩৬]

মু'মিনের নূরই আল্লাহ তা'আলার নিকট তার কথা, তার আমল উঠায়। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট পবিত্র ছাড়া উঠে না। যা নূর, যার উৎস নূর। কেননা তিনি তার রাসূলের প্রতি যে নূর নাজিল করেছেন সকল নেক আমল, সকল পবিত্র আত্মা সে নূর দ্বারা নূরান্বিত হয়েছে। আর ফেরেশতাগণ সৃষ্টি হয়েছে নূর থেকেই। যেমন সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ .

আম্মাজান আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধুম অগ্নিশিখা হতে এবং আদম ﵇ কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু হতে যে সম্পর্কে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩৭]

যেহেতু ফেরেশতাগণের উপাদান নূর, তারা তাদের মহান রবের নিকট উঠে। এমনিভাবে মু'মিনের রূহ ফেরেশতাগণের কবজের সময় রবের নিকট উঠে। তখন তার জন্য দুনিয়ার আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। এরপর দ্বিতীয় আকাশের, এরপর তৃতীয় আকাশের, এরপর চতুর্থ আকাশের এমনকি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত খুলে দেয়া হয়। এরপর তাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে থামানো হয়। অতঃপর তিনি তার কিতাব ইল্লিয়্যিনে লেখতে বলেন। কারণ এ রূহ পরিচ্ছন্ন,

---

[১৩৬] যাদুল মাআদ : ২/২৪, নাওয়াদেরুল উসূল : ১/৪২৫, ইবনে মুবারক আয যুহদ : ১/ ১০৬, ইবনু আবী হাতিম তার "তাফসীর" : ৩/১০৮/১, ইবনু জারীর : ১৩৮৫২, ১৩৮৫৩

[১৩৭] মুসলিম : ২৯৯৬

পবিত্র, আলোকোজ্জ্বল তাই এটি ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে।

আর অপবিত্র ময়লাযুক্ত অন্ধকারাচ্ছান্ন রূহ তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না। সে আল্লাহ তা'আলার দিকে উঠতে পারে না। বরং তাকে দুনিয়ার আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কেননা তা জমিনমুখী ও নিম্নমুখী আর প্রথম রূহ আসমানমুখীও উর্ধ্বমুখী। এভাবে প্রত্যেক রূহকে তার মূল উপাদানের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটাই ইমাম আহমদ ﷺ হতে বর্ণিত হযরত বারা ইবনে আযেবের হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে।[১৩৮]

---

১৩৮ বারা ইবনু আযিব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক আনসারীর জানাযায় কবরের কাছে গেলাম। তখনো কবর তৈরি করা শেষ হয়নি বলে লাশ কবরস্থ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জায়গায় বসে থাকলেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে (চুপচাপ) বসে আছি এমনভাবে যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি (নিবিষ্টভাবে) মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কবরের আযাব থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো। এ কথা তিনি দু'বার কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার জীবন শেষ করে পরকালের দিকে যখন ফিরে চলে (মৃত্যুর কাছাকাছি হয়) তখন আসমান থেকে খুবই আলোকোজ্জ্বল চেহারার কিছু মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার কাছে যান। তাঁদের চেহারা যেন দীপ্ত সূর্য।

তাঁদের সাথে (জান্নাতের রেশমী কাপড়ের) কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তারা তার দৃষ্টির দূর সীমায় বসবে। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন, তার মাথার কাছে বসবেন ও বলবেন, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও তার সন্তুষ্টির কাছে পৌঁছবার জন্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথা শুনে মু'মিন বান্দার রূহ তার দেহ হতে এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন মশক হতে পানির ফোঁটা বেয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত এ রূহকে নিয়ে নেন। তাকে নেবার পর অন্যান্য ফেরেশতাগণ এ রূহকে তার হাতে এক পলকের জন্যও থাকতে দেন না। তারা তাকে তাদের হাতে নিয়ে নেন ও তাদের হাতে থাকা কাফন ও খুশবুর মধ্যে রেখে দেন। তখন এ রূহ হতে উত্তম সুগন্ধি ছড়াতে থাকে যা তার পৃথিবীতে পাওয়া সর্বোত্তম সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর ওই ফেরেশতারা এ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হন (যাবার পথে) সাক্ষাত হওয়া মালায়িকার কোন একটি দলও এ 'পবিত্র রূহ কার' জিজ্ঞেস করতে ছাড়েন না। তারা বলে অমুকের পুত্র অমুক। তাকে তার উত্তম নাম ও যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত, সে পরিচয় দিয়ে চলতে থাকেন। এভাবে তারা এ রূহকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছেন ও আসমানের দরজা খুলতে বলেন, দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের নিকটবর্তী মালাকগণ (ফেরেশতাগণ) এদের সাথে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত যায়। এভাবে সাত আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) আল্লাহ তা'আলা মালাকগণকে বলেন, এ বান্দার আমলনামা 'ইল্লীয়্যিনে' লিখে রাখো আর রূহকে জমিনে (কবরে) পাঠিয়ে দাও (যাতে কবরের) সওয়াল জবাবের জন্য তৈরি থাকে। কারণ আমি তাদেরকে

মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আর মাটিতেই তাদেরকে ফেরত পাঠাব। আর এ মাটি হতেই আমি তাদেরকে আবার উঠাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর আবার এ রূহকে নিজের দেহের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তারপর তার কাছে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) (মুনকির নাকীর) এসে তাকে বসিয়ে নেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, আমার রব 'আল্লাহ তা'আলা'। আবার তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তর দেয়, আমার দ্বীন 'ইসলাম'। আবার তারা দু'মালাক (ফেরেশতা) প্রশ্ন করেন, এ ব্যক্তি কে? যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে ব্যক্তি উত্তর দিবে, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তারপর তারা দু'জন বলবেন, তুমি কীভাবে জানলে? ওই ব্যক্তি বলবে, আমি 'আল্লাহ তা'আলার কিতাব' পড়েছি, তাই আমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন আহবানকারী (আল্লাহ তা'আলা) আহবান করে বলবেন, আমার বান্দা সত্যবাদী। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাও, তাকে জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাও, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। (তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে দরজা দিয়ে তার জন্য জান্নাতের হাওয়া ও খুশবু আসতে থাকবে। তারপর তার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর একজন সুন্দর চেহারার লোক ভাল কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি লাগিয়ে তার কাছে আসবে। তাকে বলবে, তোমার জন্য শুভ সংবাদ, যা তোমাকে খুশী করবে। এটা সেদিন, যেদিনের ওয়া'দা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে ব্যক্তি বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারার মতো লোক কল্যাণ নিয়েই আসে। তখন সে ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার নেক 'আমল। মু'মিন ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি কেয়ামত কায়েম করে ফেলো। হে আল্লাহ! তুমি কেয়ামত কায়েম করে ফেলো। আমি যেন আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কাফির ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন শেষ করে যখন আখিরাতে পদার্পণ করবে, আসমান থেকে আযাবের মালায়িকাহ্ নাযিল হবেন। তাদের চেহারা নিকষ কালো। তাদের সাথে কাঁটাযুক্ত কাফনের কাপড় থাকবে। তারা দৃষ্টির শেষ সীমায় এসে বসেন। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন ও তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহ তা'আলার আযাবে লিপ্ত হবার জন্য তাড়াতাড়ি দেহ হতে বের হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কাফিরের রূহ এ কথা শুনে তার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত তার রূহকে শক্তি প্রয়োগ করে টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন, যেভাবে লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে টেনে বের করা হয় (আর এতে পশম আটকে থাকে)।

মালাকুল মাওত রূহ বের করে আনার পর অন্যান্য মালায়িকাহ্ এ রূহকে মালাকুল মাওতের হাতে এক পলকের জন্য থাকতে দেন না বরং তারা নিয়ে (কাফনের কাপড়ে) মিশিয়ে দেন। এ রূহ হতে মরা লাশের দুর্গন্ধ বের হয় যা দুনিয়ায় পাওয়া যেত। মালায়িকাহ্ এ রূহকে নিয়ে আসমানের দিকে চলে যান। যখন মালায়িকার কোন দলের কাছে পৌঁছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন, এ নাপাক রূহ কার? মালায়িকাহ্ জবাব দেন, এটা হলো অমুক ব্যক্তির সন্তান অমুক। তাকে খারাপ নাম ও খারাপ বিশেষণে ভূষিত করেন, যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত। এভাবে যখন আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলা হয়। কিন্তু আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (দলীল হিসেবে) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, (অনুবাদ) "ওই কাফিরদের জন্য

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট নূর যুক্ত আমল, কথা ও রূহসমূহ উঠে অন্য কিছুই উঠে না।

আসমানের দরজা খোলা হবে না, আর না তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যে পর্যন্ত উট সুঁইয়ের ছিদ্র পথে প্রবেশ করবে।"

এবার আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে দাও যা জমিনের নীচতলায়। বস্তুত কাফিরদের রূহ (নিচে) নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দলীল হিসেবে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "(অনুবাদ) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করেছে, সে যেন আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাকে পশু পাখি ঠুকরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায়)। অথবা ঝড়ো বাতাস তাকে (উড়িয়ে নিয়ে) দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে সরে যায়)।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তার রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) দু'জন মালাক তার কাছে আসেন। বসিয়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার রব কে? (সে কাফির ব্যক্তি কোন সদুত্তর দিতে না পেরে) বলবে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তারপর তারা দু'জন জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার দ্বীন কি?" সে (কাফির ব্যক্তি) বলবে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তারপর তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন, "এ ব্যক্তি কে? যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল?" সে বলে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তখন আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করে বলেন, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, অতএব তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। (তখন সে দরজা দিয়ে তার কাছে) জাহান্নামের গরম বাতাস আসতে থাকবে। তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যে, (দু'পাশ মিলে যাবার পর) তার পাঁজরের এদিকের (হাড়গুলো) ওদিকে, ওদিকেরগুলো এদিকে বের হয়ে আসবে।

তারপর তার কাছে একটি কুৎসিত চেহারার লোক আসবে, তার পরনে থাকবে ময়লা, নোংরা কাপড়। তার থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে। এ কুৎসিত লোকটি (কবরে শায়িত লোকটিকে) বলতে থাকবে, তুমি একটি খারাপ খবরের সংবাদ শুনো যা তোমাকে চিন্তায় ও শোকে-দুঃখে কাতর করবে। আজ ওইদিন, যেদিনের ওয়া'দা (দুনিয়ায়) তোমাকে করা হয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত কুৎসিত যে, খারাপ ছাড়া কোন (ভাল) খবর নিয়ে আসতে পারে না। সে লোকটি বলবে, "আমি তোমার বদ আমল"। এ কথা শুনে ওই মুর্দা ব্যক্তি বলবে, হে আমার পরোয়ারদিগার! "তুমি ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) ক্বায়িম করো না।"

আর একটি বর্ণনায় এতটুকু বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তার (মুমিনের) রূহ বের হয়ে যায়, জমিনের ও আকাশের সব মালায়িকাহ্ তার ওপর রহমত পাঠাতে থাকেন। তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের দরজার মালাক আল্লাহ তা'আলার কাছে এ মুমিনের রূহ তার কাছ দিয়ে আসমানের দিকে নিয়ে যাবার আবেদন জানায় (যাতে এ মালাক মুমিনের রূহের সাথে চলার মর্যাদা লাভ করতে পারে।) আর কাফিরের রূহ তার রগের সাথে সাথে টেনে বের করা হয়। এ সময় আসমান ও জমিনের সকল মালাক তার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকেন। আসমানের দরজার বন্ধ করে দেয়া হয়। সমস্ত দরজার মালাকগণ (ফেরেশতাগণ) (আল্লাহ তা'আলার নিকট) আবেদন জানায়, তার দরজার কাছ দিয়ে যেন তার রূহকে আকাশে উঠানো না হয়। [মেশকাতুল মাসাবিহ : ১৬৩০, আহমাদ : ১৮৫৩৪, ইবনু আবী শায়বাহ : ১২০৫৯, মুসতাদরাক লিল হাকেম : ১০৭, সহীহ আত তারগীব : ৩৫৫৮, সহীহ জামে আস সগীর : ১৬৭৬]

আর মুসনাদে আছে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ এর হাদীসে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন -

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ النُّورِ اهْتَدٰى. وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ أَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللهِ.

আল্লাহ তা'আলা অন্ধকারে তার মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি এদের উপর তাঁর নূরের আলোকপ্রভা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং সেই নূরের আলোকপ্রভা যে ব্যক্তির উপর পড়েছে সে সৎপথ পেয়েছে এবং যে ব্যক্তির উপর তা পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলি, আল্লাহ তা'আলার ইলম অনুযায়ী কলম (তাকদীরের লিখন) শুকিয়ে গেছে।[১৩৯]

এ মহাহাদীস ঈমানের মূলনীতিসমূহ হতে একটি মূলনীতি। এর দ্বারা তাকদিরের হেকমত ও রহস্যের এক মহা দরজা খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দাতা।

এ নূর যা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ঢেলে দিয়েছেন। এটিই তাদের জীবন দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। ফিতরাত (স্বভাব) তা হতে তার অংশ নিয়েছে। যেহেতু এ নূর স্বনির্ভর ও পরিপূর্ণ নয় আল্লাহ তা'আলা তাতে পূর্ণতা দান করেছেন ওহীর দ্বারা। (যা তিনি তার রাসূলের উপর প্রেরণ করেছেন) সুতরাং ফিতরাত পূর্বের ঢেলে দেয়া নূরের সাথে ওহীর নূর লাভ করে এবং ওহীর নূরের সাথে ফিতরাতের নূর যুক্ত হয়ে "নূরুন আলা নূর" আলোর উপর আলো হয়ে যায়। তাই তাদের হৃদয় আলোকিত হয়েছে। তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে। তাদের রূহসমূহ জীবিত হয়েছে। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ (আল্লাহ তা'আলার) আনুগত্যে অনুগত হয়েছে। অতএব তাদের হৃদয় জীবনের উপর জীবন লাভ করেছে।

---

[১৩৯] মুসনাদ : ২/৬২৪-৬২৫, তিরমিজি : ২৬৪২, হাকেম : ১/৩০-৩১, ইবনে হিব্বান : ৬১৬৯

অতঃপর এ নূর অপর একটি মহামান্বিত ও সম্মানিত নূর দেখিয়েছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সিফাতের (গুণের) নূর। যে নূরের সামনে সকল নূর হারিয়ে যায়। ফিতরাত এ নূরকে ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছে যেন দিব্যি চোখে দেখেছে। কারণ তার উপর ঈমান প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কাছে ঈমানের হাকীকত প্রকাশিত হয়েছে। যেন সে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আরশের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। তাঁর সমাসীন হওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলছেন, যেভাবে রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও কুদরত

আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব চালনা করছেন, আদেশ করছেন, নিষেধ করছেন, জীবন দিচ্ছেন, মৃত্যু দিচ্ছেন, সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, বাস্তবায়ন করছেন, ইজ্জত দিচ্ছেন, অপমান করছেন, রাত দিনের পরিবর্তন করছেন, মানুষের মাঝে জয়-পরাজয়ের দিনগুলোকে পরিবর্তন করছেন, ক্ষমতার পরিবর্তন করছেন, কাউকে দিচ্ছেন কারো থেকে কেড়ে নিচ্ছেন।

আর ফেরেশতাদের বার্তাবাহকগণ তাঁর হুকুম নিয়ে উঠা নামার মধ্যে আছে। একের পর এক ধারাবাহিকভাবে তাঁর হুকুম আহকাম আসছে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে, তিনি যা চান, যেভাবে চান, যখন চান, তা তখন সেভাবেই হচ্ছে। কমও হচ্ছে না বেশিও হচ্ছে না, আগেও হচ্ছে না পরেও হচ্ছে না। আসমানে জমিনে, জমিনের মধ্যে, জমিনের উপরে, নিচে, জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে বিশ্বের পরতে পরতে তাঁর ক্ষমতা, তাঁর রাজত্ব বিদ্যমান। তিনি যেভাবে চান পরিবর্তন ঘটান, সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আর প্রত্যেকটি জিনিসকে গুণে গুণে রেখেছেন। তিনি সব কিছুকে তাঁর রহমত ও হেকমত দিয়ে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাঁর কান সকল আওয়াজকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর কাছে আওয়াজ এলোমেলো হয় না। তিনি তাদের হৈ

চৈ শুনেন। তাদের বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন রকমের হাজত (প্রয়োজন) শুনেন। এক শ্রবণ তাকে অন্য শ্রবণ হতে বিরত রাখে না। অধিক প্রার্থনা তাঁকে ভুলিয়ে দেয় না। মুখাপেক্ষীদের অনুনয় বিনয়ে তিনি বিরক্ত হন না। তাঁর চোখ সকল দৃশ্যকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এমনকি অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিপীলিকার সন্তর্পনে চলাও তিনি দেখতে পান। অদৃশ্য তাঁর কাছে দৃশ্যমান। গোপন তাঁর কাছে প্রকাশ্য। তিনি গোপন ও অধিকতর গোপন বিষয় জানেন। যে গোপন বান্দার হৃদয়ে কিন্তু সে মুখে আনেনি বা তার চেয়েও গোপন যেটা এখনো তার হৃদয়েও আসেনি অথচ তিনি জানেন যে, সে এমন সময়ে মনে মনে এমন কল্পনা করবে!

সৃষ্টি করা ও বিধান দেয়া তাঁরই কাজ। সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই এবং যাবতীয় প্রশংসাও তাঁরই। তাঁর জন্যই দুনিয়া, তাঁর জন্যই আখিরাত। তাঁর পক্ষ থেকেই সকল নেয়ামত ও অনুগ্রহ। তাঁর জন্যই উত্তম প্রশংসা, তাঁর জন্যই সার্বভৌম ক্ষমতা, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ, তাঁর দিকেই সকল বিষয় ফিরে যাবে। তাঁর কুদরত সকল কিছুকে শামিল করে। তাঁর রহমত সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে। তাঁর নেয়ামত সকল জীবকে শামিল করে।

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ۚ

"আকাশ আর পৃথিবীতে যারা আছে তারা (নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা কিছু দরকার) তাঁর কাছেই চায়, প্রতি মুহূর্ত তিনি নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত"।[১৪০]

কারও গোনাহ ক্ষমা করছেন। কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন। কারো উত্থান ঘটাচ্ছেন, কারো পতন ঘটাচ্ছেন। কাউকে ধনী করছেন, আবার কোন ধনীকে দরিদ্র করছেন। কোন ভিখারীকে রাজা বানাচ্ছেন, কোন রাজাকে বানাচ্ছেন ভিখারী। অজ্ঞকে জ্ঞান দিচ্ছেন, পথহারাকে পথ দিচ্ছেন। খাদ্যহীনকে খাদ্য দিচ্ছেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিচ্ছেন। কাউকে রোগী বানাচ্ছেন, কাউকে রোগ থেকে মুক্ত করছেন। কারো তাওবাহ কবুল করছেন, মুহসিনকে প্রতিদান

---

[১৪০] সূরা আর রহমান : ২৯

দিচ্ছেন। মাজলুমকে সাহায্য করছেন, অহংকারীকে অপমান করছেন। কাউকে বাঁচাচ্ছেন, কাউকে মারছেন। কাউকে সম্মানিত করে উর্ধ্বে উঠাচ্ছেন, কাউকে অপমানিত করে নামিয়ে দিচ্ছেন। কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেন, আবার কাউকে অধঃপতনে পতিত করছেন ইত্যাদি।

তিনি ঘুমান না, ঘুম তাঁর জন্য সমীচীন নয়। তিনি মীযান (তুলাদন্ড) নিচু করেন এবং উঁচু করেন। রাতের কর্মকান্ড (আমলনামা) দিনের কর্মকান্ডের পূর্বেই এবং দিনের কর্মকান্ড রাতের কর্মকান্ডের পূর্বেই তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা মহিমা সব কিছু ভস্মীভূত করে দিত।

আল্লাহ তা'আলার হাত পূর্ণ। রাতদিন খরচ করলেও তাতে কোন ধরণের কমতি আসে না। বান্দার হৃদয় ও ভাগ্য তাঁরই হাতে। তাদের সকল বিষয় তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে আবদ্ধ। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তার ডান হাতের মুঠোয়। তিনি তাঁর একহাত দিয়ে আসমানকে অপর হাত দিয়ে জমিনকে সঙ্কুচিত করবেন অতঃপর এগুলো ঝাঁকাবেন আর বলবেন আমিই বাদশাহ, আমিই অধিপতি। আর আমিই দুনিয়া সৃষ্টি করেছি তা কিছুই ছিল না। আমিই তাকে পূর্বের মতো ফিরিয়ে দিবো।

কোনো গুনাহ এত বড় নয় যে তিনি তা ক্ষমা করবেন না। কোনো হাজত এমন নয় যে তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি দিবেন না।

আকাশবাসী, জমিনবাসী, তাদের প্রথম ব্যক্তি হতে তাদের শেষ ব্যক্তি, তাদের মানুষ ও জ্বীন জাতির মধ্যে যার তাকওয়া সবচাইতে বেশি, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে তাঁর রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না।

আর তাদের প্রথম ব্যক্তি হতে তাদের শেষ ব্যক্তি, তাদের মানুষ ও জ্বীন জাতির মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাহলেও তাঁর রাজত্ব সামান্যও কমবে না।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বীন যদি কোন বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই তাঁর কাছে আবেদন করে আর তিনি তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করেন তাহলে তাঁর কাছে যা আছে তাতে অণু পরিমাণও কম হবে না।[১৪১]

আর জমিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার সাথে আরও সাত সাগর যদি কালি হিসেবে যুক্ত হয়। আর সেই কলম ও কালি দিয়ে যদি আল্লাহ তা'আলার বাণী লেখা হয় কলম ও কালি শেষ হয়ে যাবে তবুও আল্লাহ তা'আলার বাণী নিঃশেষ হবে না।

কীভাবে তাঁর কালিমা শেষ হবে? যার শুরু নেই, শেষও নেই। মাখলুকের শুরু আছে, শেষ আছে। সে ধ্বংস ও শেষ হওয়ার অধিক উপযুক্ত। সে মাখলুক হয়ে কীভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণীকে শেষ করবে?

তিনিই আদি, তার আগে কিছুর অস্তিত্ব নাই। তিনিই অন্ত, তার পরে কিছু নাই। তিনিই প্রকাশমান, তার উর্ধ্বে কিছু নাই। তিনিই গোপন, তার অগোচরে কিছু নাই।

তিনি বরকতময়, তিনি মহান। তিনি সর্বাধিক স্মরণ যোগ্য। তিনি ইবাদতের সর্বাধিক হকদার। তিনি প্রশংসার সর্বাধিক হকদার। তিনি কৃতজ্ঞতার সর্বাধিক হকদার। তিনি সর্বাধিক সাহায্যকারী যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। তিনি ক্ষমতাশীলদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু। তিনি সর্বাধিক বড় দানশীল যার কাছে মিনতি করা হয়। প্রতিশোধ নিতে সক্ষমদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক ক্ষমাকারী ও সর্বাধিক ন্যায় পরায়ণ।

তাঁর ইলমের আলোকেই তাঁর হুকুম। তাঁর কুদরতের আলোকেই তাঁর ক্ষমা। তাঁর ইজ্জতের আলোকেই তাঁর মাগফিরাত। তাঁর হিকমতের আলোকেই তাঁর নিষেধ। তাঁর রহমতের আলোকেই তাঁর ইহসান ও বন্ধুত্ব।

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ ... كَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ

---

[১৪১] মুসলিম : ২৫৭৭

إِنْ عُذِّبُوْا فَبِعَدْلِه أَوْ نُعِّمُوْا ... فَبِفَضْلِه وَهُوَ الكَرِيْمُ الْوَاسِعُ

আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার আবশ্যক কোনো হক নেই। কখনো তার কোনো প্রচেষ্টা তাঁর কাছে বিফল নয়। যদি তাকে শাস্তি দেন তবে তাঁর ন্যায় পরায়ণতার আলোকেই দেন। যদি নেয়ামত দেন তাঁর করুণায়ই দেন। তিনি অসীম দয়াময়।

তিনিই অধিপতি তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই একক তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। তিনিই ধনী তাঁর মতো কেউ নেই। তিনিই অমুখাপেক্ষী তাঁর কোনো সন্তান নেই, স্ত্রী নেই। তিনি সুমহান তাঁর মতো কেউ নেই। সব কিছুই ধ্বংস হবে শুধু তিনি থাকবেন। সকল রাজত্ব হারিয়ে যাবে শুধু তাঁর রাজত্ব বহাল থাকবে। সকল ছায়া চলে যাবে শুধু তাঁর ছায়া বহাল থাকবে। সকল অনুগ্রহ শেষ হয়ে যাবে শুধু তাঁর অনুগ্রহ বহাল থাকবে।

তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ছাড়া কেউ তাঁর আনুগত্য করতে পারে না। তাঁর হেকমত ও ইলমের বাহিরে কেউ তাঁর অবাধ্যতা করতে পারে না। আনুগত্যকারীকে প্রতিদান দেন। অবাধ্যকে ক্ষমা করেন। তাঁর পক্ষ থেকে প্রত্যেক মুসিবতই ইনসাফ। প্রত্যেক নেয়ামতই অনুগ্রহ। তিনি অতি নিকটের প্রত্যক্ষদর্শী ও হেফাযতকারী। আত্মাসমূহ তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ভাগ্য তাঁরই হাতে। তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনিই মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেন। সবই তাঁর ইচ্ছার বহিপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ.

তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

হৃদয়কে যখন এ সিফাতসমূহের নূর আলোকিত করে তখন অন্য আলো তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয় এবং তা এমন ফল বয়ে আনে যা কেউ কল্পনা করতে পারে না, কেউ বর্ণনাও করতে পারে না।

উদ্দেশ্য হলো, নিশ্চয়ই যিক্‌র হৃদয়, চেহারা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আলোকিত করে। এটা বান্দার দুনিয়াতে, কবরে এবং আখিরাতে আলো। বান্দার হৃদয়ে ঈমানের নূরের আলোকেই তার কথা ও আমল

প্রকাশ পাবে এবং তার জন্য আলো ও দলিল হবে। এমনকি কতক মু'মিনের আমল যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থাপন করা হবে, তার নূর সূর্যের আলোর মত হবে। তার রূহের নূরও এমন হবে যখন সে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়াবে। পুলসিরাতে তার সামনে ধাববান নূরের অবস্থাও এমনই হবে। কেয়ামতে তার চেহারার নূরও এমন হবে।

اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ.

যিক্‌রের সৌন্দর্য

সাঁইত্রিশ : নিশ্চয় যিক্‌র সকল বিষয়ের মূল, সকল দলের ও বেলায়াতের পথ নির্দেশনা। যার জন্য যিক্‌রের দরজা খুলে দেয়া হলো তার জন্য আল্লাহ তা'আলার ওলী হওয়ার দরজা খুলে দেয়া হলো। অতএব সে যেন পবিত্র হয় এবং তার রবের প্রতি আত্মনিয়োগ করে তাহলে সে যা চায় তাই পাবে। কেননা যে আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে যায় সে সব কিছু পেয়ে যায়। আর যে রবকে হারায় সে সব কিছু হারায়।

আটত্রিশ : নিশ্চয় হৃদয়ে যে অভাব ও শূণ্যতা রয়েছে তা যিক্‌র ব্যতীত পূরণ হয় না। যিক্‌র যখন হৃদয়ের প্রতিক হয়ে যায় তখন হৃদয়ই তাকে স্মরণ করায়। আর জিহ্‌বা তার অনুসরণ করে মাত্র। এ যিক্‌রই শূণ্যতা দূর করে, অভাবকে স্বচ্ছল করে। ফলে যিক্‌রকারী সম্পদ না থাকলেও ধনী। বংশ মর্যাদা ছাড়াই সম্মানিত। রাজত্ব ছাড়াই বাদশাহ। আর যিক্‌র থেকে গাফেল ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে অভাবী। রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও সে লাঞ্ছিত। পরিবার পরিজন থাকা সত্ত্বেও সে নিঃস্ব।

উনচল্লিশ : নিশ্চয় যিক্‌র বিক্ষিপ্তকে একত্রিত করে, একত্রিতকে বিক্ষিপ্ত করে। দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে, নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে। ফলে যিক্‌র বান্দার বিক্ষিপ্ত হৃদয়, বিক্ষিপ্ত ইচ্ছা, বিক্ষিপ্ত চিন্তা, ও বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তকে একত্রিত করে। মানুষের জন্য চূড়ান্ত

আযাব হলো তার হৃদয়, ইচ্ছা, চিন্তা, সিদ্ধান্ত এলোমেলো হয়ে যাওয়া। আর প্রশান্তি ও নেয়ামত হলো তার বিক্ষিপ্ত হৃদয়, বিক্ষিপ্ত ইচ্ছা, বিক্ষিপ্ত চিন্তা, ও বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত একত্রিত হওয়া।
আবার যিক্‌র বান্দার অপ্রাপ্তির আফসোস, অপ্রাপ্তির চিন্তা, অপ্রাপ্তির পেরেশানি ও হতাশার সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে। তার ভুল ত্রুটি ও অপরাধের সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় এমনকি তা বিলীন হয়ে যায়। যিক্‌র বান্দার বিরুদ্ধে সমবেত শয়তানের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে এলোমেলো ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ইবলিশ সার্বক্ষণিক বান্দার উপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে যতবেশি চায়, শয়তান তত বেশি বান্দার উপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। শয়তানের এ আক্রমণ বিলীন করতে সার্বক্ষণিক যিক্‌র ব্যতীত কোনো পথ নেই।
যিক্‌র দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে, কেননা যিক্‌র আখিরাতকে বান্দার নিকটবর্তী করে। শয়তান ও দীর্ঘ আশা যাকে দূর করে রেখেছে। বান্দা যিক্‌রের দ্বারা জিহ্বাকে সতেজ রাখে ফলে তাঁর দিলের অবস্থা এমন হয়, যেন সে আখিরাতে উপস্থিত রয়েছে। তখন তার কাছে দুনিয়া তুচ্ছ, আর আখিরাত বড় মনে হয়।
যিক্‌র নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে। যেমন দুনিয়া যা আখিরাত হতে বান্দার অতি নিকটে, কেননা আখিরাত নিকটবর্তী হলে দুনিয়া দূরবর্তী হয়ে যায়। আবার দুনিয়া নিকটবর্তী হলে আখিরাত দূরবর্তী হয়ে যায়। আর সার্বক্ষণিক যিক্‌রের দ্বারাই আখিরাত নিকটবর্তী হয়।
চল্লিশ : যিক্‌র বান্দাকে গাফলতের ঘুম হতে সজাগ করে, গাফলতের তন্দ্রা হতে জাগিয়ে তুলে। হৃদয় যখন গাফলতের ঘুমে থাকে সে সকল কল্যাণ হারিয়ে ফেলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন জেগে উঠে আর ঘুমে যা হারিয়েছে তা জানে তখন সে কোমর বেঁধে নামে, বাকি জীবন সজাগ থাকে এবং হারানো কল্যাণ পুনরুদ্ধার করে। বান্দার এ সচেতনতা যিক্‌র ছাড়া অর্জিত হয় না।
একচল্লিশ : যিক্‌র একটি গাছ। এতে মা'রেফাত ও হালের ফল ধরে। সালেকগন যার জন্য আগ্রহী। যিক্‌রের গাছ ব্যতীত এ ফল লাভ করা সম্ভব নয়। এ গাছ যত বেশি বড় হবে ততই সেই গাছের শিকড়

মজবুত হবে। আর শিকড় যত মজবুত হবে গাছে তত বেশি ফল ধরবে। সুতরাং যিক্‌র ইয়াকজাহ হতে তাওহীদ পর্যন্ত সকল মাকামের ফল দেয়। আর তাওহীদ সকল মাকামের মূল। (হাল ও মাকাম তাসাউফের প্রসিদ্ধ পরিভাষা)।

যিক্‌রের জন্য বিশেষ সান্নিধ্য

বিয়াল্লিশ : যিক্‌রকারী (মাযকুর) তথা যার যিক্‌র করা হয় (আল্লাহ তা'আলার) নিকটে ও সঙ্গে থাকেন। এ সঙ্গ বা সাহচর্য বিশেষ সঙ্গ। সাধারন জ্ঞান ও পরিবেষ্টনের (ইলম ও এহাত্বার)[১৪২] সঙ্গ বা সাহচর্য নয়। এটা নৈকট্য, ভালোবাসা, সাহায্য, ও তাওফিকের সঙ্গ বা সাহচর্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন -

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন"।[১৪৩]

وَاللهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

"আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন"।[১৪৪]

وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন"।[১৪৫]

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا.

'চিন্তা করো না, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে আছেন'।[১৪৬]

---

[১৪২] ইলম তথা আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানেন, এহাত্বা তথা আল্লাহ তাআলা সকল কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

[১৪৩] ১৬ সূরা নাহল : ১২৮

[১৪৪] ২ সূরা বাকারা : ২৪৯

[১৪৫] ২৯ আনকাবুত : ৬৯

[১৪৬] ৯ সূরা তাওবাহ : ৪০

এ সঙ্গ হতে যিক্‌রকারী পূর্ণ কল্যাণ লাভ করে। যেমন হাদীসে কুদসিতে আছে -

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ أَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا هُوَ ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ .

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার যিক্‌র করে এবং আমার যিক্‌রে তার দু' ঠোঁট নড়াচড়া করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি।[১৪৭]

অন্য হাদীসে আছে, আমার যিক্‌রকারীগন আমার আপনজন। তাদেরকে আমি আমার রহমত হতে হতাশ করিনা। যদি তারা নিজেদের গুনাহ হতে তাওবাহ করে তবে আমি তাদের বন্ধু। কেননা আমি তাওবাহকারীকে ভালোবাসি। আমি পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসি। যদি তারা তাওবাহ না করে তবে আমি তাদের চিকিৎসক, গুনাহ হতে তাদের পবিত্র করার জন্য আমি তাদের বিবিধ মুসিবতে ফেলি।[১৪৮]

যিক্‌রকারীর যে সঙ্গ লাভ হয় তার তুলনা হয় না। এটি মুহসিন, মুত্তাকির সঙ্গ হতেও বিশেষ সঙ্গ। যা না ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, না লিখে প্রকাশ করা যায়। এটা শুধু স্বাদ গ্রহনের মাধ্যমে জানা যায়।

তেতাল্লিশ : যিক্‌র গোলাম আজাদ করার সমান। আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মাল খরচ করার সমান। আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করার সমান। বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ

---

[১৪৭] ইবনে মাজাহ : ৩৭৯২

[১৪৮] মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া : ১৪/৩১৯, মাদারেজুস সালিকিন : ১/১৯৪

أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ . وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ "

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব, তারই যাবতীয় প্রশংসা; তিনিই সব বিষয়ের উপর শক্তিধর- যে লোক এ দু'আ প্রতিদিন একশ' বার পাঠ করে তার -

- ❖ দশজন গোলাম মুক্ত করার পুণ্য অর্জন হয়।
- ❖ তার (আমলনামায়) একশ' নেকী লেখা হয়।
- ❖ এবং তার হতে একশ' পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়।

আর তা ঐ দিন বিকাল পর্যন্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে তার জন্যে রক্ষাকারী হয়ে যায়।

সেদিন সে যা পুণ্য অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশি পুণ্যবান কেউ হবে না। তবে কেউ তার চাইতে বেশি আমল করলে তার কথা আলাদা।

আর যে লোক দিনে একশ' বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ "আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি" পাঠ করবে, তার সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।[১৪৯]

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ﷺ বর্ণনা করেন। হযরত আবু দারদা ﷺ কে একব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে একশত গোলাম আজাদ

---

[১৪৯] সহিহ বুখারী : ৬৪০৩, ৩২৯৩, মুসলিম : ২৬৯১

করলো। তিনি বলেন, একশত জনের আজাদ করা তো অনেক বেশি, তবে এর থেকে উত্তম হলো রাত দিন ঈমানের সাথে থাকা এবং যিক্‌রের দ্বারা জিহ্‌বাকে সতেজ রাখা।[১৫০]

হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পড়া আমার কাছে ঐ সংখ্যক দীনার ও দিরহাম আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করা হতে উত্তম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ একদা বসলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ ﷺ বলেন, আমার কাছে

سُبْحَانَ اللهِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَاللهُ أَكْبَرُ.

বলা সমসংখ্যক দীনার আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করা হতে উত্তম।[১৫১]

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ বলেন -

سُبْحَانَ اللهِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَاللهُ أَكْبَرُ.

বলা আমার কাছে সমপরিমাণ ঘোড়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বোঝাই করা হতে উত্তম।

আবু দারদা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন -

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ. قَالُوْا بَلٰى! قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى.

আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম আমল সম্পর্কে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খয়রাত করার

---

[১৫০] আহমদ, আয যহুদ : ১৩৬, ইবনে আবি শায়বা মুসান্নাফ : ১০/৩০৪

[১৫১] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৫৬৭-৫৬৮, মুসানাফ ইবনু আবি শায়বা : ১০/২৯২

চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের হত্যা করা ও তোমাদেরকে তাদের হত্যা করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র।[১৫২]

যিক্‌র শোকরের মূল

চুয়াল্লিশ : যিক্‌র শোকরের মূল। যে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করেনি সে তাঁর শোকর করেনি। ইমাম বায়হাকি যায়েদ ইবনে আসলাম হতে বর্ণনা করেন। হযরত মুসা ﷺ বলেন, হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে আপনার বেশি বেশি শোকর আদায়ের পথ দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমাকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যখন আমাকে বেশি বেশি স্মরণ করবে আমার শোকর বেশি বেশি আদায় হবে। আর আমাকে ভুলে যাওয়াই আমাকে অস্বীকার করা।[১৫৩]

ইমাম বায়হাকি তাঁর শুয়াবুল ঈমান কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সূত্রে উল্লেখ করেন, হযরত মুসা ﷺ বলেন, হে আমার রব!! আপনার শান মতো কীভাবে শোকর আদায় করব? তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। সবসময় আমার স্মরণে তোমার জিহ্বা তরতাজা রাখবে। হযরত মুসা ﷺ বলেন, হে আমার রব!! আমি মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় থাকি, যে সময়ে আপনার স্মরণে ভয় করি। তিনি বলেন তা কি? তিনি বলেন, আমি পায়খানা পেশাব করি কিংবা অপবিত্র থাকি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি এ অবস্থায়ও মনে মনে আমাকে স্মরণ কর। তিনি বলেন, হে আমার রব!! আমি কি বলবো?

---

[১৫২] তিরমিযী : ৩৩৭৭, আহমাদ : ২১১৯৫, ২৬৯৭৭, মুয়াত্তা মালেক : ৪৯০, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব : ১, মিশকাত : ২২৬৯

[১৫৩] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ৭১১

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি বলবে -

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ . وَجَنِّبْنِيْ الْأَذٰى . وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ . فَقِنِيْ الْأَذٰى .

মুসান্নিফ বলেন, আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতেন। তিনি কোনো অবস্থাতে বাদ দেননি।[১৫৪]

এর দ্বারা বুঝা যায় তিনি সব সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করতেন। চাই তিনি পবিত্র অবস্থায় থাকুন কিংবা না থাকুন।

আর পায়খানা পেশাবের সময় যিক্‌র বিষয়ে কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে তিনি উম্মতের জন্য পায়খানা পেশাবের আগে ও পরে যিক্‌রের বিধান দিয়েছেন। যা যিক্‌রের অধিক গুরুত্ব বুঝায়। এমনিভাবে তিনি সহবাসের সময়ও যিক্‌রের বিধান দিয়েছেন। যে ব্যক্তি বলবে -

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

পেশাব পায়খানার সময় ও সহবাসের সময় যিক্‌র নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মনে মনে যিক্‌র মাকরূহ নয়, কেননা ক্বলবের জন্য যিক্‌র আবশ্যক। আর সর্বাধিক প্রিয় সত্তার স্মরণ হতে হৃদয়কে বিরত রাখা সম্ভব নয়।

এ সময় মুখে যিক্‌র করা শরিয়ত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ দেননি। সাহাবীগনের থেকেও এ বিষয়ে কোনো বর্ণনা নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইল ﵁ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বাজারে তাঁর যিক্‌র করা ভালোবাসেন এবং পায়খানা ব্যতীত সর্বাবস্থায় তাঁর যিক্‌র করা ভালোবাসেন।[১৫৫]

এ অবস্থায় (বাথরুমে) লজ্জার অনুভূতি ও নেয়ামতের মুরাকাবা করাই যথেষ্ট। এটিই বড় যিক্‌র। সুতরাং প্রত্যেক অবস্থার যিক্‌র তার সাথে

---

[১৫৪] সহীহ মুসলিম : ৩৭৩

[১৫৫] আল হিলয়াহ, আবু নায়ীম : ৪/৩৫৯

মানানসই পদ্ধতিতে হবে। পেশাব পায়খানার সময় উপযুক্ত হলো আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্বের সামনে লজ্জাশীলতার কাপড়ে নিজেকে ঢেকে নেয়া, তাঁর নেয়ামতের স্মরণ করা, তাঁর ইহসান স্মরণ করা। খাবার গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারার অনুগ্রহ স্মরণ করা।

হযরত আলি ইবনে আবু তালিব ﷺ বাথরুম হতে বের হয়ে পেট মুছে বলতেন, কত বড় নেয়ামত মানুষ যদি এর কদর বুঝতো।।[১৫৬]

কতক সালাফ বলতেন, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাকে এ খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন, আমার মধ্যে এর উপকার বহাল রেখেছেন, এর ক্ষতি আমার থেকে দূরে সরিয়েছেন।[১৫৭]

এমনিভাবে সহবাসের সময় যিক্‌র হলো নেয়ামতের স্মরণ করা যার দ্বারা তিনি তার প্রতি দয়া করেছেন। এটা দুনিয়ার বড় নেয়ামতের সমূহের একটি। বান্দা যখন নেয়ামতের স্মরণ করে তার হৃদয় হতে শুকরিয়া বের হয়ে আসে। সুতরাং যিক্‌র শুকর বা কৃতজ্ঞতার মূল।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ . فَقَالَ : أُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি, আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ওছিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এ দু'আটি কখনো পরিহার করবে না -

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

---

[১৫৬] আশ শোকর, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ১৩, বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ৭/৩৯৮-৩৯৯

[১৫৭] তাবারানী আদ দুয়া : ২/৯৬৭, ইবনু হাজার নাতায়েজুল আফকার : ১/২১৯

হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন।[১৫৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যিক্‌র ও শোকরকে একত্র করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা উভয়কে একত্রিত করেছেন -

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাক, না-শোকরী করো না।[১৫৯]

সুতরাং যিক্‌র ও শোকর সফলতার মূল চাবিকাঠি।

আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত ব্যক্তি

পঁয়তাল্লিশ : মুত্তাকিদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যার জিহ্‌বা সর্বদা যিক্‌রে সজীব থাকে। যে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁকে বেশি ভয় করে। যে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রকে নিজের প্রতিক বানিয়েছে। তাকওয়া তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত আবশ্যক করে। এটি হলো সাওয়াব ও প্রতিদান। আর যিক্‌র তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য আবশ্যক করে। এটি হচ্ছে মর্যাদা।

আখিরাতের কর্মচারী দুই প্রকার, কতক সাওয়াব ও প্রতিদানের জন্য আমল করে। আর কতক আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মান ও মর্যাদা লাভের জন্য আমল করে। অন্যের সাথে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে এগিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদিদের মধ্যে উভয় প্রকারের আলোচনা করে বলেন -

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

---

[১৫৮] আবু দাউদ : ১৫২২, নাসায়ী : ১৩০২, আমালুল লাইলি ওয়ান নাহার : ১০৯, আহমদ : ৭/৩৮০

[১৫৯] ২ সূরা বাকারা : ১৫২

"দানশীল পুরুষরা আর দানশীলা নারীরা আর যারা আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দেয় উত্তম ঋণ, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর তাদের জন্য আছে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান"।[১৬০]

এরা সাওয়াব ও প্রতিদানের মালিক।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۭ

"আর যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। তাদের জন্য আছে তাদের প্রতিদান ও তাদের নূর"।[১৬১]

এরা মর্যাদা ও নৈকট্যের মালিক।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে চারটি বিষয়ের খবর দেন। তারা সিদ্দীক ও শহীদ। এটা সম্মান ও মর্যাদা, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান ও নূর। এটা সাওয়াব ও প্রতিদান।

এরপর হতভাগ্যদের আলোচনা করে বলেন -

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ .

আর যারা কুফুরী করে এবং আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা।[১৬২]

সুতরাং আমলকারীগণ প্রতিদানের জন্য কাজ করে। আর আরেফগণ, নেককারগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদা ও নৈকট্যের জন্য আমল করে। আরেফগণের ক্বলবি আমল প্রতিদানের জন্য আমলকারীগণের শারীরিক আমল হতে বেশি। আবার প্রতিদানের জন্য আমলকারীগণী শারীরিক আমল কখনো কখনো আরেফগণের শারীরিক আমল হতে বেশি হয়।

---

[১৬০] ৫৭ সূরা হাদিদ : ১৮

[১৬১] ৫৭ সূরা হাদিদ : ১৯

[১৬২] ৫৭ সূরা হাদিদ : ১৯

ইমাম বায়হাকি ﵀ বলেন, হযরত মুসা ﷺ বলেন, হে আমার রব!, তোমার কোন সৃষ্টি তোমার কাছে বেশি সম্মানিত? তিনি বলেন, যার জিহ্বা আমার যিক্‌রে তরতাজা থাকে। মুসা ﵇ বলেন, তোমার কোন সৃষ্টি অধিক জ্ঞানী? তিনি বলেন, যে তার জ্ঞানের সাথে অন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে। মুসা ﵇ বলেন, তোমার কোন সৃষ্টি অধিক ন্যায়পরায়ণ? তিনি বলেন, যে মানুষের উপর যেমন বিচার করে নিজের উপর তেমন বিচার করে। মুসা ﵇ বলেন, তোমার কোন সৃষ্টি অধিক গুনাহগার? তিনি বলেন, যে আমাকে অপবাদ দেয়। মুসা ﵇ বলেন, কেউ কী আপনাকে অপবাদ দিতে পারে? তিনি বলেন, সেই আমাকে অপবাদ দেয়, যে আমার কাছে কল্যাণ কামনা করে কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয় না।[১৬৩]

ইমাম বায়হাকি ﵀ হযরত ইবনে আব্বাস হতে আরো বর্ণনা করেন, হযরত মুসা ﵇ যখন সীনা উপত্যকায় যান। তিনি বলেন, হে আমার রব! তোমার কোন সৃষ্টি তোমার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন, যে আমার যিক্‌র করে, আমাকে ভুলে না।[১৬৪]

হযরত কা'ব বলেন, হযরত মুসা ﵇ বলেন, হে আমার রব! আপনি কি নিকটে? যে আমি চুপিসারে ডাকবো। নাকি আপনি দূরে? যে আমি জোরে ডাকবো? আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার যিক্‌র করে আমি তার সঙ্গী। মুসা ﵇ বলেন, আমি এমন অবস্থায় থাকি যখন আপনার যিক্‌র করা ভয় করি। যেমন পায়খানা পেশাব বা জানাবাতের অবস্থায় থাকি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি সব সময় আমাকে স্মরণ কর।[১৬৫]

হযরত উবাইদ ইবনে উমায়ের বলেন, মু'মিনের আমলনামায় একবার "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" তাসবীহ, দুনিয়ায় স্বর্ণের পাহাড় হতে উত্তম।

---

[১৬৩] শুআবুল : ২/৫৭৬-৫৭৭

[১৬৪] শুআবুল : ২/৫৭৬-৫৭৭, খাতিব, আর রিহলাহ ইলাল হাদীস : ৩০

[১৬৫] আহমদ যুহদ : ৬৮, মুসান্নাফ ইনবু আবি শায়বা : ১৩/২১২, হিলইয়া আবু নায়ীম : ৬/৪২, বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৫৭৫

হযরত হাসান বসর রহ. বলেন, কেয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে, অচিরেই মানুষ জানবে কে অধিক দয়ার উপযুক্ত? তারা কোথায় যারা তাদের দেহের পার্শ্বগুলো বিছানা থেকে আলাদা করে জাহান্নামের ভীতি ও জান্নাতের আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে।[১৬৬]

ফলে তারা দাঁড়াবে এবং মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে আসবে। এরপর একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে, অচিরেই মানুষ জানবে কে অধিক দয়ার উপযুক্ত? কোথায় তারা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে বিচ্যুত করতে পারে না।[১৬৭]

ফলে তারা দাঁড়াবে এবং মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে আসবে। এরপর একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে, অচিরেই মানুষ জানবে কে অধিক দয়ার উপযুক্ত? কোথায় তারা যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অধিক প্রশংসা করে? তিনি বলেন, ফলে তারা দাঁড়াবে, তারা সংখ্যায় অনেক, এরপর বাকিদের উপর হিসাব কায়েম হবে।[১৬৮]

একব্যক্তি আবু মুসলিম খাওলানীর নিকট উপদেশ কামনা করলে তিনি বলেন, প্রত্যেক ঘর ও বৃক্ষের নিচে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র কর। সে বললো আরো নসিহত করুন, তিনি বলেন, এমনভাবে যিক্‌র কর যেন যিক্‌রের কারণে মানুষ পাগল মনে করে।

একবার আবু মুসলিম বেশি বেশি যিক্‌র করতেছেন। এক লোক তাঁকে যিক্‌র করতে দেখে বললো তোমাদের এ সাথী কি পাগল? আবু মুসলিম এ কথা শুনে বললো, হে এটি পাগলামী নয় বরং পাগলামীর ঔষুধ।[১৬৯]

---

[১৬৬] সূরা সাজদা : ১৬

[১৬৭] সূরা নূর : ৩৭

[১৬৮] মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকি শুয়াবুল ঈমান : ২/৫৮২, ইবনুল মুবারিক আয যুহদ, হিলয়াহ আবু নায়ীম

[১৬৯] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৫৮৪, ইবনু আসাকির তারিখে দামেস্ক : ২৭/২০৮

যিক্‌র হৃদয়ের আরোগ্য

ছেচল্লিশ : নিশ্চয় হৃদয়ের মধ্যে কঠোরতা বিদ্যমান। যা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ব্যতীত বিগলিত হয় না। বান্দার উচিত আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের মাধ্যমে হৃদয়ের কঠোরতার চিকিৎসা করা।

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ উল্লেখ করেন, এক ব্যক্তি হাসান বসরী ﵀ কে বললো, হে আবু সাঈদ, আমার হৃদয় অনেক কঠিন। তিনি বললেন তুমি যিক্‌রের দ্বারা হৃদয়কে নরম কর।[১৭০]

এটা এজন্য যে হৃদয়ে গাফলত যত প্রবল আকার ধারণ করবে, হৃদয় তত বেশি কঠিন হবে। আর যখন আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করবে সে কঠোরতা এমনভাবে গলে যাবে যেমন আগুনে সীসা গলে যায়। হৃদয়ের কঠোরতাকে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র যেমন গলাতে পারে অন্য কিছু তা পারে না।

সাতচল্লিশ : যিক্‌র হৃদয়ের ঔষুধ ও আরোগ্য। গাফলত হৃদয়ের রোগ। সুতরাং রোগাক্রান্ত হৃদয়ের ঔষুধ ও আরোগ্য হলো আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র।

মাকহুল ﵀ বলেন, মানুষের আলোচনা রোগ আর আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র শিফা বা আরোগ্য।[১৭১]

সুতরাং হৃদয় যখন যিক্‌র করে তা সুস্থতা ও আরোগ্য লাভ করে। আর যখন গাফেল হয় হৃদয় অসুস্থ ও বরবাদ হয়। যেমন বলা হয় -

إِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ ... وَنَتْرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانًا فَنَنْتَكِسُ.

আমরা যখন অসুস্থ হই তোমাদের স্মরনই আমাদের চিকিৎসা। মাঝে মাঝে আমরা যিক্‌র ছেড়ে দিই ফলে অসুস্থ হয়ে যাই।[১৭২]

---

[১৭০] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৫৮৮

[১৭১] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৫৯৩

[১৭২] মাদারেজুস সালেকীন : ২/৪৪০

যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার মূল

আটচল্লিশ : যিক্‌র আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার মূল। আর গাফলত আল্লাহ তা'আলার দুশমনির মূল। বান্দা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করে এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন এবং বন্ধু বানান। আবার বান্দা সব সময় যিক্‌র হতে গাফেল থাকে এমনকি তিনি তাকে ঘৃণা করেন এবং শত্রুতা পোষণ করেন।

ইমাম আওজায়ী ﵀ বলেন, হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ বলেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র কিংবা যিক্‌রকারীকে অপছন্দ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে চরম শত্রুতা করে। যা অন্য কোনোভাবে হয় না।[১৭৩]

এ শত্রুতার কারণ গাফলত। বান্দা সব সময় গাফলতে ডুবে থাকে এমনকি সে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র এবং যিক্‌রকারীকেও অপছন্দ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুশমন হিসেবে গ্রহণ করেন। যেমনভাবে যিক্‌রকারীকে ওলী ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

উনপঞ্চাশ : নিশ্চয় যিক্‌রের মত অন্য কিছু আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতকে টেনে আনে না এবং বিপদাপদকে দূরীভূত করে না। যিক্‌র নেয়ামত আনয়নকারী আর বিপদ দূরকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

"আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে যাবতীয় মন্দ হতে রক্ষা করেন"।[১৭৪]

মু'মিনদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার এ নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ ঈমানের শক্তি ও পূর্ণতার আলোকে। আর ঈমানের শক্তি ও পূর্ণতা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের আলোকে। যার ঈমান পূর্ণ তার যিক্‌র বেশি। তার পক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ অধিক। যার ঈমান কম তার যিক্‌র কম। তার পক্ষে আল্লাহ তা'আলার

---

[১৭৩] বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ২/৫৯৯-৬০০

[১৭৪] সূরা হাজ্জ : ৩৮

নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ কম। যিক্‌রের বিনিময়ে যিক্‌র ভুলে থাকার বিনিময়ে ভুলে থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ .

স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নি'য়ামাত) বৃদ্ধি করে দেব।[১৭৫]

আর যিক্‌র হলো কৃতজ্ঞতার মূল। আর কৃতজ্ঞতা নেয়ামত আনয়ন করে এবং নেয়ামতের বৃদ্ধিকে আবশ্যক করে।

কতক সালাফ বলেন, ঐ রবের স্মরণ হতে গাফেল থাকা কতই না নিকৃষ্ট যে রব তোমার প্রতি ইহসান হতে এক মুহূর্তও গাফেল হন না।

যিক্‌র আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাদের রহমতকে আবশ্যক করে

পঞ্চাশ : যিক্‌র যিক্‌রকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাদের সালাত তথা রহমতকে আবশ্যক করে। আর যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ও তার ফেরেশতাগণ রহমত ও রহমতের দু'আ করে সে মহা সফল, মহা কামিয়াব। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا . هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, আর তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার

---

[১৭৫] সূরা ইবরাহীম : ৭

থেকে বের করে আলোতে আনার জন্যে। মু'মিনদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু।[১৭৬]

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ রহমত ও ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে রহমতের দু'আ এটা শুধুমাত্র অধিক যিক্‌রকারীগনের জন্য। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ রহমত ও ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে রহমতের দু'আ তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে আনার অন্যতম উপায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ রহমত ও ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে রহমতের দু'আ তাদের জন্য অর্জিত হবে এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নেয়া হবে তখন কোন অকল্যাণ তাদের স্পর্শ করবে না? কোন কল্যাণ তাদের হতে দূরে সরবেনা? আহ! কতইনা আফসোস রবের স্মরণ হতে গাফেলদের জন্য তারা কত কল্যাণ ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত!

জান্নাতের বাগান ও ফেরেশতাদের মজলিস

একান্ন : দুনিয়ায় যে জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে চায় সে যেন যিক্‌রের মজলিসকে নিজের বাসস্থান বানায়। কেননা এটি জান্নাতের বাগান।

ইবনে আবিদ দুনিয়া ﵀ ও অন্যরা হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে বের হয়ে বললেন, হে লোক সকল তোমরা জান্নাতের বাগানে বিচরণ কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন যিক্‌রের মজলিস। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা সকাল কর, সন্ধ্যা কর এবং যিক্‌র কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা জানতে ভালোবাসে সে যেন তার নিকট আল্লাহ

---

[১৭৬] সূরা আহযাব : ৪১-৪৩

তা'আলার কি মর্যাদা দেখে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সে মর্যাদা দেন যে মর্যাদা বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে দিয়েছে।[১৭৭]

বায়ান্ন : যিক্‌রের মজলিস ফেরেশতাগণের মজলিস। আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের মজলিস ছাড়া দুনিয়ায় ফেরেশতাদের কোনো মজলিস নেই। বুখারী ও মুসলিমে এসেছে -

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَضْلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوْا أَقْوَامًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلٰى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيْئُوْنَ فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ إِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اللهُ عَلٰى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ يَصْنَعُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ . قَالَ فَيَقُوْلُ فَهَلْ رَأَوْنِيْ فَيَقُوْلُوْنَ: لَا! قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوْا أَشَدَّ تَحْمِيْدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيْدًا وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا . قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُوْنَ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ . قَالَ: فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: لَا ! قَالَ: فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا لَهَا أَشَدَّ طَلَبًا وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا . قَالَ: فَيَقُوْلُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُوْنَ ؟ قَالُوْا يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ . قَالَ: فَيَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَا ؟ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا مِنْهَا أَشَدَّ هَرَبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا. قَالَ : فَيَقُوْلُ فَإِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . فَيَقُوْلُوْنَ إِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ لَمْ

---

[১৭৭] মুসনাদে হুমাইদ : ১১০৫, মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৩/৩৯০-৩৯১, হাকেম : ১/৪৯৪-৪৯৫, মুনজিরী তারগীব তাহরীব : ২/৩৮২

يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ. فَيَقُولُ: هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ.

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের আমলনামা যারা লেখেন সেই সব ফেরেশতা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার একদল বিচরণকারী ফেরেশতা রয়েছে। তাঁরা যখন এমন সম্প্রদায় পান যারা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করছে তখন একজন আরেকজনকে ডাকেন, তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দৌড়ে আস। তখন তাঁরা চলে আসেন এবং দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত এদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এরপর যখন তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে যান তখন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাকে কি কি কর্মরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?

তারা বলেন, আমরা তাদের আপনার হামদ করতে, মহত্ব বর্ণনা করতে এবং যিক্‌র করার অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা আমাকে দেখেছে কি? তারা বলেন, না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি আমাকে তারা দেখত তবে কেমন করত? তারা বলেন, তারা যদি আপনাকে দেখত তবে আরো বেশি হামদ, আরো বেশি মহত্ব, আরো বেশি যিক্‌র করত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি চায়? তারা বলেন, এরা জান্নাত চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন, না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তা যদি দেখত তবে তারা কি করত? তারা বলেন, যদি তারা তা দেখত তবে অবশ্যই তারা এর জন্য আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠত, আরো বেশি তা তালাশ করত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কী জিনিস থেকে পানাহ চায়? তারা বলেন, তারা জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়। আল্লাহ বলেন, তারা কি তা দেখেছে? তারা বলেন, না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তা যদি দেখত তবে তারা কেমন করত? তারা বলেন, যদি তারা তা দেখত তবে তা থেকে আরো বেশি দূরে সরে থকত, আরো বেশি ভয় করত এবং আরো বেশি তা থেকে পানাহ চাইত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতারা বলেন, এদের মাঝে অমুক

এক গুনাহগার রয়েছে। এরা যে উদ্দেশ্যে মজলিশে এসেছে, সে ঐ উদ্দেশ্যে সেখানে আসেনি। সেতো অন্য কোন প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরা এমন এক সম্প্রদায় যে, তাদের সাথে উপবেশনকারী কেউ বঞ্চিত হয় না।[১৭৮]

এটা তাদের নফস ও তাদের সাথীদের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত, তাদের জন্য এ আয়াতের অংশ রয়েছে -

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ .

যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।[১৭৯]

মু'মিন এমনই যে সে যেখানেই থাকুক বরকতময় আর ফাজের যেখানেই থাকুক বরকতহীন।

সুতরাং যিক্‌রের মজলিস ফেরেশতাদের মজলিস আর গাফলতের মজলিস শয়তানের মজলিস। প্রত্যেকে তার অনুরূপ মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত হবে, তার উপযুক্ত মজলিসে ফিরে যাবে।

তেপান্ন : আল্লাহ তা'আলা যিক্‌রকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلٰى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ . قَالَ آللهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوْا وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ . قَالَ أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّيْ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ: آللهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوْا وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّيْ

---

[১৭৮] বুখারী ও মুসলিম, তিরমিজি : ৩৬০০

[১৭৯] সূরা মরিয়ম : ৩১

لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ .

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া ﷺ মসজিদে একটি হালকা'র উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, কিসে তোমাদেরকে এখানে বসিয়েছে (তোমরা এখানে বসেছ কেন)? তারা বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতে বসেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! এছাড়া আর কোন বিষয় তোমাদেরকে বসায়নি? (তোমরা কি শুধু এ জন্যেই বসেছ?) তারা বলল, আল্লাহ তা'আলার শপথ! এছাড়া অন্য কোন বিষয় আমাদেরকে বসায়নি। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অপবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে শপথ প্রার্থনা করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৃষ্টিতে আমার যে সম্মান ছিল সে অনুযায়ী আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী কেউ নেই।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবাদের একটি হালকা'র নিকটে গিয়ে বললেন, কিসে তোমাদের বসিয়েছে? তারা বলল, আমরা বসেছি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। যেহেতু তিনি আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের উপর তিনি ইহসান করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! তোমাদেরকে কি শুধু এ বিষয়েই বসিয়েছে? তারা বলল, তা'আলার শপথ! আমাদেরকে একমাত্র ঐ বিষয় বসিয়েছে। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অপবাদ দেয়ার জন্যে শপথ করতে বলিনি; বরং আমার নিকট জিবরাইল ﷺ এসে আমাকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফেরেশতাগণের নিকট তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করছেন।[১৮০]

আল্লাহ তা'আলার গর্ব করার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর নিকট যিক্‌রের মর্যাদা, যিক্‌রের প্রতি ভালোবাসা, অন্য আমল হতে শ্রেষ্ঠ।

---

[১৮০] মুসলিম : ২৭০১

চুয়ান্ন : সর্বদা যিক্‌রকারী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনে আবিদ দুনিয়া ﵀ উল্লেখ করেন, হযরত আবু দারদা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন -

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ.

যাদের জিহ্‌বা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে তরতাজা থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৮১]

পঞ্চান্ন : সকল আমলের বিধান আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের জন্যই দেয়া হয়েছে। আমলের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ.

আমাকে স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।[১৮২]

কতক বলেন, আয়াতের অর্থ যাতে সালাতের দ্বারা আমি তোমার স্মরন করি।

কতক বলেন, যাতে তুমি সালাত দ্বারা আমার স্মরণ কর।

কতক বলেন, আমার স্মরণের সময় তুমি সালাত কায়েম কর। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী -

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ.

"সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় সালাত কায়েম কর"।[১৮৩]

এটা স্পষ্ট এখানে لام টি لَامُ التَّعْلِيْلِ অর্থ আমার স্মরণের কারণে তুমি সালাত কায়েম কর। বান্দা যখন তার রবকে স্মরণ করে, বান্দার স্মরণের অগ্রবর্তী হয় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ। কেননা তিনি যখন

---

[১৮১] মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা : ১০/৩০৩, আহমদ যুহদ : ১৩৬, ইবনে মুবারক যুহদ : ৩৯৭, আবু নায়ীম হিলয়াহ : ১/২১৯

[১৮২] সূরা ত্বহা : ১৪

[১৮৩] সূরা ইসরা : ৭৮

তাকে স্মরণ করেন, বান্দাকে তাঁর স্মরণের জন্য ইলহাম করেন। তাই এখানে সকল অর্থই সঠিক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

আপনি তেলাওয়াত করুন কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয় এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহ তা'আলার স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৮৪]

কতক বলেন, এর অর্থ তোমরা সালাতে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ কর আর যে তাঁর স্মরণ করে, তিনি তার স্মরণ করেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাদের স্মরণ করন, তোমাদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা হতে অনেক বড়। এটাই ইবনে আব্বাস, সালমান, আবু দারদা ও ইবনে মাসউদ রা: হতে বর্ণিত।

ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ ফুজাইল ইবনে মারজুক হতে তিনি আতিয়্যাহ হতে উল্লেখ করেন, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ.

সুতরাং তোমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র হতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্মরণ অনেক শ্রেষ্ঠ।[১৮৫]

হযরত যায়েদ ইবনে কাতাদা বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র সবকিছু হতে বড়।

হযরত সালমান ফারসী ﷺ কে বলা হলো কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বলেন, তোমরা কি পড়ো না? -

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

---

[১৮৪] আনকাবুত : ৪৫

[১৮৫] তাফসিরে তাবারী : ২০/৪৩

আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর স্বপক্ষে হযরত আবু দারদা ﷺ এর হাদীস -

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ . قَالُوا بَلَى . قَالَ : ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى.

আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খয়রাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র।[১৮৬]

ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ উল্লেখ করেন, হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রই সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৮৭]

সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিজিতে আছে -

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ .

হযরত আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জামরায় কংকর ছুড়া এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার নিয়ম রাখা হয়েছে।[১৮৮]

---

[১৮৬] তিরমিযী : ৩৩৭৭, আহমাদ : ২১১৯৫, ২৬৯৭৭, মুয়াত্তা মালেক : ৪৯০, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব : ১, মিশকাত : ২২৬৯

[১৮৭] মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা : ১০/৫৬৫

[১৮৮] তিরমিজি : ৯০২, মিশকাত : ২৬২৪, আবূ দাউদ : ৩২৮

ছাপান্ন : প্রত্যেক আমলকারীর মধ্যে ঐ আমলকারী উত্তম যে তার আমলে অধিক আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করে। যেমন, রোযাদারদের মধ্যে ঐ রোযাদার সর্বোত্তম যে তার রোযায় আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র বেশি করে। সদকাকারীগনের মধ্যে ঐ সদকাকারী সর্বোত্তম যে তার সদকায় আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র বেশি করে। হজ্জকারীগনের মধ্যে ঐ হজ্জকারী সর্বোত্তম যে তার হজ্জে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র বেশি করে। এভাবেই সকল আমল।

ইবনে আবিদ দুনিয়া ﵀ উল্লেখ করেন, রাসূল রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো কোন মসজিদবাসী সর্বোত্তম? তিনি বলেন, তাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক যিক্‌র করে। প্রশ্ন করা হলো, কোন জানাজাবাসী সর্বোত্তম? তিনি বলেন, তাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক যিক্‌র করে। প্রশ্ন করা হলো কোন মুজাহিদ সর্বোত্তম? তিনি বলেন, তাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক যিক্‌র করে। প্রশ্ন করা হলো, কোন হজ্জকারী সর্বোত্তম? তিনি বলেন, তাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক যিক্‌র করে। প্রশ্ন করা হলো, কোন ইবাদতকারী সর্বোত্তম? তিনি বলেন, তাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক যিক্‌র করে।

হযরত আবু বকর ﵁ বলেন, যিক্‌রকারীগণই সকল কল্যাণ নিয়ে গেল।

হযরত উয়াইর বিন উবাইদ বলেন, যদি তোমরা রাত জেগে ইবাদত করা কঠিন মনে কর, সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা কর এবং শত্রুর মোকাবিলা করতে ভয় কর তাহলে বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র কর।[১৮৯]

যিক্‌রের ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা

সাতান্ন : সার্বক্ষণিক যিক্‌র নফল ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত চাই তা শারীরিক কিংবা অর্থনৈতিক কিংবা উভয় প্রকারের হোক। উদাহরণ স্বরূপ, নফল হজ্জ। যেমন হাদীসে এসেছে -

---

[১৮৯] মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা : ১০/৩৯২, আহমদ আয যুহুদ : ৩৭৮-৩৭৯, আবু নায়ীম হিলয়াহ : ৩/২৬৭-২৬৮

إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ . فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ . قَالَ : تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً .

আবু হুরায়রা ﷺ বলেছেন, একদিন গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গিয়ে বললেন, সম্পদশালী লোকেরা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী নি'আমতসমূহ নিয়ে নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কীভাবে? তারা বললেন, আমরা সালাত আদায় করি তারাও সালাত আদায় করে। আমরা সিয়াম পালন করি তারাও সিয়াম পালন করে। কিন্তু তারা দান করে আমরা দান করতে পারি না। আর তারা দাস মুক্ত করে আমরা দাস মুক্ত করতে পারি না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিব না যা করলে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রসর লোকদের সমকক্ষ হতে পারবে? আর যারা তোমাদের পিছনে পড়ে আছে তাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে? আর তোমাদের মতো কাজ না করে কেউ তোমাদের মতো উত্তম হতে পারবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহ তা'আলার রসূল! তা অবশ্যই বলবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রত্যেক সালাতের পর তোমরা তেত্রিশবার করে তাসবীহ (سُبْحَانَ اللهِ), তাকবীর (اَللهُ أَكْبَرُ) ও তাহমীদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) বলবে।[১৯০]

---

[১৯০] বুখারী : ৬৩২৯, মুসলিম : ৫৯৫

এ হাদীসে রাসূল ﷺ যিক্‌রকে হজ্জ, উমরা, জিহাদ ইত্যাদি যা গরীব মুহাজিরগণের ছুটে যায় তার সমকক্ষ করেছেন। এবং তাদের এ কথাও বলেছেন যে, তারা এ যিক্‌র দিয়েই ধনীদের অগ্রগামী হবে। যখন ধনী সাহাবীগণ এগুলো শুনলেন, তখন তারাও আমল করা শুরু করলেন। ফলে তাদের সদকা ও অর্থনৈতিক ইবাদতের সাথে যিক্‌রের ইবাদতও যোগ হলো এবং তারা উভয় ফযীলত অর্জন করলো। তখন গরীব সাহাবীগণ তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করলেন এবং রাসূল ﷺ কে জানালেন ধনীগন তাদের সাথে যিক্‌রের ইবাদতে শরিক হয়েছেন এবং তারা এককভাবে এমন ইবাদত করছেন যার ক্ষমতা তাদের নেই। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ তো আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর ﷺ এর হাদীসে এসেছে -

إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ. قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

এক লোক বলল, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শারী'আতের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন, সর্বদা তোমার জিহ্‌বা যেন আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের দ্বারা সিক্ত থাকে।[১৯১]

রাসূল ﷺ তাকে এমন বিষয়ের কথা বললেন যা তাকে শরয়ী বিধিবিধানের উপর উৎসাহী ও আগ্রহী করে তুলবে। বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রকে শি'আর বা প্রতীক বানায় সে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবে এবং তিনি যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসবে। তখন তার কাছে শরঈ বিধান পালন করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন থেকে প্রিয় কিছু থাকবেনা। এ কারণে রাসূল ﷺ তাকে এমন বিষয় বললেন যার মাধ্যমে সে শরয়ী বিধান মানবে

---

[১৯১] তিরমিজি : ৩৩৭৫, ইবনু মাজাহ : ৩৭৯৩

এবং তার জন্য তা সহজ হবে আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র।

যিক্‌রের কতক ফযীলত

আটান্ন : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র তাঁর আনুগত্যে বড় সহায়ক। যিক্‌র আনুগত্যকে বান্দার কাছে প্রিয়, সহজ ও মজাদার করে তুলে। ইবাদতকে তার চোখের শীতলতা, তার সুখ তার আনন্দে পরিণত করে। এমনকি সে ইবাদতে কোনো কষ্ট, বোঝা, ভার অনুভব করে না। যেমন গাফেল অনুভব করে। অভিজ্ঞতাও এটাই বলে।

উনষাট : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র কঠিনকে সহজ করে। কষ্টকে স্বস্তিতে পরিণত করে। জটিলতাকে হালকা করে। অসুবিধায় আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করলে তা সহজ হয়ে যায়। কঠোরতায় আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করলে তা কোমল হয়ে যায়। দুঃখে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করলে তা সুখ হয়ে যায়। বিপদে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করলে তা দূর হয়ে যায়। যিক্‌র বিপদে মুক্তি, কষ্টে স্বস্তি, চিন্তা ও পেরেশানিতে নিষ্কৃতি।

ষাট : যিক্‌র হৃদয় হতে সকল ভয়ভীতি দূর করে দেয়। নিরাপত্তা অর্জনে যিক্‌রের রয়েছে অসাধারন প্রভাব। যার ভয় অত্যধিক তার জন্য যিক্‌র হতে উপকারী কিছু নেই। যিক্‌রের আলোকেই ভয় দূর হবে এবং নিরাপত্তা লাভ করবে। এমনকি সে যা ভয় পেত তা তার জন্য নিরাপদ হয়ে যাবে। আর গাফেল নিরাপত্তা থাকা স্বত্ত্বেও ভীত, যেন তার সকল নিরাপত্তাই ভয়ভীতি। এটা বুঝতে বেশি অভিজ্ঞতা লাগেনা।

একষট্টি : যিক্‌র যিক্‌রকারীর শক্তি যোগায় এমনকি সে যিক্‌রের সাথে এমন কাজ করতে সামর্থ হয় যা যিক্‌র ছাড়া করতে পারে না।

আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ﵀ চলনে, বলনে, অগ্রগামীতায় ও লেখনীতে আশ্চার্যজনক বিষয় লক্ষ্য করেছি। তিনি একদিনে এ পরিমাণ কিতাব লিখতেন যা লেখক এক সপ্তাহে বা তার

বেশি সময়ে লিখতে পারত না। আর সেনাবাহিনী যুদ্ধের ক্ষেত্রে তার শক্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করেছে মহাবিস্ময়।।

রাসূল ﷺ এর নিকট তার কন্যা ফাতিমা রাজি. যখন তাঁর কাছে খাদেম চাইলেন এবং চাক্কি ঘুরাতে গিয়ে তার হাতে ব্যথার অভিযোগ করলেন। তখন তিনি তার কন্যা ফাতিমা ও আলীকে ﷺ শিক্ষা দিলেন, তারা যেন শয্যাগ্রহণের সময় ৩৪ বার اَللهُ أَكْبَرُ। ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ এবং ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। পড়ে, আর বললেন, এটি তোমাদের জন্যে খাদিমের চেয়ে উত্তম।

বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি এর উপর সব সময় আমল করে সে শারীরিকভাবে এমন শক্তি পাবে যা তাকে খাদেম হতে অমুখাপেক্ষী করবে।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে ﷺ একটি হাদীস উল্লেখ করতে শুনেছি, তিনি বলেন, ফেরেশতাগণকে যখন আরশ বহন করতে বলা হলো, তারা বললো, হে আমাদের রব! কীভাবে আমরা আরশ বহন করব তার উপর আপনার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব? তিনি বলেন, তোমরা বলো-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

তারা যখন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ বললো, তারা আরশ বহন করলো।[১৯২]

ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা আরশ বহনকারীদের সৃষ্টি করেন যখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিলো। তারা বললো, হে আমাদের রব! কেন আমাদের সৃষ্টি করলেন? তিনি বললেন, আমার আরশ বহনের জন্য, তারা বললো, আপনার আরশ বহনের শক্তি কার? এতে আপনার মহত্ব বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তিনি বলেন, আমি এ উদ্দেশ্যেই তোমাদের সৃষ্টি করলাম।

---

[১৯২] তুহফা ইরাকিয়্যাহ : ১০/২৩

তারা বার বার বলতে লাগলো আপনার আরশ বহনের শক্তি কার? তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ বলো, তখন তারা আরশ বহন করলো।[১৯৩]

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ এ কালিমার বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে কঠিন কাজ সমাধা করনে, কষ্ট ক্লেশ সহ্য করতে, রাজা বাদশাদের ও যাদের ভয় করা হয় তাদের নিকট গমন করতে এবং ভীতিকর পরিস্থিতিতে।

এর আরো বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে দারিদ্রতা দূর করতে। যেমন ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ বর্ণনা করেন -

مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِأَةَ مَرَّةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَدًا.

যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

বলবে দারিদ্রতা কখনো তাকে স্পর্শ করবে না।[১৯৪]

হাবিব ইবনে মাসলামা ﷺ যখন কোন শত্রুর মুখোমুখি হতেন কিংবা কোন দুর্গ জয়ের প্রস্তুতি নিতেন তিনি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলা পছন্দ করতেন।

একদা তিনি রোমদের একটি দুর্গ জয়ের জন্য উঠলে মুসলমানগণ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ বললেন এবং اَللهُ أَكْبَرُ তাকবীর দিলেন ফলে দুর্গ ভেঙ্গে পড়ে গেল।[১৯৫]

---

[১৯৩] তাফসীরে ত্বাবারী : ২৩/৫৮৩-৫৮৪

[১৯৪] মুনজিরি তারগীব তাহরীব : ২/৪৪১

[১৯৫] দালাইলুল নবুয়্যাহ : ৬/১১৩

যিক্‌রকারীগন অগ্রগামী

বাষট্টি : আখিরাতের আমলকারীগণ সবাই আমলের প্রতিযোগিতায় প্রচেষ্টারত। এ প্রতিযোগিতায় যিক্‌রকারীগণ অগ্রগামী। প্রতিযোগিতায় তারা দেখে না তাদের মধ্যে কে অগ্রগামী? যখন মানুষ দেখবে তারা বুঝতে পাবে (যিক্‌রকারীগণ) প্রতিযোগিতার শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে।

ওলিদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি আফরার গোলাম উমরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মানুষের জন্য যখন কিয়ামতের দিন আমলের সাওয়াবের পর্দা উঠে যাবে। তারা সাওয়াবের দিক থেকে যিক্‌র হতে উত্তম আমল দেখবে না। তখন অনেক লোক আফসোস করে বলবে হায়! যিক্‌র হতে সহজ কোনো আমল তো ছিল না।

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বলেন,

سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ. قَالُوْا وَمَا الْمُفْرِدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ اللهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হালকা-পাতলা লোকেরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! হালকা-পাতলা লোক কারা? তিনি বলেন, যে সকল লোক আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিমগ্ন থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র তাদের (পাপের) ভারী বোঝাটি তাদের হতে সরিয়ে ফেলে। ফলে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে হালকা বোঝা নিয়েই হাযির হবে।[১৯৬]

তেষট্টি : যিক্‌র আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দাকে সত্যায়নের মাধ্যম। যিক্‌র এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্বের গুণের খবর দেয়া হয়। বান্দা যখন যিক্‌রের মাধ্যমে এসব খবর দেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্যায়ন করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে সত্যায়ন করেন, তাকে কেয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীদের সাথে হাশর

---

[১৯৬] সুনান আত তিরমিজি : ৩৫৯৬

করবেন না। আশা করা যায় তার হাশর হবে সাদেকীনদের সাথে। হাদীস শরীফে এসেছে -

عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ . قَالَ يَقُوْلُ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحْدِيْ . وَإِذَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ . قَالَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِيْ لَا شَرِيْكَ لِيْ . وَإِذَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ . قَالَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ . وَإِذَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ . قَالَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِيْ . وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.

আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন লোক لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ বললে সে সময় তার রব তার কথাটি সত্য বলে অনুমোদন দেন এবং বলেন, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমিই মহান।

আর যখন বান্দা বলে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক), তখন বলেন, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি এক।

যখন বান্দা বলে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই), তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি এক, আমার কোন অংশীদার নেই।

যখন বান্দা বলে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তারই রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসাও তার), তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, রাজত্ব আমারই এবং সকল প্রশংসা আমার জন্যই।

যখন বান্দা বলে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন অনিষ্ট বা উপকার করার ক্ষমতা কারো নেই), তক্ষনি আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি ছাড়া (আমার সহযোগিতা ব্যতীত) অকল্যাণ দূর করা ও মঙ্গল লাভ করার সামর্থ্য কারো নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলতেন, যে লোক রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই বাক্যগুলো পাঠ করল, তারপর মৃত্যুবরণ করল, জাহান্নামের আগুন তাকে ভক্ষণ করবে না।[১৯৭]

যিক্‌রের মাধ্যমে জান্নাতের ঘর বাড়ি

চৌষট্টি : জান্নাতের ঘর বাড়ি যিক্‌রের মাধ্যমে তৈরি হয়। বান্দা যিক্‌র হতে বিরত থাকলে ফেরেশতাগণও নির্মাণ কাজ হতে বিরত থাকে। আর বলে এর নির্মাণ খরচ এখনো আসেনি।

ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ তার কিতাবে উল্লেখ করেন। হাকিম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, জান্নাতের ঘর বাড়ি যিক্‌রের মাধ্যমে নির্মাণ হয়। বান্দা যিক্‌র বন্ধ করলে ফেরেশতাগণও নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তখন তাদেরকে বলা হয় কতক্ষন নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে? তারা বলে এর নির্মাণ খরচ আসা পর্যন্ত।

ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত আবু হুরায়রা ﷺ এর হাদীস উল্লেখ করেন, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সাত বার বলবে-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

---

[১৯৭] সুনানু তিরমিজি : ৩৪৩০, ইবনে মাজাহ : ৩৭৯৪

তাঁর জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।[১৯৮]
জান্নাতের নির্মাণ যেমন যিক্‌রের দ্বারা, জান্নাতের গাছ ও বাগানও যিক্‌রের দ্বারা। যেমন হাদীসে এসেছে, মি'রাজের রাতে ইব্‌রাহীম ﷺ বলেন -

إِنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

জান্নাতের মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমতলভূমি। আর

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

হল তার রোপিত বৃক্ষ।
সুতরাং যিক্‌রই জান্নাতের নির্মাণ, যিক্‌রই জান্নাতের বৃক্ষ।
ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের ﷺ হাদীস উল্লেখ করেন। রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা জান্নাতের বৃক্ষ বৃদ্ধ কর, সাহাবীগন বলেন, জান্নাতের বৃক্ষ কী? তিনি বলেন -

مَا شَاءَ اللهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

যিক্‌র বান্দা ও জাহান্নামের মাঝে দেয়াল

পঁয়ষট্টি : যিক্‌র বান্দা ও জাহান্নামের মাঝে দেয়াল স্বরূপ। বান্দা কোন কারণে জাহান্নানের উপযুক্ত হয়ে গেলে যিক্‌র তার প্রতিবন্ধক হয়। যদি যিক্‌র পূর্ণ ও সার্বক্ষণিক হয় তাহলে দেয়ালও সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হয়। অর্থাৎ যিক্‌রের আলোকেই তার দেয়াল।
আব্দুল আজিজ ইবনে রাওয়াদ বলেন, জনৈক ব্যক্তি উপত্যকায় একটি মসজিদ তৈরি করলো। সে কিবলার দিকে সাতটি পাথর

---

[১৯৮] বুখারী আত তারিখুল কাবীর : ৩/৫২২

রাখলো। সালাত শেষ করে সে বলতো, হে পাথর আমি তোমাদের সাক্ষি রাখছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। লোকটি অসুস্থ হলো। সে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে জাহান্নামে নেয়ার আদেশ করা হলো। তখন সে পাথরসমূহ হতে একটি পাথর বড় হয়ে গেল এবং আমার জাহান্নামের পথ বন্ধ করে দিলো। অতঃপর আমাকে অন্য দরজায় নেয়া হলো সেখানেও অন্য একটি পাথর যা আমি চিনি বড় হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। এভাবে জাহান্নামের সকল দরজা পাথরসমূহ বন্ধ করে দিলো।[১৯৯]

যিক্‌রকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ছেষট্টিতম : তাওবাহকারীর জন্য যেমন ফেরশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তেমনি যিক্‌রকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হুসাইন আল মুয়াল্লিম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন -

বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে, ফেরেশতাগণ বলে, رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে, ফেরেশতাগণ বলে, হে আল্লাহ আপনার বান্দাকে ক্ষমা করুন।

বান্দা যখন سُبْحَانَ اللهِ বলে, ফেরেশতাগণ وَبِحَمْدِهِ বলে।

বান্দা যখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَاللهُ أَكْبَرُ বলে, ফেরেশতাগণ বলে, হে আল্লাহ আপনার বান্দাকে ক্ষমা করুন।

বান্দা যখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলে, ফেরেশতাগণ বলে, হে আল্লাহ আপনার বান্দাকে ক্ষমা করুন।

সাতষট্টি : যে পাহাড় বা ভূমিতে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করা হয় তা আনন্দিত হয় এবং গর্ববোধ করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

---

[১৯৯] আবুল কাসেম আততাইমি, আত তারগীব ওয়াত তাহরীব : ২৫১৫

মাসউদ ﷺ বলেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে নাম ধরে বলে আজ কি তোমাদের উপর কোনো যিক্‌রকারী অতিক্রম করেছে? যদি পাহাড় হাঁ বলে তখন প্রশ্নকারী পাহাড় খুশি হয়।
আউন ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, এক ভূমি অন্য ভূমিকে পরস্পর ডাকাডাকি করে, হে আমার প্রতিবেশি, আজ কি তোমার উপর কোনো যিক্‌রকারী অতিক্রম করেছে? তখন কিছু বলে হাঁ কিছু বলে না।
আ'মাশ বলেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের নাম ধরে ডাকে আজ কি তোমার উপর কোনো যিক্‌রকারী অতিক্রম করেছে? তখন কতক বলে হাঁ, কতক বলে না।

বেশি বেশি যিক্‌র নিফাক হতে নিরাপত্তা

আটষট্টি : বেশি বেশি যিক্‌র নিফাক হতে মুক্ত হওয়ার নিরাপত্তা। কেননা মুনাফিকরা যিক্‌র কমই করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন -

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

এবং আল্লাহ তা'আলাকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে।[২০০]
হযরত কা'ব বলেন, যে অধিক পরিমানে যিক্‌র করে সে নিফাক হতে মুক্ত। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা সূরা মুনাফিকুন শেষ করেন একথা বলে -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

---

[২০০] নিসা : ১৪২

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।[২০১]

এ আয়াতে মুনাফিকদের ফেতনা হতে সতর্ক করা হয়েছে। যারা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র হতে গাফেল তারা নিফাকে পতিত হয়।

খারেজী সম্পর্কে সাহাবীগণের কাছে প্রশ্ন করা হলো, তারা কী মুনাফিক? তাঁরা জবাবে বলেন, না, মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলাকে কমই স্মরণ করে।

যিক্‌র কম করা নেফাকের আলামত। আর বেশি যিক্‌র নিফাক হতে নিরাপত্তা। আল্লাহ তা'আলা যিক্‌রকারী ক্বলবকে নিফাকে পতিত করেন না। আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র হতে গাফেল ক্বলবই নিফাকে পতিত হয়।

যিক্‌রের বিশেষ স্বাদ ও মজা

উনসত্তর : সকল আমলের মধ্যে যিক্‌রের একটি বিশেষ স্বাদ রয়েছে যা অন্য কোনো ইবাদতের মধ্যে নেই। যিক্‌রের এ স্বাদ ছাড়া যদি অন্য কোনো ফযীলত নাও থাকতো তবুও যিক্‌র করতে আগ্রহী হওয়ার জন্য এ স্বাদই যথেষ্ট।

মালেক ইবনে দীনার ﷺ বলেন, স্বাদ অনুভবকারীগণ কোনো কিছুতেই যিক্‌রের সমান স্বাদ পান না। সুতরাং যিক্‌র হতে অধিক সহজ কোনো আমল নেই। আবার হৃদয়ের জন্য অধিক মজা, অধিক আনন্দের কিছু নেই।

সত্তর : যিক্‌র দুনিয়ায় চেহারার মধ্যে উজ্জ্বলতা এবং আখিরাতে নূর পরায়। দুনিয়ায় যিক্‌রকারীগণই উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী। আখিরাতে তারা আরো বেশি নূরের অধিকারী হবেন। রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে-

---

[২০১] মুনাফিকুন : ০৯

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরিক নেই, (মহাবিশ্বের) রাজত্ব তারই হাতে, তার জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই হায়াত দেন, তিনিই মউত দেন, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। কেয়ামতের দিন সে পূর্নিমার চাঁদ হতে উজ্জল চেহারা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হবে।

অধিক সাক্ষ্যদাতা

একাত্তর : যে ব্যক্তি রাস্তা ঘাটে, ঘরে বাইরে, সফর ও মুকিম অবস্থায় সার্বক্ষণিক যিক্‌র করে কেয়ামতের দিন তার স্বপক্ষে সাক্ষ্যদাতা অধিক হবে। কেননা ঘর, বাড়ি, পাহাড় পর্বত কেয়ামতের দিন যিক্‌রকারীর জন্য সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحٰى لَهَا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, পৃথিবী তার ভেতরের যাবতীয় বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, এবং মানুষ বলবে 'এর কী হয়েছে? সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন, সেদিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়, অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে

সে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে।[২০২]

তিরমিজি শরীফের হাদীসে এসেছে -

عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ ﷺ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করেন -

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا .

যেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পরিবেশন করবে। এরপর প্রশ্ন করলেন, তোমরা কী জান পৃথিবীর পরিবেশন যোগ্য বৃত্তান্ত কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তার বৃত্তান্ত এই যে, সে সকল নারী-পুরুষের সকল কাজের সাক্ষ্য দিবে, যা তারা জমিনের উপরে করেছে। সে বলবে, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। এভাবে সে সাক্ষ্য দেবে। তিনি বললেন, এটাই হবে পৃথিবীর পেশকৃত বৃত্তান্ত।[২০৩]

যিক্‌রকারীর জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে সাক্ষ্য হবে। তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করার ফলে তারা খুশি ও ঈর্ষান্বিত হবে।

বাহ্যত্তর : জবান যতক্ষণ যিক্‌রে মশগুল থাকে ততক্ষণ বাতিল কথা, গীবত, চোগলখুরী, অনর্থক কথা, মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা এবং অন্যান্য বিষয় হতে হেফাযত থাকবে। কেননা জিহ্‌বা কখনই চুপ থাকেনা, হয় যিক্‌র করবে নতুবা অনর্থক কথা বলবে। এমনিভাবে নফসও যদি হকের দ্বারা মশগুল না হয় তাহলে বাতিল বিষয় নিয়ে

---

[২০২] যিলযাল : ১-৮

[২০৩] সুনানু তিরমিজি : ২৪২৯, ৩৩৫৩, আহমদ : ৩/৩৮২

ব্যস্ত হবে। এভাবেই হৃদয়ে যদি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা না থাকে, তাহলে মাখলুকের ভালোবাসায় তা ব্যস্ত হবে। তাই তুমি তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র, তাঁর ভালোবাসা অথবা অনর্থক কথা কাজ কিংবা মাখলুকের ভালোবাসার কোন একটি নির্বাচন কর। কোন আসনে তুমি সমাসীন হবে তুমিই ঠিক করে নাও।

বিস্ময়কর নববী স্বপ্ন

তিয়াত্তর : এ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এখন বিস্তারিত আলোচনা করব। যেহেতু এর উপকারীতা ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বান্দার চরম দুশমন শয়তান তার যথাসম্ভব ক্ষতি করতে তার বাহিনী দিয়ে বান্দাকে ঘিরে রেখেছে। শয়তানের এ বাহিনী তাড়াতে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ হতে বর্ণিত। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিবের ﷺ মহা মূল্যবান হাদীস যা সকল মুসলমানের মুখস্ত করা উচিত। এর মহা উপকারীতা ও প্রয়োজনীয়তার কারণে আমরা এ হাদীসটি বিস্তারিত তুলে ধরবো। তা হলো, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেন, আমরা মদিনার একটি ঘরে ছিলাম। রাসূল ﷺ আমাদের দিকে বের হয়ে বলেন, গতকাল আমি একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। তাতে দেখলাম-

- ❖ আমার উম্মতের এক ব্যক্তির নিকট মালাকুল মওত তার রূহ কবজ করতে আসলো। তখন তার পিতামাতার সাথে করা সদ্ব্যবহার আসলো এবং মালাকুল মওতকে প্রতিহত করলো।
- ❖ দেখলাম এক ব্যক্তির জন্য কবরে আযাবের দুয়ার খুলে দেয়া হলো। তখন তার অযু আসলো এবং তাকে আযাব থেকে মুক্ত করলো।
- ❖ দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে শয়তান ঘিরে ধরলো। তখন আল্লাহর যিক্‌র আসলো এবং শয়তানকে তাড়িয়ে দিলো।

❖ দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে আযাবের ফেরেশতা ঘিরে ফেললো। তখন তার সালাত আসলো এবং তাদের হাত হতে তাকে মুক্ত করলো।

❖ দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি পিপাসায় হাঁপাচ্ছে, জিহ্বা বের করে শ্বাস নিচ্ছে। যখন সে পানির কূপের নিকট যাচ্ছে তাকে নিষেধ করা হচ্ছে এবং তাড়িয়ে দিচ্ছে। তখন তার রমযানের রোযা এসে তাকে পানি পান করালো এবং পরিতৃপ্ত করালো।

❖ দেখলাম নবীগণ বিভিন্ন হালাকায় বসে আছেন আর আমার উম্মতের এক ব্যক্তি কোন হালাকায় গেলে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। তখন তার জানাবাতের গোসল আসলো এবং তাকে হাত ধরে আমার পাশে বসিয়ে দিল।

❖ দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি তার সামনে অন্ধকার, পেছনে অন্ধকার, ডানে অন্ধকার, বামে অন্ধকার, তার উপরে অন্ধকার, নিচে অন্ধকার। সে এতে হয়রান। তখন তার হজ্জ ও উমরা আসলো এবং তাকে অন্ধকার হতে বের করে আলোতে নিয়ে গেল।

❖ দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি আগুনের শিখা ও ক্ষতি হতে হাত দ্বারা বাঁচতে চেষ্টা করছে। তখন তার সদকা এসে আগুন ও তার মাঝে পর্দা হয়ে গেল এবং তার মাথার উপর ছায়া হয়ে গেল।

❖ দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি মু'মিনদের সাথে কথা বলতে চায় কিন্তু মু'মিনগণ কথা বলেনা। তখন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা (সেলায়ে রেহমি) আসলো এবং বললো হে মুসলমানগণ! এ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছে তোমরা তার সাথে কথা বল। তখন মুসলমানগণ তার সাথে কথা বললো এবং মুসাফাহা করলো। সেও তাদের সাথে মুসাফাহা করলো।

❖ দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে জাহান্নামের ফেরেশতাগণ ঘিরে ফেলেছে। তখন তার সৎ কাজের আদেশ ও

অসৎ কাজের নিষেধ আসলো এবং তাদের হাত হতে তাকে উদ্ধার করে তাকে রহমতের ফেরেশতাদের দলে প্রবেশ করিয়ে দিল।

- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে তার মাঝে আর তার রবের মাঝে পর্দা। তখন তার সুন্দর চরিত্র আসলো এবং তাকে হাত ধরে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রবেশ করালো।
- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তির আমলনামা বাম দিকে চলে গেছে। তখন তার (তাকওয়া) আল্লাহ তা'আলার ভীতি আসলো এবং তার আমলনামা ধরে ডান দিকে রেখে দিল।
- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তির মিজানের পাল্লা হালকা হয়ে গেল। তখন তার বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যাওয়া সন্তান আসলো এবং পাল্লাকে ভারী করে দিলো।
- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার আশা (رَجَاء) আসলো এবং তাকে মুক্ত করে নিয়ে গেল।
- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জাহান্নামে পড়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কান্নার অশ্রু আসলো এবং তাকে মুক্ত করলো।
- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি পুলসিরাতে দাঁড়িয়ে প্রকম্পিত হচ্ছে যেমন ঝড় বাতাশে খেজুরের শাখা প্রকম্পিত হয়। তখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা আসলো এবং কম্পন থামিয়ে দিয়ে তাকে এগিয়ে নিলো।
- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি পুলসিরাতে কাঁপতেছে। সে একবার হামাগুড়ি দিচ্ছে একবার আটকে যাচ্ছে। তখন আমার উপর পড়া দরুদ শরীফ এসে তাকে দাঁড় করালো এবং মুক্ত করলো।
- দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে গেল কিন্তু তাকে রেখেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তার

তাওহীদের সাক্ষ্য لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এসে তার জন্য জান্নাতের দরজা খুললো এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো।

❖ এ হাদীস হাফেজ আবু মুসা আল মাদিনী তার "আত তারগিব ফিল খিসালিল মুনজিয়াহ ওয়াত তারহীব মিনাল খিসালিল মুরদিয়্যাহ" কিতাবে বর্ণনা করেন।

এ হাদীস দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য "রাসূল ﷺ বলেন, আমি দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে শয়তান ঘিরে ধরলো তখন তার নিকট আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র আসলো এবং শয়তানকে তাড়িয়ে দিলো"। যা পূর্বে উল্লেখিত হারিস আল-আশ'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। যথা আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তোমরা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র কর। যিক্‌রের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায় যার দুশমনেরা তার পিছু ধাওয়া করছে। অবশেষে সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু হতে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। তদ্রুপ কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না।[২০৪]

সুনানে তিরমিজিতে আছে -

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ يَعْنِيْ: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهٗ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وَقَالَ الترمذي حديث حسن ، زَادَ أَبُوْ دَاوُدَ فَيَقُوْلُ يَعْنِيْ: اَلشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟

হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে -

---

[২০৪] সুনানু তিরমিজি : ২৮৬৩

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়। তাকে বলা হয়, তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল। আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।[২০৫]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ ﵀ এই শব্দগুলো হতে বাড়তি বর্ণনা করেছেন, তা হলো, ফলে শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, ঐ ব্যক্তির উপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচানো হয়েছে? [২০৬]

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে -

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

আল্লাহ তা'আলার রাসূল ﷺ বলেছেন, যে লোক একশ'বার এ দু'আটি পড়বে -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র

---

[২০৫] আবূ দাউদ : ৫০৯৭, তিরমিযী : ৩৪২৬, নাসাঈ কুবরা : ৯৯১৭ প্রমুখ

[২০৬] সুনানু তিরমিজি : ৩৪২৬, আবু দাউদ : ৫০৯৭

[illegible] হবে, আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞ হবেন। তাকে লম্বা করে সৃষ্টি করা হবে যেন সাড়ে তিন হাত হয়। তার জন্য একটি সাদা পোশাক পরানো হবে এবং আর একটি সেখ মিটিয়ে দেয়া হবে। [illegible] কিয়ামত পর্যন্ত সে পোশাক হতে মহফুজ থাকবে। কেউ দেখে তার চেয়ে উত্তম পোশাকের অধিকারী হবে না। হবে না। এই ব্যক্তি সকাল হবে, যে এর চেয়ে এই দুনিয়ায় অনেক বেশি পরিমাণ সম্মান পাবে।[১]

হযরত কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বান্দা যখন তার ঘরে যায় আর বলে بِسْمِ اللّٰهِ তখন ফেরেশতাগণ বলে هُدِيْتَ তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হল। আর বান্দা যখন تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ বলে ফেরেশতাগণ বলে, كُفِيْتَ তোমাকে যথেষ্ট মনে করা হল। আর বান্দা যখন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলে ফেরেশতাগণ বলে, وُقِيْتَ তোমাকে হেফাযত করা হল। তখন শয়তান একে অপরকে বলে তোমরা ফিরে যাও তার উপর তোমাদের কোন কাজ নেই। এই ব্যক্তির উপর তোমাদের কিভাবে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং যাকে সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচানো হয়েছে?

আবূ খালুদ আল কাসী বলেন, যে ইসলামে প্রবেশ করলো সে দুর্গে প্রবেশ করলো। আর যে মসজিদে প্রবেশ করলো সে দুটি দুর্গে প্রবেশ করলো। আর যে বিকেলের মজলিসে প্রবেশ করলো সে তিনটি দুর্গে প্রবেশ করলো।

হাফেজ আবূ মূসা তার কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাসূল (সা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বান্দা যখন বিছানায় যায় আর "কিসমিল্লাহ" বলে এবং সূরা ফাতিহা পড়ে। সে মানুষ ও জিনের ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকবে এবং সকল কিছুর ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকবে।

---

[১] বুখারী ৩২৯০, ৩৪০৩, মুসলিম ৪৮/১০ হা ২৬৯১, তাবরানী ৮০১৪

হিজরত ও সুরাকার হাত ছিনিয়ে নেয়া

[illegible] আবু বকর [illegible] হয়ে [illegible] তিনি বললেন, [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible]

অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী-

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ...

পড়বে। তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, গত রাতের তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী-

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ...

পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবু হুরায়রা ﷺ বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।[২০৮]

হাফেজ আবু মুসা হযরত জাবের ﷺ হতে আবু জুবাইর এর হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন, মানুষ যখন বিছানায় যায় তাকে নিয়ে ফেরেশতা ও শয়তান কাড়াকাড়ি করে। ফেরেশতা বলে কল্যাণের সাথে শেষ করুন, শয়তান বলে খারাপের সাথে শেষ

---

[২০৮] বুখারী : ২৩১১, ৩২৭৫, ৫০১০

করুন। সে যখন ঘুম আসা পর্যন্ত যিক্‌র করতে থাকে ফেরেশতা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং তাকে নিরাপত্তা দিতে থাকে। আবার যখন জেগে উঠে তাকে নিয়ে ফেরেশতা ও শয়তান কাড়াকাড়ি করে। ফেরেশতা বলে কল্যাণের সাথে শুরু করুন, শয়তান বলে খারাপের সাথে শুরু করুন। বান্দা যদি বলে -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَا نَفْسَه بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِيْ مَنَامِهَا. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرٰى إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه ۚ

ফেরেশতা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং তাকে নিরাপত্তা দিতে থাকে।[২০৯]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتٰى أَهْلَهٗ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.

হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখ। অতঃপর তাদেরকে যে সন্তান দেয়া হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[২১০]

---

[২০৯] নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে অয়াল লাইল : ৮৫৪, তাবারানী আদ দুয়া : ২২০,২২১,২৮৫, মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৩/৩৬২, সহীহ ইবনে হিব্বান : ৫৫৩৩, মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৫৪৮

[২১০] বুখারী : ১৪১, ৩২৭১,৩২৮৩,মুসলিম : ১৪৩৪

হাফেজ আবু মুসা হাসান ইবনে আলী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ বিশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে আমি তার জিম্মাদার যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক জালেম বাদশা হতে রক্ষা করবেন। প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে রক্ষা করবেন। প্রত্যেক হিংস্র প্রাণী হতে রক্ষা করবেন। প্রত্যেক পুনরাবৃত্তিকারী চোর হতে রক্ষা করবেন। আয়াতসমূহ হলো-

১. আয়াতুল কুরসী-

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ...

২.৩.৪ সূরা আরাফের নিম্নের আয়াত থেকে শুরু করে তিন আয়াত-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ...

৫-১৪ সূরা সাফফাতের প্রথম দশ আয়াত-

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ○ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ○ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا...

১৫-১৭ সূরা আর রহমানের নিম্নের তিন আয়াত-

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ

১৮-২০ এবং সূরা হাশরের নিম্নের আয়াত থেকে শুরু করে তিন আয়াত-

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

মুহাম্মাদ ইবনে আবান বলেন, একদা একজন লোক মসজিদে সালাত আদায় করতেছে এমন সময় তার পাশে সে কিছু অনুভব করলো এবং ভয় পেল। তখন লোকটিকে বলা হলো আমার থেকে তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আল্লাহ তা'আলার জন্যই এসেছি। তুমি উরওয়ার কাছে যাও। তাকে জিজ্ঞেস কর কিসের দ্বারা ইবলিশ শয়তানের অনিষ্ট হতে বাঁচা যাবে? উরওয়াকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি বলো-

آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ، وَاعْتَصَمْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِيْ لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفٰى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمًى.[২১১]

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে, শয়তান আযান হতে পালায়ন করে। যেমন -

عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ أَرْسَلَنِيْ أَبِيْ إِلٰى بَنِيْ حَارِثَةَ قَالَ: وَمَعِيْ غُلَامٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِيْ مَعِيْ عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِيْ. فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقٰى هٰذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلٰكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ وَلّٰى وَلَهُ حُصَاصٌ.

হযরত সুহায়ল ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বানু হারিসাহ গোত্রের কাছে পাঠালেন। রাবী বলেন, আমার সাথে একটি বালক অথবা আমার এক সাথী ছিল। একটি বাগানের ভিতর থেকে তার নাম ধরে কে যেন তাকে ডাকল। আমার সাথী বাগানের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। আমি এ ঘটনা আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে তুমি এমন অবস্থার মুখামুখি হবে তবে তোমাকে পাঠাতাম না, কিন্তু যখন তুমি সেরূপ কোন শব্দ শুনতে পাও তখন সালাতের অনুরূপ আযান দিবে। কেননা আমি আবু হুরায়রা ﷺ কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

---

[২১১] হিলয়াতুল আওলিয়াহ : ৮/১৫৭

যখন সালাতের আযান দেয়া হয় শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।[২১২]

অন্য বর্ণনায় আছে -

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ.

যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, শয়তান পিছন ঘুরে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালিয়ে যায় যেন আযানের শব্দ সে শুনতে না পায়।[২১৩]

হাফেজ আবু মুসা হযরত আবু বকর ﷺ হতে আবু রাজার হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা বেশি বেশি করে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলো এবং ইস্তেগফার করো। কেননা শয়তান বলে, আমি তাদের ধ্বংস করেছি গুনাহ দিয়ে আর তারা আমাকে ধ্বংস করেছে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ও ইস্তেগফার করে। যখন আমি তাদের এ কাজ দেখলাম তখন তাদেরকে নফসের খায়েশাত বা প্রবৃত্তি দ্বারা ধ্বংস করলাম। অথচ তারা মনে করতেছে তারা হেদায়েতের উপর আছে। ফলে তারা ইস্তেগফার করে না।

হাফেজ আবু মুসা আরো উল্লেখ করেন। হযরত ইকরিমা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক মুসাফির একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলো তার পাশে দুইজন শয়তান। মুসাফির শুনতে পেল এক শয়তান অপর শয়তানকে বলতেছে এ ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট যাও এবং তার হৃদয়কে এলোমেলো করে দাও। শয়তান ঘুমন্ত ব্যক্তির দিকে গেল এবং তার নিকটবর্তী হয়ে ফিরে এসে বললো সে এমন আয়াত পাঠ করে ঘুমালো যা অতিক্রম করে তার কাছে যাওয়ার কোনো পথ নেই। তখন অপর শয়তানও গেল এবং তার নিকটবর্তী হয়ে ফিরে এসে বললো তুমি সত্য বলেছ। অতঃপর তারা উভয়েই চলে গেল। তখন মুসাফির ব্যক্তি ঘুমন্ত

---

[২১২] মুসলিম : ৩৮৯

[২১৩] মুসলিম : ৭৪৫

ব্যক্তিকে জাগ্রত করে যা সে দেখেছে তা জানালো এবং জিজ্ঞাসা করলো কোন আয়াত পড়ে সে ঘুমালো? লোকটি বললো তা হচ্ছে -

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. [২১৪]

শায়খুল মুহাদ্দিসীন হাফেজ আবু নজর হাশেম ইবনে কাসেম বলেন, আমি আমার ঘরে আমাকে দেখতাম তথা জ্বীনেরা আমার আকার ধারণ করে আমাকে কষ্ট দিতো। তারা আমাকে বলতো, হে আবু নজর আমাদের নিকট হতে তুমি চলে যাও। আমি আমার ঘর ছেড়ে দিবো এটি আমার কাছে কঠিন মনে হলো। তখন আমি কুফায় ইবনে ইদরিস, আবু উসামা মুহারেবীর কাছে চিঠি লিখে জানালাম। মুহারেবী আমার চিঠির জবাবে লিখলেন, মদিনায় একটি কুপের রশি কেটে দেয়া হতো। সেখানে একদল আরোহী আগমন করলে সেখানকার অধিবাসীগন তাদের কাছে বিষয়টি জানালো। তখন তারা এক বালতি পানি চাইলো আর তাতে কিছু পড়ে পানি কুপে ঢেলে দিলো। তখন কূপ থেকে একটি আগুন বের হয়ে কূপের মাথায় নিভে গেল।

আবু নজর বলেন আমি এক মগ পানি নিলাম এরপর তাতে এ কথাগুলো পড়ে আমার ঘরের কোনায় কোনায় ছিটিয়ে দিলাম। তখন জ্বীনেরা আমাকে চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে আবু নজর তুমি আমাদের জ্বালিয়ে দিলে, আমরা এখান থেকে চলে যাব। সে কথাগুলো হলো -

بِسْمِ اللهِ أَمْسَيْنَا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ. وَبِعَزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ وَلَا تُضَامُ. وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ نَحْتَجِبُ. وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا. عَائِذٌ مِنَ الْأَبَالِسَةِ. وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَمِنْ شَرِّ

---

[২১৪] সূরা আরাফ : ৫৪

كُلِّ مُعْلِنٍ أَو مُسِرٍّ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُ بِالنَّهَارِ ، وَيَكْمُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِمَّا اِسْتَعَاذَ بِهِ مُوْسَى وَعِيْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفَّى ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَبْغِيْ ، أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا .فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا . فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا . إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ . رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ . إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةٍ الْكَوَاكِبِ . وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ . لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ . دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ . إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.

এ হলো রাসূল ﷺ এর বাণী-

كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ .

এমনিভাবে বান্দা নিজেকে শয়তান হতে যিক্‌র ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা বাঁচাতে পারে না, হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আলোচনা। পরিপূর্ণ উপকার লাভে আমরা যিক্‌রের সাথে সম্পৃক্ত কিছু পরিচ্ছেদ উল্লেখ করব।

বিভিন্ন প্রকারের যিক্‌র

যিক্‌র দুই প্রকার, প্রথমত : আল্লাহ তা'আলার আসমা ও সিফাতের আলোচনা করা। এর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করা, তাঁর সাথে সমীচীন নয় এমন বিষয় হতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা।

এটা আবার দুই প্রকার, প্রথমত: যিক্‌রকারী আল্লাহ তা'আলার আসমা ও সিফাতের দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবে। এ প্রকারের যিক্‌র হাদীসে উল্লেখ আছে যেমন -

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ .

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

এ প্রকারের যিক্‌রের মধ্যে সর্বোত্তম যিক্‌র তা যা প্রশংসা বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক। যেমন -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ.

শুধু سُبْحَانَ اللهِ থেকে উত্তম। আবার,

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ

শুধু سُبْحَانَ اللهِ থেকে উত্তম।

এটা হযরত জুওয়াইরিয়াহ ﵂ এর হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন -

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ" .

"আমি তোমার নিকট হতে রওয়ানার পর চারটি কালিমাহ তিনবার পড়েছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওযন করা হলে এ কালিমাহ চারটির ওযনই ভারী হবে।

কালিমাগুলো এই -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার মাখলুকের সংখ্যার পরিমাণ, তার সন্তুষ্টির পরিমাণ, তার আরশের ওযন পরিমাণ ও তার কালিমা সমূহের সংখ্যার পরিমাণ।[২১৫]

তিরমিজি ও আবু দাউদ শরীফের হাদীসে এসেছে -

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنهما عَنْ أَبِيهَا. أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ قَالَ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

আয়েশা বিনতে সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস رضي الله عنه হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে এক মহিলার ঘরে যান, যার সামনে ছিল খেজুরের অনেকগুলো বিচি অথবা নুড়ি পাথর, যার সাহায্যে সে তাসবীহ পাঠ করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়েও সহজ ও উত্তম পথ প্রসঙ্গে জানাবো না? তা হলো -

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ

---

[২১৫] মুসলিম : ২৭২৬

وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র, আকাশে তার সৃষ্টি জীবের সমসংখ্যক। আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র দুনিয়াতে তার সৃষ্ট জীবের সমসংখ্যক। আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র, এতদুভয়ের মধ্যকার সৃষ্টির সমসংখ্যক। আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র তিনি যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করবেন তার সমসংখ্যক। অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা মহান, অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, অনুরূপ সংখ্যকবার আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কল্যাণ করার বা ক্ষতিসাধনের আর কোন শক্তি নেই"।[২১৬]

দ্বিতীয় প্রকার, আল্লাহ তা'আলার আসমা সিফাতের মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে খবর দেয়া। যেমন, তিনি তার বান্দার আওয়াজ শুনেন। তাদের নড়াচড়া দেখেন। তাদের কোন গোপন আমলই তার কাছে গোপন নয়। তিনি তাদের প্রতি তাদের পিতামাতা থেকেও বেশি দয়ালু। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর বান্দার তাওবাহর ফলে ঐ পরিমাণ খুশি হন যেমন একজন মুসাফির তার হারানো বাহন ফিরে পেলে খুশি হয়।

এ প্রকারের মধ্যে উত্তম হলো যেভাবে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন বান্দা সেভাবে তাঁর প্রশংসা করবে। অথবা যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসা করেছেন। কোন প্রকারের তাহরিফ বা বিকৃতি, তা'তীল বা অকেজো করণ, তাসবীহ বা সাদৃশ্য প্রদান, তামছীল বা উপমা দেয়া ব্যতীত।

এটি আবার তিন প্রকার, اَلْحَمْدُ হামদ, وَالثَّنَاءُ ছানা وَالْمَجْدُ মাজদ।

হামদ হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি পোষণের সাথে সাথে তাঁর পূর্ণতার গুণের বর্ণনা দেয়া। সুতরাং নিশ্চুপ প্রেমিক হামদ আদায়কারী হতে পারে না। আবার

---

[২১৬] তিরমিজি : ৩৫৬৮, আবু দাউদ : ১৪৯৫

ভালোবাসা ছাড়া প্রশংসাকারীও হামদ আদায়কারী হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসা ও ভালোবাসা একত্রিত না হবে। যদি এক প্রশংসার পর অন্য প্রশংসা বার বার হয় তবে তাকে "ছানা" বলে। যদি প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব, বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, অহংকার, ও রাজত্বের গুণের হয় তাকে "মাজদ" বলে। আল্লাহ তা'আলা এ তিন প্রকারের গুণই কুরআনুল কারীমের প্রথম সূরায় উল্লেখ করেছেন -

فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ : "اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ . وَإِذَا قَالَ : "مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ .

বান্দা যখন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য", আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা (হামদ) করেছে। সে যখন বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ "তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়"; আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা আমার গুণগান (ছানা) করেছে। সে যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "তিনি বিচার দিনের মালিক", আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন বর্ণনা (মাজদ) করেছে।

যিক্‌রের দ্বিতীয় প্রকার : আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ ও আহকামের যিক্‌র। এটাও আবার দুই প্রকার। প্রথমত, আদেশ নিষেধ ও আহকাম দ্বারা যিক্‌র হলো এ খবর দেয়া তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি এমন নিষেধ করেছেন, তিনি এমন ভালোবাসেন, তিনি এমন অপছন্দ করেন, তিনি এমন বিষয়ে খুশি হন।

দ্বিতীয়ত, আদেশের ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে আদেশ পালনের দ্বারা যিক্‌র করা, নিষেধের ক্ষেত্রে তা হতে বিরত থাকার দ্বারা যিক্‌র করা। সুতরাং আদেশ নিষেধ ও আহকামের যিক্‌র এক বিষয়। আবার আদেশের ক্ষেত্রে ও নিষেধের ক্ষেত্রে যিক্‌র আরেক বিষয়। যখন যিক্

রকারীর জন্য সব প্রকার যিক্‌র একত্রিত হবে তখন তার যিক্‌র সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। এটাই ফিকহে আকবার। আর বাকি যিক্‌রও উত্তম যদি তাতে নিয়ত বিশুদ্ধ হয়।

আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের মধ্যে আরো হলো বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত, ইহসান, অনুগ্রহ, ও সাহায্যের যিক্‌র করা। এটাও যিক্‌রের গুরুত্বপূর্ণ প্রকার।

এটি আবার পাঁচ প্রকার-

- ❖ কখনো যিক্‌র মুখে ও হৃদয়ে হবে, এটি সর্বোত্তম যিক্‌র।
- ❖ কখনো যিক্‌র শুধু হৃদয়ে হবে, এটি দ্বিতীয় স্তরের যিক্‌র।
- ❖ কখনো যিক্‌র শুধু মুখে হবে, এটি তৃতীয় স্তরের যিক্‌র।

শুধু মুখে যিক্‌র হতে অন্তরের যিক্‌র উত্তম। কারণ অন্তরের যিক্‌র দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মারেফাত অর্জন হয়, তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, লজ্জাশীলতা সৃষ্টি হয়, ভয় সৃষ্টি হয়, মুরাকাবার দিকে উৎসাহিত করে, আনুগত্যে শিথিলতা করতে নিষেধ করে, গুনাহকে হালকা মনে করতে বারণ করে। আর শুধু মুখের যিক্‌র এ রকম কোনো কিছুই করে না, কিছু করলেও তা খুবই সামান্য।

যিক্‌র দু'আ হতে উত্তম

যিক্‌র দু'আ হতে উত্তম। কেননা যিক্‌র হলো আল্লাহ তা'আলার আসমা সিফাত ও নেয়ামতের সুন্দর গুণাবলীর প্রশংসা করা। আর দু'আ হলো বান্দা তাঁর প্রয়োজনের প্রার্থনা করা। সুতরাং কোথায় দু'আ আর কোথায় যিক্‌র? এ কারণে হাদীসে এসেছে, হযরত উমর ﷺ বলেন। রাসূল ﷺ বলেন -

يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِيْ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ.

মহান রাব্বুল ইজ্জাত বলেন, কুরআন (চর্চার ব্যস্ততা) ও আমার যিক্‌র যাকে আমার নিকটে কিছু আবেদন করা হতে নিবৃত্ত রেখেছে আমি

তাকে আমার কাছে যারা চায় তাদের চাইতে অনেক উত্তম বখশিশ দিব"।[২১৭]

এ জন্য দু'আর ক্ষেত্রে মোস্তাহাব হলো বান্দা তাঁর প্রয়োজন পেশ করার আগে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান দিয়ে শুরু করবে, এরপর নিজের প্রয়োজন পেশ করবে। যেমন হাদীসে এসেছে -

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "عَجِلَ هٰذَا" ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ".

ফাযালাহ ইবনে উবাইদ ﷺ বলেন, এক লোককে নবী ﷺ তার নামাযের মাঝে দু'আ করতে শুনলেন, কিন্তু নবী ﷺ-এর উপর সে দরূদ পড়েনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তিটি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে বা অপর কাউকে বললেন, তোমাদের কেউ নামায আদায় করলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তার গুণগান করে, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দু'আ করে।[২১৮]

এমনিভাবে হযরত জুননুন ﷺ (ইউনুস ﷺ) এর দু'আ যার সম্পর্কে নবী করিম ﷺ বলেন, যদি কোন বিপদগ্রস্ত আমার ভাই জুননুন (ইউনুস ﷺ) এর দু'আ দ্বারা দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তার বিপদ দূর করে দিবেন। তা হলো -

لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

---

[২১৭] সুনান আত তিরমিজি : ২৯২৬

[২১৮] আবু দাউদ : ১৪৭৬, তিরমিজি : ৩৪৭৭, নাসায়ী : ১২৮৩, আহমদ : ৭/৯২৮-৯২৯, ইবনু খুজাইমা : ৭০৯-৭১০, ইবনে হিব্বান : ১৯৬০

'তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।'[২১৯]

সুনানে তিরমিজিতে আছে -

عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ . فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ .

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত আছে - তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নবী যুন-নূন ইউনুস ﷺ মাছের পেটে থাকা কালে যে দু'আ করেছিলেন তা হল -

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ .

"তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয় যালিমদের দলভুক্ত"।[২২০] যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কখনো কোন বিষয়ে এ দু'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন।[২২১]

এ জাতীয় আরো দু'আ -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ. رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বিপদের সময় এ দু'আ পড়তেন -

---

[২১৯] ইবনুস সুন্নি আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইল : ৩৪৪, ইবনু আদি আলকামেল : ৫/১৫০, সূরা আম্বিয়া : ৮৭

[২২০] সূরা আম্বিয়া : ৮৭

[২২১] তিরমিজি : ৩৫০৫, নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইল : ৬৫৬, আহমদ : ১/৪৬৩-৪৬৪

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। যিনি মহান ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই আসমান জমিনের প্রতিপালক ও মহান আরশের প্রভু।[২২২]

এ জাতীয় আরো দু'আ -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطٰى.

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ আল-আসলামী ﷺ হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক লোককে তার দু'আ এভাবে বলতে শুনেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তা'আলার মহান নামের উসীলায় তার নিকটে প্রার্থনা করেছে, যে

---

[২২২] আহমাদ : ৩৩৫৪ বুখারী : ৬৩৪৫, ৬৩৪৬, ৭৪২৬, ৭৪৩১, মুসলিম : ২৭৩০

নামের ওয়াসীলায় দুআ করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যে নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।[২২৩]

ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন -

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطٰى.

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নবী ﷺ-এর সাথে মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল এবং সালাতের পর বলছিল -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। কারণ তোমারই জন্য সব প্রশংসা। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তুমিই সবচেয়ে বড় দয়ালু, বড়দাতা। তুমিই আসমান জমিনের স্রষ্টা। হে মর্যাদা ও দান করার মালিক! হে চিরঞ্জীব, হে প্রতিষ্ঠাতা! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তখন নবী ﷺ বললেন, লোকটি আল্লাহ তা'আলাকে ইসমে আ'যম-এর সাথে ডেকেছে, যে নামে ডাকা হলে তিনি তাতে সাড়া দেন এবং যে নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হলে তিনি তা দান করেন।[২২৪]

---

[২২৩] আবু দাউদ : ১৪৮৮, তিরমিজি : ৩৪৭৫, ইবনু মাজাহ : ৩৮৫৭

[২২৪] আবু দাউদ : ১৪৯৫, তিরমিজি : ৩৪৭৫

হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেন, দু'আর পূর্বে ছানা ও যিক্‌র করা হলে দু'আ কবুল করা হয়। কেননা এটি ইসমে আজম। সুতরাং বান্দার প্রয়োজন পূরণে যিক্‌র ও ছানা বা গুণগান অধিক উপকারী। যিক্‌রের অন্য একটি ফায়েদা হলো ছানা ও যিক্‌র দু'আকে কবুল করায়। সুতরাং ছানা ও যিক্‌র যুক্ত দু'আ খালি দু'আ হতে কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। এর সাথে যদি বান্দার অসহায়ত্ব ও গুনাহের স্বীকারোক্তি যোগ করে তবে তা উত্তম ও কবুলের আরো কাছাকাছি হয়ে যায়। কেননা বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর দয়া, অনুগ্রহ, পূর্ণতার গুণের উসিলায় আকুতি মিনতি করে এবং নিজের জরুরত অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিতা পেশ করে। এটা তার চাহিদা। আর আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা তাঁর চাহিদা। বান্দা যখন দু'আর মধ্যে তার চাহিদা ও আল্লাহ তা'আলার চাহিদা একত্রিত করে তখন এটা পূর্ণ মা'রেফাত ও গোলামী হয়েছে এবং দয়া সহানুভূতি প্রকাশের পূর্ণ ক্ষেত্র হয়েছে।

বাস্তব জীবনে তুমি দেখবে বান্দা যখন কারো কাছে দয়া ও অনুগ্রহ আশা করে তখন তার দয়া, অনুগ্রহ, বদান্যতা, ও সদ্ব্যবহারের উল্লেখ করে নিজের দারিদ্রতা অসহায়ত্ব পেশ করে। ফলে এটা প্রার্থীত ব্যক্তির হৃদয়ে অধিক সহানুভূতি সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজন পূরণে অধিক সহায়ক হয়।

যখন কেউ বলে আপনার বদান্যতা বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে, আপনার অনুগ্রহ সূর্যের মত অনস্বীকার্য, এ জাতীয় কথা বলে। এবার নিজের প্রয়োজন ও সমস্যার কথা বলে। তাহলে তা তার প্রয়োজন পূরনে ও সমস্যা সমাধানে অধিক কার্যকর।

তুমি যখন এটা জেনেছ তাহলে হযরত মুসা ﷺ এর দু'আর বক্তব্য নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা কর। তিনি বলেন -

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই করবে আমি তো তারই ভিখারী।[২২৫]

হযরত যুন-নুন মাছওয়ালা নবী ইউনুস ﷺ এর দু'আর বক্তব্য নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা কর। তিনি বলেন -

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।[২২৬]

এবং আমাদের পিতা হযরত আদম ﷺ এর দু'আ নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা কর -

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[২২৭]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ. قَالَ : قُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ হতে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল ﷺ এর নিকট আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন তুমি এ দু'আটি বলবে -

---

[২২৫] কাসাস ২৪)

[২২৬] সূরা আম্বিয়া : ৮৭

[২২৭] সূরা আরাফ : ২৩

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[২২৮]

এ সকল গুরুত্বপূর্ণ দু'আ সমূহে নিজের অবস্থার স্বীকারোক্তি ও আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর দয়া, অনুগ্রহের উসিলায় আকুতি মিনতিকে একত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে গুনাহের ক্ষমার জন্য তিনিই একক মালিক। অতঃপর নিজের প্রয়োজন পেশ করা হয়েছে। এটাই দু'আ ও ইবাদত বা দাসত্বের আদব।

কখন তেলাওয়াত উত্তম
কখন যিক্‌র উত্তম

কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুধু যিক্‌র হতে উত্তম। আর যিক্‌র শুধু দু'আ হতে উত্তম। কখনো কখনো অবস্থার আলোকে অনুত্তোম আমলও উত্তম আমল হতে অগ্রগন্য বরং নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং নির্ধারিত আমল রেখে উত্তম আমলে যাওয়া যাবে না।

যেমন -

- ❖ রুকু ও সেজদার তাসবীহ রুকুতে ও সিজদায় কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত হতে উত্তম। বরং সেখানে কেরাত নিষিদ্ধ।[২২৯]

---

[২২৮] বুখারী : ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮, মুসলিম : ২৭০৫

[২২৯] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ وَإِنِّي

❖ এমনিভাবে তাসমী' বা سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ও তাহমীদ বা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা তার স্থানে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত হতে উত্তম।

❖ এমনিভাবে তাশাহুদ তার স্থানে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত হতে উত্তম।

❖ এমনিভাবে দুই সেজদার মাঝে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ. وَارْحَمْنِيْ. وَاهْدِنِيْ. وَعَافِنِيْ. وَارْزُقْنِيْ.

❖ বলা কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত হতে উত্তম।

❖ এমনিভাবে সালাতের সালাম ফিরানোর পরের যিক্‌র তাহলীল বা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ তাসবীহ বা سُبْحَانَ اللهِ তাকবীর বা اَللهُ أَكْبَرُ তাহমিদ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত হতে উত্তম।

❖ এমনিভাবে মুয়াজ্জিনের আযানের জবাব দেয়া, তিনি যেভাবে বলেন সেভাবে বলা, কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত হতে উত্তম।

যদিও কুরআনুল কারীমের মর্যাদা অন্য কালামের উপর যেমন আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থারই নির্ধারিত যিক্‌র বা আমল আছে। যখন ঐ স্থানের আমল ছুটে যায়

نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় হুজরা শরীফের) পর্দা খুলে দিলেন। তখন লোকেরা আবূ বকরের পিছনে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোকগণ! এখন আর সত্য স্বপ্ন ব্যতীত নবুওয়াতের সুসংবাদ দেওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। (কেননা, আমার উপর নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে) মুসলিমগণ তা দেখবে। তোমরা সাবধান হও। আমাকে রুকূ এবং সিজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের মহত্ত্ব বর্ণনা করবে। এবং সিজদায় অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে। তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত।

তখন তার হেকমতও নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রত্যাশিত উপকারিতাও হারিয়ে যায়।

- ❖ এমনিভাবে নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে নির্ধারিত যিক্‌র উত্তম শুধু তেলাওয়াত হতে। আবার শুধু তেলাওয়াত উত্তম শুধু যিক্‌র হতে। তবে কখনো কখনো এমন অবস্থা আসে যখন বান্দার জন্য যিক্‌র অথবা দু'আ তেলাওয়াত হতে উত্তম। যেমন বান্দা তার গুনাহ নিয়ে চিন্তা করার সময় তার মধ্যে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের প্রেরণা আসে অথবা তার সামনে এমন পরিস্থিতি আসে যখন সে মানুষ কিংবা জ্বীন শয়তানের অনিষ্টকে ভয় করে এবং এমন দু'আ ও যিক্‌র করে যা তাকে হেফাযত করবে এবং ঘিরে রাখবে তখন তার জন্য তাওবাহ ইস্তেগফার ও ঐ জাতীয় যিক্‌র কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত হতে উত্তম।
- ❖ এমনিভাবে বান্দার সামনে তার এমন হাজত উপস্থিত হয় যে যদি সে দু'আ না করে তেলাওয়াত করে তবে তাতে তার একাগ্রতা আসবেনা কিন্তু দু'আ করলে দিলে একাগ্রতা আসবে। অনুনয় বিনয়, আকুতি মিনতি আসবে এমতাবস্থায় তার জন্য দু'আই উত্তম। যদিও তেলাওয়াত ও যিক্‌রের সাওয়াব দু'আ হতেও অনেক বেশি।
- ❖ এটি এমন একটি উপকারী অধ্যায় যা বুঝতে নফসের ফিকহ প্রয়োজন। এবং কোন কিছুর মৌলিক ফযীলত ও পারিপার্শ্বিক ফযীলতের মধ্যে পার্থক্যকারী জ্ঞান প্রয়োজন। তখন সে যার যে হক তাকে সে হক দিবে এবং প্রত্যেক বিষয়কে তার যথাস্থানে রাখবে।

সুতরাং চোখের এক অবস্থান, পায়ের এক অবস্থান, পানির এক অবস্থান, গোসতের এক অবস্থান। সবকিছুর স্তর ঠিক রাখাই হলো হেকমতের পূর্ণতা, আদেশ নিষেধের নেজাম। এভাবেই কোন সময়ে কাপড়ের জন্য উশনান[২৩০] ও সাবান উপকারী, কখনো ধুপ ও গোলাপের পানি উপকারী।

---

[২৩০] এক প্রকারের সুগন্ধি ঘাস।

একদা আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহকে ﵀ জিজ্ঞাসা করলাম, বান্দার জন্য কোনটি উপকারী ইস্তেগফার নাকি তাসবীহ? তিনি বলেন, কাপড় যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে সুগন্ধি ও গোলাপের পানি অধিক উপকারী। আর কাপড় যদি ময়লা যুক্ত হয় তাহলে সাবান ও গরম পানি তার জন্য অধিক উপকারী। তিনি আমাকে বলেন কাপড় যদি সব সময় ময়লা যুক্ত হয় তবে কেমন হবে?

এ অধ্যায়ে আরেকটি বিষয় হলো, সূরাতুল ইখলাস قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ এটি কুরআনুল কারীমের এক তৃতীয়াংশের সমান। এতদসত্ত্বেও এটি মিরাছের আয়াত, তালাকের আয়াত, খোলা তালাকের আয়াত, বিবাহের সংখ্যা নির্ধারণের আয়াতের সমান নয়। বরং প্রয়োজনের সময় এ সকল আয়াত সূরা ইখলাস হতে অধিক উপকারী।

যেহেতু সালাতে কেরাত, যিক্‌র, দু'আ সব কিছুই আছে আবার দাসত্ব প্রকাশের সব কিছুই আছে সেহেতু এটি শুধু তেলাওয়াত, শুধু যিক্‌র শুধু দু'আ হতে উত্তম। কেননা সালাত এ সব কিছু (কেরাত, যিক্‌র, দু'আ) ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দাসত্বকে শামিল করে।

এটা খুবই উপকারী মূলনীতি যা বান্দার জন্য আমলের স্তর জানা ও যে আমলের যে মর্যাদা তাকে সে মর্যাদা দেয়ার রাস্তা খুলে দেয়। যাতে সে উত্তম রেখে অনুত্তম আমলে ব্যস্ত না হয়। যাতে ইবলিশ লাভবান হবে। অথবা উত্তমের দিকে তাকাবে এবং তাতে ব্যস্ত হয়ে অনুত্তম আমল ছেড়ে দিবে যদিও তখন অনুত্তম আমলের সময়। ফলে এ আমলের কল্যাণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবে। তার এ ধারণার কারণে যে, উত্তম আমলে বেশি সাওয়াব, মহা প্রতিদান।

এ জন্য প্রয়োজন আমলের স্তর জানা। পার্থক্য জানা, উদ্দেশ্য জানা। প্রত্যেক আমলকে তার হক প্রদানের জ্ঞান থাকা। প্রত্যেক আমলকে তার স্তরে রাখার জ্ঞান থাকা। প্রত্যেক আমলকে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য ছেড়ে দেয়া। অথবা উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ আমলকে ছেড়ে দেয়া ঐ অনুত্তম আমলের জন্য যে আমল না করলে তার ক্ষতি পূরণ হবে না কিংবা পুনরায় ঐ আমল আর করা সম্ভব হবে না। আর উত্তম আমল ছেড়ে দিলে তার ক্ষতি পূরণ করা যাবে কিংবা তা পুনরায় তা

আবার করা যাবে। এমতাবস্থায় অনুত্তম আমলে আত্মনিয়োগ করা উত্তম। যেমন, সালামের জবাব, হাঁচির জবাব দিতে কেরাত ছেড়ে দেয়া যদিও কেরাত উত্তম। যেহেতু তার জন্য এ অনুত্তম আমল আদায় করে আবার উত্তম আমলে ফিরে আসা সম্ভব, এর বিপরীতে সে যদি কেরাত নিয়ে ব্যস্ত থাকতো তাহলে সালামের জবাব দেয়া ও হাঁচির জবাব দেয়ার উপকারিতা হারিয়ে ফেলতো। আমল সমূহের মাঝে এটাই সকল আমলের মূলনীতি।
আল্লাহ তা'আলাই উত্তম তাওফীক দাতা।

নিয়মিত ওযিফা যাতে ত্রুটি করা উচিত নয়

নিয়মিত ওজিফা দুনিয়া আখিরাতে যার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অত্যধিক। সুতরাং বান্দার জন্য এতে ত্রুটি করা উচিত নয়। এ পরিচ্ছেদে রয়েছে আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

দিনের দুই প্রান্তের যিক্‌র

দুই প্রান্ত হলো, সুবহে সাদিক ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় এবং আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا.

এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। [২৩১]

اَلْأَصِيْلُ হলো- আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়। (জাওহারী) শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَصَائِلُ وَأُصُلُ وَأُصَلَاءُ যেন তা اَصِيْلَةٌএর বহুবচন।

---

[২৩১] সূরা আহযাব : ৪১-৪২

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ .

আর সকাল-সন্ধ্যা তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা কর।[২৩২]

সুতরাং الْإِبْكَارُ হলো দিনের প্রথমাংশ আর الْعَشِيُّ হলো দিনের শেষাংশ।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ .

আর সূর্যোদয়ের পূর্বে আর সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা কর।[২৩৩]

হাদীসে বর্ণিত সকাল এবং সন্ধ্যার ব্যাখ্যা এটাই, সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তথা সুবহে সাদিকের পর ও আসরের পর।

মুসলিম শরীফে এসেছে -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ . لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক সকালে ও সন্ধ্যায় একশ' বার বলবে -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও সমস্ত প্রশংসা তারই, আখিরাতের দিবসে তার তুলনায় উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে লোক তার সমান আমল করে অথবা তার তুলনায় বেশি আমল করে।[২৩৪]

---

[২৩২] সূরা গাফির : ৫৫

[২৩৩] সূরা ক্বাফ : ৩৯

[২৩৪] মুসলিম : ২৬৯২

মুসলিম শরীফে আরো আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ . قَالَ أُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ "لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ. وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ.

আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যেত সে সময় নবী ﷺ বলতেন -

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহ তা'আলার রাজ্যও সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তারই, প্রশংসা তারই এবং তিনিই সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আমার রব!! আমি আপনার নিকট কল্যাণ চাই এ রাতের এবং পরবর্তী রাতেরও। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এ রাত্রের অনিষ্ট হতে এবং এর

পরবর্তী রাতের অনিষ্ট হতেও। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, অহঙ্কারের অশুভ পরিণতি থেকে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি হতে।

আর যখন ভোর হতো, তখন তিনি أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ এর পরিবর্তে বলতেন -

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ .

আমরা ভোরে পৌছেছি এবং আল্লাহ তা'আলার রাজ্যও ভোরে পৌছেছে।[২৩৫]

সুনান গ্রন্থ সমূহে আছে -

قَالَ "قُلْ" . قُلْتُ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ "قُلْ" : (هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বল। আমি বললাম, আমি কী বলব? তিনি বললেন, তুমি প্রতি দিন বিকালে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করবে। এ সূরাসমূহ তোমার সব ব্যাপারে যথেষ্ট হবে।[২৩৬]

তিরমিজি শরীফে আরো আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُوْلُ : إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ . وَإِذَا أَمْسٰى فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ .

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন ভোরে উপনীত হয় তখন সে যেন বলে -

---

[২৩৫] মুসলিম : ২৭২৩

[২৩৬] তিরমিজি : ৩৫৭৫, আবু দাউদ : ৫০৮২, নাসায়ী : ৫৪৪৩

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

হে আল্লাহ! তোমার হুকুমে আমরা ভোরে উপনীত হই এবং তোমার নির্দেশেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নির্দেশেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মারা যাই। তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখন যেন বলে -

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ .

হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার নির্দেশেই সকালে উপনীত হই, তোমার নির্দেশেই জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মারা যাই। আবার তোমার কাছেই পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে যেতে হবে।[২৩৭]

সহিহ বুখারীতে আছে -

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. إِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ . أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .وَإِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ.

শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার হলো -

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ. وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي. فَاغْفِرْ لِيْ. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

---

[২৩৭] তিরমিজি : ৩৩৯১

হে আল্লাহ! আপনিই আমার রব। আপনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনারই গোলাম। আর আমি আমার সাধ্য মত আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। আমি আমার কৃতগুনাহ সমূহের মন্দ ফলাফল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আমার প্রতি আপনার নেয়ামত স্বীকার করছি এবং কৃতগুনাহসমূহকে স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে মাফ করে দিন। কারণ আপনি ব্যতীত মাফ করার আর কেউ নেই।

যে লোক সন্ধ্যা বেলায় এ দু'আ পড়বে, আর এ রাতেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, সে হবে জান্নাতী। আর যে লোক সকালে এ দু'আ পড়বে, আর এ দিনেই মারা যাবে সেও তেমনি জান্নাতী হবে।[২৩৮]

তিরমিজি শরীফে আরো আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِشَيْءٍ أَقُوْلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ : قُلْ: اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه قَالَ: قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আবু বকর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছুর হুকুম দিন যা আমি সকালে ও বিকেলে উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বললেন, তুমি বল -

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ

---

[২৩৮] বুখারী : ৬৩২৩

الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

হে আল্লাহ! অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত, আকাশ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি আমার শরীরের ক্ষতি হতে এবং শয়তানের ক্ষতি ও শিরকি কার্যকালাপ হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এই দু'আ সকালে, বিকেলে ও শয্যা গ্রহণকালে পাঠ করবে।[২৩৯]

তিরমিজি শরীফে আরো আছে -

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ.

উসমান ইবনে আফফান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিদিন ভোরে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় যে কোন বান্দা এ দু'আটি তিনবার করে পাঠ করবে কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না -

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"আল্লাহ তা'আলার নামে" যার নামের বারাকাতে আকাশ ও মাটির কোন কিছুই কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"[২৪০]

তিরমিজি শরীফে আরো আছে -

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ رَضِيْتُ

---

[২৩৯] তিরমিজি : ৩৩৯২, আবু দাউদ : ৫০৬৭

[২৪০] তিরমিজি : ৩৩৮৮

بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ

সাওবান ﵁ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে -

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا .

আল্লাহ তা'আলা আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তকরণে পরিতৃপ্ত আছি, তাকে পরিতৃপ্ত করা আল্লাহ্ তা'আলার করণীয় হয়ে যায়।[২৪১]

তিরমিজি শরীফে আরো আছে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ. وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ. فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ. وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ. فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

আনাস ইবনে মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ. وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ .

হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি এবং সাক্ষী রাখি আপনাকে ও আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাদেরকে, আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে, নিশ্চয়ই আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আপনার বান্দা ও

---

[২৪১] সুনান আত তিরমিজি : ৩৩৮৯, নাকদুল কিত্তানী : ৩৩৩৪, আল-কালিমুত-তাযয়্যিব : ২৪

রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তার এক-চতুর্থাংশ দেহ জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা দু' বার বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার শরীরের অর্ধেক জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার বলবে আল্লাহ তা'আলা তার শরীরের তিন-চতুর্থাংশ এবং চারবার বললে তার সমস্ত শরীর জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।[২৪২]

সুনানে আবু দাউদ শরীফে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ. لَا شَرِيْكَ لَكَ. فَلَكَ الْحَمْدُ. وَلَكَ الشُّكْرُ. فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ يَوْمِه. وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِه.

আব্দুল্লাহ ইবনে গান্নাম আল-বায়াদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলেন -

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ. لَا شَرِيْكَ لَكَ. فَلَكَ الْحَمْدُ. وَلَكَ الشُّكْرُ .

হে আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি যে নেয়ামত পৌঁছেছে তা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই পৌঁছলো, আপনি একক, আপনার কোনো শরীক নেই, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য' - সে তার ঐ দিনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এরূপ বললো সে তার ঐ রাতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলো।[২৪৩]

সুনানে আবু দাউদ শরীফে আরো আছে -

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ يَقُوْلُ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ

---

[২৪২] সুনান আবু দাউদ : ৫০৬৯, বুখারী আদাবুল মুফরাদ : ১২০১, তিরমিজি : ৩৫০১, নাসায়ী আমালুল ইওমি ওয়াল লাইলআতি : ৯

[২৪৩] সুনানে আবু দাউদ : ৫০৭৩

ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ، حِيْنَ يُمْسِيْ، وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ، وَقَالَ عُثْمَانُ: عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

জুবায়র ইবনে মুত্বইম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার ﷺ -কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এ দু'আগুলো পড়া ছেড়ে দিতেন না -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ. اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ، وَقَالَ عُثْمَانُ: عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার দোষ ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ থেকে আমাকে নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সম্মুখ থেকে, আমার পিছন দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপর দিক থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার মর্যাদার ওয়াসিলায় মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।[২৪৪]

---

[২৪৪] সুনানে আবু দাউদ : ৫০৭৪, নাসায়ী : ৫৫৪৪, ইবনে মাজাহ : ৩৮৭১, ইমাম ওয়াকী বলেন, এর অর্থ ভূমিকম্প। (তাফসীরে ওয়াকী)

হযরত ত্বলক ইবনে হাবিব ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদার কাছে এসে বললো হে আবু দারদা তোমার ঘর পুড়ে গেছে তিনি বললেন, না পুড়ে যায় নি, আল্লাহ তা'আলা এমনটি করবেননা। এমন কিছু কালিমার ওসিলায় যা আমি রাসূল ﷺ হতে শুনেছি। যে এ কালিমা দিনের শুরুতে বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করবে না। আর যে দিনের শেষে বলবে সকাল পর্যন্ত তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করবে না। তা হলো -

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا. وَأُحْصِىْ كُلَّ شَيْئٍ عَدَدًا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِه. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার উপর ভরসা করেছি। আপনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ্ তা'আলা যা চান, তাই হয়। যা তিনি চান না, তা হয় না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার কোন শক্তি নেই। আমি অবগত আছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকে ঘিরে আছেন। (প্রত্যেক জিনিষের সংখ্যা তিনি অবগত আছেন।) হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আমার নফসের ও (শয়তানের অকল্যাণ এবং শিরক থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।) হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রত্যেক ঐ বিচরণকারী প্রাণীর অনিষ্ট হতে, তুমি যার কপাল ধরে আছ। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সঠিক পথের উপর রয়েছেন।

ঘুমের যিক্‌রসমূহ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِه قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

হুযায়ফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ঘুমাতে চাইতেন, তখন বলতেন -

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا .

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনায় নামেই মরি এবং জীবিত হই। আর তিনি যখন ঘুম থেকে সজাগ হতেন তখন বলতেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

আল্লাহ তা'আলারই যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) ওফাত দেওয়ার পর আবার নতুন জীবন দান করেছেন। আর অবশেষে তারই কাছে আমাদের পুনরুত্থান হবে।[২৪৫]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِه كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" وَ"قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" وَ"قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِه وَوَجْهِه وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

আম্মাজান আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে রাসূল ﷺ শয্যা গ্রহণকালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত

---

[২৪৫] বুখারী : ৬৩২৪, ২৭১১

একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার করে এরূপ করতেন।[২৪৬]

সহীহ বুখারীতে আছে, আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত হেফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলা ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতে সে আসলো এবং এসে আঞ্জলা ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। তৃতীয় রাতেও আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক।[২৪৭]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ

---

[২৪৬] বুখারী : ৫০১৭, ৫৭৪৮, মুসলিম : ২১৯২

[২৪৭] বুখারী : ২৩১১, ৩২৭৫, ৫০১০

سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

আবু মাসউদ আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট।[২৪৮]

অর্থাৎ এটি তার জন্য প্রত্যেক ক্ষতিকর বিষয় হতে যথেষ্ট হবে।

কতক বলেন, এর অর্থ এটি তার জন্য রাতের সালাত তথা তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট হবে, তবে এটি সঠিক নয়।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ বলেন, আমি বুদ্ধিমান কাউকে সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত না পড়ে ঘুমাতে দেখিনি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ . فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ .

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায় তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানটি ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার উপর তার অবর্তমানে কষ্টদায়ক কোন কিছু রয়েছে কিনা। তারপর পড়বে -

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ .

---

[২৪৮] বুখারী : ৫০৪০, ৪০০৮, মুসলিম : ৮০৮, ৮০৭

হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠাবো। যদি আপনি ইতিমধ্যে আমার জান কবয করে নেন, তাহলে তার উপর দয়া করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হেফাযত করবেন! যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হেফাযত করে থাকেন।

আর ঘুম হতে জেগে উঠে সে যেন বলে -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهٖ .

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমার দেহকে হেফাযত করেছেন এবং আমার জান আবার আমাকে ফেরত দিয়েছেন এবং তাকে স্মরণ করারও অনুমতি (তাওফীক) দান করেছেন"।[২৪৯]

হযরত আলী ﷺ এর হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ এর নিকট তাঁর কন্যা ফাতিমা যখন খাদেম চাইলেন এবং চাক্কি ঘুরাতে গিয়ে তার হাতে ব্যথার অভিযোগ করলেন। তখন তিনি তার কন্যা ফাতিমা ও আলীকে শিক্ষা দিলেন, তারা যেন শয্যাগ্রহণের সময় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহা-নাল্লা-হ' এবং ৩৩ বার আল হামদুলিল্লা-হ' পড়ে। আর বললেন, এটি তোমাদের জন্যে খাদিমের চেয়ে উত্তম।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এ কালিমা সমূহের প্রতি যত্নবান হবে তাকে ব্যস্ততা ও অন্য কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে না।

সুনান আবু দাউদে আছে -

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

---

[২৪৯] বুখারী : ৬৩২০, মুসলিম : ২৮১৪, তিরমিজি : ৩৪০১

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান ﷺ হতে বর্ণিত আছে। যখন নবী ﷺ ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, সে সময় তিনি নিজের (ডান) হাত মাথার নিচে রেখে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে একত্রিত করবে অথবা পুনজীবিত করবে সেদিন আমাকে তোমার আযাব হতে হিফাযতে রেখ। এভাবে তিনবার বলতেন।[২৫০]

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِه قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهٗ وَلَا مُئْوِيَ .

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করতেন তখন তিনি বলতেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهٗ وَلَا مُئْوِيَ .

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের আহার দিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, তিনি আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এমন অনেক আছে যাদের জন্য কোন পৃষ্ঠপোষক নেই, আশ্রয় দাতাও নেই।[২৫১]

সহীহ মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهٗ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهٗ قَالَ : اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا. لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا .اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ .

---

[২৫০] তিরমিজি : ৩৩৯৮

[২৫১] মুসলিম : ২৭১৫

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এক লোককে আদেশ করলেন, যখন শয্যাগ্রহণ করবে তখন বলবে -

اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

হে আল্লাহ! আপনি আমার জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই তাকে (আমার জীবনকে) মৃত্যুদান করেন। আপনার কাছে (নফসের) জীবন ও মরণ। যদি আপনি একে জীবিত রাখেন তাহলে আপনি এর হিফাযত করুন। আর যদি আপনি এর মৃত্যু দান করেন তাহলে একে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করছি।

হযরত উমর ﷺ বলেন, আমি এ কথাগুলো রাসূল ﷺ হতে শুনেছি।[২৫২]

তিরমিজি শরীফে আছে -

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِيْ إِلٰى فِرَاشِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا.

হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন লোক (শোয়ার জন্য) বিছানায় গিয়ে তিনবার বলে -

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমার আবেদন করি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, এবং তার নিকট তাওবা করি", আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমতুল্য হয়ে থাকে, যদিও তা গাছের পাতার

---

[২৫২] মুসলিম : ২৭১২

মত অসংখ্য হয়, যদিও তা টিলার বালিরাশির সমান হয়, যদিও তা দুনিয়ার দিনসমূহের সমসংখ্যক হয়।[২৫৩]

সহীহ মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ سُهَيْلٍ ﷺ قَالَ كَانَ أَبُوْ صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِه. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ . وَكَانَ يَرْوِيْ ذٰلِكَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সুহায়ল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালিহ আমাদেরকে আদেশ করতেন, যখন আমাদের কেউ ঘুমাতে যায় সে যেন ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শয্যাগ্রহণ করে। এরপর যেন বলে -

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِه. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ .

---

[২৫৩] তিরমিজি : ৩৩৯৭

হে আল্লাহ! আপনি আকাশমন্ডলী, জমিন ও মহান আরশের রব। আমাদের রব ও সব কিছুর পালনকর্তা। আপনি শস্য ও বীজের সৃষ্টিকর্তা, আপনি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনের অবতীর্ণকারী। আমি আপনার নিকট সকল বিষয়ের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। আপনিই একমাত্র সব বিষয়ের পরিচর্যাকারী। হে আল্লাহ! আপনিই শুরু, আপনার আগে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনিই প্রকাশ, আপনার উর্ধ্বে কেউ নেই। আপনিই বাতিন, আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণকে আদায় করে দিন এবং অভাব থেকে আমাদেরকে সচ্ছলতা দিন।

হযরত আবু সালিহ নবী ﷺ হতে আবু হুরায়রা ﷺ এর সূত্রেও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করতেন।[২৫৪]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.

হযরত বারা ইবনে আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের অযুর মতো অযু করে নেবে। তারপর ডান পার্শ্বে শুয়ে বলবে -

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ

---

[২৫৪] সহীহ মুসলিম : ২৭১৩

إِلَيْكَ. رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

হে আল্লাহ্! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম, আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ্! আমি ঈমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।

তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ফিতরাতে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলো তোমার শেষ কথা বনিয়ে নাও।[২৫৫]

ঘুম থেকে জেগে উঠার যিক্‌রসমূহ

ইমাম বুখারী ﵀ তাঁর সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন -

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ دَعَا. اُسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে পড়ে -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

---

[২৫৫] বুখারী : ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩১৫, মুসলিম : ২৭১০

قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা মহান, গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত।' অতঃপর বলে, "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন।" বা (অন্য কোন) দু'আ করে, তাঁর দু'আ কবুল করা হয়। অতঃপর অযূ করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাত কবুল করা হয়।[২৫৬]

তিরমিজি শরীফে আছে -

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهٖ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ.

হযরত আবু উমামা আল-বাহিলী ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ঘুমানোর উদ্দেশ্যে পবিত্র অবস্থায় বিছানায় যায় এবং ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতে থাকে, সে পার্শ্ব পরিবর্তন করার আগেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ হতে যা কিছু প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিঃসন্দেহে তা দান করবেন।[২৫৭]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

---

[২৫৬] বুখারী : ১১৫৪

[২৫৭] তিরমিজি শরীফ : ৩৫২৬, তা'লীকুর রাগীব : ১/২০৭, মিশকাত : ১২৫০, আল-কালিমুত তাযয়্যিব তাহকীক ছানী : ৪৩/২৯, ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৭২১

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ. وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا. وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ. وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

হযরত আয়েশা ﵂ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সজাগ হলে বলতেন -

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ. وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا. وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ. وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার গুনাহের ক্ষমা ও রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমার ইলম বাড়িয়ে দিন এবং হেদায়েত দানের পর আমার অন্তরকে বাঁকা করবেন না এবং আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহা দানকারী।[২৫৮]

ঘুমের মধ্যে ভয় বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলে যিক্‌রসমূহ

ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেন,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَخْزُوْمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا

---

[২৫৮] আবু দাউদ : ৫০৬১, মিশকাত : ১২১৪, ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৮৬৫

أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

সুলাইমান ইবনে বুরাইদা ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-মাখযুমী ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুশ্চিন্তার কারণে রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ কর তখন বল -

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

"হে আল্লাহ! সাত আকাশের প্রতিপালক এবং যা কিছুর উপর তা ছায়া বিস্তার করেছে, সাত জমিনের প্রতিপালক এবং যা কিছু তা উত্থাপন করেছেন, আর শয়তানদের প্রতিপালক এবং এরা যাদেরকে বিপথগামী করেছে। তুমি আমাকে তোমার সকল সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্য আমার প্রতিবেশী হয়ে যাও, যাতে সেগুলোর কোনটি আমার উপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে অথবা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে। সম্মানিত তোমার প্রতিবেশী, সুমহান তোমার প্রশংসা। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই"।[২৫৯]

সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিজিতে আছে -

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا

---

[২৫৯] তিরমিজি : ৩৫২৩, আল-কালিমুত তাইয়্যিব : ৪৭/৩৩, মিশকাত : ২৪১১

فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِيْ عُنُقِهِ.

হযরত আমর ইবনে শু'আইব ﷺ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন বলে -

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

আমি আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা আশ্রয় চাই তার ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তার বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা হতে এবং আমার নিকট যারা হাযির হয় সেগুলো হতে। তাহলে সেগুলো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ তার সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের উক্ত দুআ শিখিয়ে দিতেন এবং উক্ত দুআ কাগজের টুকরায় লিখে তার নাবালেগ সন্তানদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।[২৬০]

ভালো অথবা খারাপ স্বপ্ন দেখার পরের যিক্‌রসমূহ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

---

[২৬০] তিরমিজি : ৩৫২৮, আবু দাউদ : ৩৮৯৩, নাসায়ী আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৭৬৫, ৭৬৬

হযরত আবু ক্বাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়, আর মন্দ স্বপ্ন হয় শয়তানের তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে খারাপ লাগে, তা হলে সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন সে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর ক্ষতি থেকে আশ্রয় চায়। কেননা, তা হলে এটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[২৬১]

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ﷺ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

হযরত আবু সালামাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিত। তিনি বলেন, পরে আমি আবু কাতাদাহ ﷺ এর সঙ্গে দেখা করলাম (এবং আমার সমস্যার ব্যাপারটি তাকে বললাম)। তখন তিনি বললেন, আমিও এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনলাম, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে পছন্দ করে তাহলে তা তার ঘনিষ্ঠ লোক ব্যতীত অন্য কারো নিকট যেন প্রকাশ না করে। আর যখন এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে অপছন্দ করে তাহলে সে যেন তার বামপাশে তিন (বার) থুথু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয়

---

[২৬১] বুখারী : ৫৭৪৭, ৬৯৮৪, ৬৯৮৬

প্রার্থনা করে ও কাউকে তা না বলে। কারণ (এভাবে করলে) সে স্বপ্ন তার কোন অকল্যাণ হবে না।[২৬২]

সহীহ মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ .

হযরত জাবির ﷺ এর সনদে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না তখন সে যেন তার বামপাশে তিনবার থুথু ফেলে এবং শয়তান (এর অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর সে যে পাশে ঘুমন্ত ছিল তা হতে যেন বিপরীত পাশে ঘুমায়।[২৬৩]

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট স্বপ্নের কথা বললে তিনি বলেন, তুমি ভালো দেখেছ এবং ভালো হবে।[২৬৪]

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ বলেন -

خَيْرٌ تَلَقَّاهُ، وَشَرٌّ تَوَقَّاهُ، وَخَيْرٌ لَنَا، وَشَرٌّ لِأَعْدَائِنَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তুমি কল্যাণ লাভ করবে, অকল্যাণ হতে বেঁচে থাকবে, আমাদের জন্য কল্যাণকর, আমাদের দুশমনদের জন্য ক্ষতিকর, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য।[২৬৫]

---

[২৬২] মুসলিম : ২২৬১

[২৬৩] মুসলিম : ২২৬২

[২৬৪] ইবনুস সুন্নি আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ ৭৭৫, নাতায়েজুল আফকার : ৩/১৩০

[২৬৫] গারিবুল হাদীস : ১/ ৪৭৯-৪৮০, আল কাবির তবারানী : ৮/৩০২, মারেফাতুস সাহাবাহ : ৩/১৫৪১, দালাইলুল নবুয়্যাহ বায়হাকী : ৭/৩৬-৩৭

ঘর হতে বের হওয়ার যিক্‌রসমূহ

সুনান গ্রন্থ সমূহে এসেছে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে -

فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। সুতরাং শয়তান তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে? যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে।[২৬৬]

মুসনাদে আহমদে দু'আটি এভাবে এসেছে -

بِسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ واعْتَصَمْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

সুনান গ্রন্থ সমূহে আরো এসেছে -

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَه إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

---

[২৬৬] আবু দাউদ : ৫০৯৫, তিরমিজি : ৩৪২৬, নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৮৯, তাবারানী

হযরত উম্মে সালামাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, তখন আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ. أَوْ أُضَلَّ. أَوْ أَزِلَّ. أَوْ أُزَلَّ. أَوْ أَظْلِمَ. أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ. أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পথভ্রষ্ট হওয়া বা পথভ্রষ্ট করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, উৎপীড়ন করা বা উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[২৬৭]

ঘরে প্রবেশের দু'আ

মুসলিম শরীফে এসেছে -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵂ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِه وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِه قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِه قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﵂ হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান হতাশ হয়ে তার সঙ্গীদের বলে, তোমাদের এখানে রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার স্থান পেয়ে গেলে। আর যখন সে খাবারের সময়

---

[২৬৭] তিরমিজি : ৩৪২৭, আবু দাউদ : ৫০৯৪, নাসায়ী : ৫৫০১, নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৭৬, ইবনু মাজাহ : ৩৮৮৪, আহমদ : ৮/৬১৬

আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ না করে, তখন সে (শয়তান) বলে, তোমাদের নিশি যাপন ও রাতের খাওয়ার আয়োজন হলো।[২৬৮]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

হযরত আবু মালিক আল-আশ'আরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কেউ নিজ ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। আপনার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করি। অতঃপর সে যেন তার পরিবারের লোকদের সালাম দেয়।[২৬৯]

সুনানে তিরমিজিতে আছে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে।[২৭০]

---

[২৬৮] মুসলিম : ২০১৮

[২৬৯] আবু দাউদ : ৫০৯৬

[২৭০] তিরমিজি : ২৬৯৮

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

হযরত আবু উসায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলবে -

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

হে আল্লাহ! তুমি তোমার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন বের হয়ে যাবে, তখন বলবে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।[২৭১]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ এর মাধ্যমে নবী ﷺ হতে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন -

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

---

[২৭১] মুসলিম : ৭১৩

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অতীব মর্যাদা ও চিরন্তন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে।
উক্ববাহ্ ﷺ বললেন, কেউ এ দু'আ পাঠ করলে শয়তান বলে, এ লোকটি আমার (অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা) থেকে সারা দিনের জন্য বেঁচে গেল।[২৭২]

আজানের যিক্‌রসমূহ

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে -

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়ায্‌যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।[২৭৩]
সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনো, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ

---

[২৭২] আবু দাউদ : ৪৬৬
[২৭৩] বুখারী : ৬১১, মুসলিম : ৩৮৩

পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে উসীলা প্রার্থনা কর। কেননা, উসীলা জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার জন্যে উসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[২৭৪]

সহীহ মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اَللهُ أَكْبَرُ . اَللهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللهُ أَكْبَرُ . اَللهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ . قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ . ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ . ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ . ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ . اَللهُ أَكْبَرُ . قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ . اَللهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুয়াজ্জিন যখন اَللهُ أَكْبَرُ . اَللهُ أَكْبَرُ বলে তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার জবাবে বলে, اَللهُ أَكْبَرُ . اَللهُ أَكْبَرُ। যখন মুয়াজ্জিন বলে أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর জবাবে সেও বলে, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ। অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে,

---

[২৭৪] মুসলিম : ৩৮৪

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ এর জবাবে সে বলে, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ । অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এর জবাবে সে বলে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ। অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর জবাবে সে বলে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ। অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ এর জবাবে সে বলে, . اَللهُ أَكْبَرُ। অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর জবাবে সে বলে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ। আযানের এ জবাব দেয়ার কারণে সে বেহেশতে যাবে।[২৭৫]

সহীহ বুখারীতে আছে -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে -

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

হে আল্লাহ্-এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ -কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি

---

[২৭৫] মুসলিম : ৩৮৫

করেছেন,-কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।[২৭৬]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াজ্জিন তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুয়াজ্জিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর নিকট) দু'আ করবে। তখন তোমাকে তা-ই দেয়া হবে।[২৭৭]

তিরমিজি শরীফে আছে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ . قَالُوْا فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : سَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আযান ও ইকামতের মাঝের সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সময়ে আমরা কি বলব? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর।[২৭৮]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

---

[২৭৬] সহীহ বুখারী : ৬১৪, ৪৭১৯

[২৭৭] আবু দাউদ : ৫২৪, আহমাদ : ২/১৭২, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' : ১/১৪০, নাসায়ী 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' : ৪, ইবনু হিব্বান : ২৯৫, মিশকাত : ৬৭৩ এবং মুনযিরীর 'আত তারগীব' : ১/১৮৭

[২৭৮] তিরমিজি : ৩৫৯৪, আল-কালিমুত তাইয়্যিব : ৪৭/৫১, ইরওয়াহ : ১/২৬২, নাকদুত তাজ : ৯৫, তা'লীকুর রাগীব : ১/১১৫, সহীহ আবূ দাউদ : ৫২১

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ، الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

হযরত সাহল ইবনে সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু' সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না অথবা খুব কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযানের সময়ের দু'আ এবং যখন একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে।[২৭৯]

সুনানে আবু দাউদে আরো আছে -

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا.

নবী ﷺ-এর কোন সাহাবী সূত্রে বর্ণিত। বিলাল ﷺ ইক্বামাত দিলেন। তিনি قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বললে নবী ﷺ বললেন, أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا।[২৮০]

সুতরাং আযানের পাঁচটি সুন্নাত,

- ❖ আযানের জবাব দেয়া।
- ❖ তাশাহহুদের সময় رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا বলা।
- ❖ আল্লাহ তা'আলার কাছে রাসূল ﷺ-এর জন্য উসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রার্থনা করা।
- ❖ রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ শরীফ পড়া।
- ❖ নিজের জন্য পছন্দমতো দু'আ করা।

---

[২৭৯] আবু দাউদ : ২৫৪০

[২৮০] আবু দাউদ : ৫২৮, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' : ১/৪১১, নাসায়ী 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ : ১০৩, ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ১০৫

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا . غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুয়াজ্জিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি বলে -

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا .

তার গুনাহ মাফ করা হবে।[২৮১]

সালাত শুরুর দু'আ

বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً. قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً . فَقُلْتُ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ : أَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা

---

[২৮১] মুসলিম : ৩৮৬

আপনার উপর কুরবান হোক, তাকবীর ও কেরাতের মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন?

তিনি বললেন, এ সময় আমি বলি -

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ আমার গোনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।[২৮২]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلَاةً. قَالَ عَمْرٌو لَا أَدْرِيْ أَيَّ صَلَاةٍ هِيَ فَقَالَ : اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا. وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا . ثَلَاثًا . أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ. قَالَ نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوْتَةُ.

ইবনে জুবায়ির ইবনে মুত্বঈম ﷺ হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন এক সালাত আদায় করতে দেখেছেন। বর্ণনাকারী আমর বলেন, সেটা কোন সালাত ছিল (ফরয

---

[২৮২] বুখারী : ৭৪৪, মুসলিম : ৫৯৮, আহমাদ : ৭১৬৭

না নফল) তা আমার জানা নেই। তিনি (সালাত আদায়কালে) বলেছেন -

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا. وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

তিনবার বলেছেন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِه وَنَفْثِه وَهَمْزِه.

বর্ণনাকারী (আমর ইবনে মুররাহ) বলেন, نَفْخِه হচ্ছে শয়তানের কবিতা, نَفْثِه হচ্ছে শয়তানের অহঙ্কার এবং هَمْزِه হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা।[২৮৩]

সুনানে তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহতে আছে -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

আম্মাজান আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন -

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.[২৮৪]

মুসলিম শরীফে আছে -

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

[২৮৩] আবু দাউদ : ৭৬৪,৭৬৫, মিশকাত : ৮১৭, ইরওয়া : ৩৪২, ইবনু মাজাহ : ৮০৭, তায়ালিসি : ৯৪৭, ইবনু জারুদ : ৯৬, আহমাদ : ৪/৮৫, ত্বাবারানী 'কাবীর' এবং ইবনু হাযম 'মুহাল্লা : ৩/২৪৮

[২৮৪] তিরমিজি : ২৪২, ২৪৩, ইবনু মাজাহ : ৮০৪, ৮০৬, আবু দাউদ : ৭৭৫, নাসায়ী : ৮৯৮, ইবনু খুজায়মা : ১/২৩৯-২৪০

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّه فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ . ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন এ বলে শুরু করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا

شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّه فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখ সে মহান সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিলাম যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সারা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। তার কোন শারীক নেই। আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম বাদশাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রতিপালক, আর আমি তোমার বান্দা। আমি নিজে আমার প্রতি যুলুম করেছি। আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সব পাপ ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে সর্বোত্তম আখলাক বা নৈতিকতার পথ দেখাও। তুমি ছাড়া এ পথ আর কেউ দেখাতে সক্ষম নয়। আর আখলাক বা নৈতিকতার মন্দ দিকগুলো আমার থেকে দূরে রাখ। তুমি ছাড়া আর কেউ মন্দগুলোকে দূরে রাখতে সক্ষম নয়। আমি তোমার সামনে হাজির আছি, তোমার আনুগত্য করতে প্রস্তুত আছি। সব রকম কল্যাণের মালিক তুমিই। অকল্যাণের দায়–দায়িত্ব তোমার নয়। আমার সব কামনা-বাসনা তোমার কাছেই কাম্য। আমার শক্তিসামর্থ্যও তোমারই দেয়া। তুমি কল্যাণময়, তুমি মহান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই তওবা করছি।

আর রুকু করার সময় বলতেন -

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ.

হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করলাম। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড় এবং সব স্নায়ুতন্ত্রী তোমার কাছে নত ও বশীভূত হল।

আর রুকু থেকে উঠে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। আসমান ভর্তি প্রশংসা একমাত্র তোমারই প্রাপ্য।

আর যখন সাজদায় যেতেন তখন বলতেন -

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

হে আল্লাহ! তোমারই উদ্দেশ্যে আমি সিজদা করলাম। তোমারই প্রতি আমি ঈমান পোষণ করেছি। তোমারই উদ্দেশ্যে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আমার মুখমন্ডল সে মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সিজদা করল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন আর কান ও চোখ ফুটিয়ে শোনা ও দেখার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। মহা কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা, তিনি কতই না উত্তম সৃষ্টিকারী।

অতঃপর সবশেষে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বলতেন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বের ও পরের, গোপনে এবং প্রকাশ্যে কৃত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আর যে সব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি তাও ক্ষমা করে দাও। আমার কৃত যেসব পাপ সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে বেশি জান তাও ক্ষমা করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অন্ত, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[২৮৫]

সহীহ মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، اِفْتَتَحَ صَلَاتَهُ . اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رضي الله عنها কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী ﷺ রাতের বেলা যখন সালাত আদায় করতেন তখন কীভাবে তার সালাত শুরু করতেন? জবাবে আয়েশা رضي الله عنها বললেন, রাতে যখন তিনি ﷺ সালাত আদায় করতে উঠতেন তখন এ দু'আটি পড়ে সালাত শুরু করতেন -

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .

---

[২৮৫] মুসলিম : ৭৭১

হে আল্লাহ! জিবরীল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সেগুলোর ফায়সালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল-সহজ পথ দেখিয়ে থাকো।[২৮৬]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য যখন দাঁড়াতেন, তখন দু'আ পড়তেন -

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ

---

[২৮৬] মুসলিম : ৭৭০

الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান জমিন ও এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নেয়ামক এবং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আসমান জমিন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর কর্তৃত্ব আপনারই। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান জমিনের নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আকাশ ও জমিনের মালিক, আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনিই চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য; আপনার সাক্ষাৎ সত্য; আপনার বাণী সত্য; জান্নাত সত্য; জাহান্নাম সত্য; নবীগণ সত্য; মুহাম্মাদ ﷺ সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকটই আমি আত্মসমর্পণ করলাম; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজু করলাম; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত সত্য প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই, অথবা (অপর বর্ণনায়) আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন সত্য মা'বূদ নেই।[২৮৭]

---

[২৮৭] বুখারী : ১১২০, ৬৩১৭, ৭৩৮৫, মুসলিম : ৭৬৯

রুকু সেজদায়, রুকু সেজদার মাঝে ও দুই সেজদার মাঝে যিক্‌রসমূহ

সুনানে আরবায়াতে (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ) আছে -

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ". وَفِيْ سُجُوْدِهِ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى". وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

হযরত হুযায়ফা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছেন। তিনি রুকু'তে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াতকালে তিনি কোন রহমতের আয়াতে পৌঁছলে সেখানে থেমে রহমতের দু'আ করতেন এবং কোন আযাবের আয়াত তিলাওয়াতকালে সেখানে থেমে আযাব থেকে পরিত্রান চাইতেন।[২৮৮]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

আম্মাজান আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রুকু ও সিজদায় এ দু'আ পড়তেন -

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

---

[২৮৮] মুসলিম (অধ্যায় : মুসাফিরের সালাত), তিরমিযী (অধ্যায় : সালাত, অনুঃ রুকু সাজদার তাসবীহ, হা : ২৬২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, ইবনু মাজাহ (অধ্যায় : সালাত ক্বায়িম, অনু : দু' সিজদার মাঝে কি বলবে, হা : ৮৯৭), দারিমী (অধ্যায় : সালাত, অনু : রুকুতে কি বলতে হয়, হা : ১৩০৬), নাসায়ী (অধ্যায় : সালাত আরম্ভ, হা : ১০০৭), আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, হা : ৫৪৩।

হে আমাদের রব আল্লাহ্! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[২৮৯]

সহীহ মুসলিমে আরো আছে -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوعِهِ وَسُجُوْدِهِ: سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ .

আম্মাজান আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু ও সেজদায় এ দু'আ পড়তেন -

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

সমস্ত ফেরেশতা ও জিবরীল عليه السلام এর প্রতিপালক অত্যন্ত পাক-পবিত্র"।[২৯০]

সুনানু আবু দাউদে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে পাঠ করেন।

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ .

আমি পবিত্রতা ঘোষণা করছি ঐ সত্তার, যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী।[২৯১]

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

---

[২৮৯] বুখারী : ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৭, ৪৯৬৮, মুসলিম : ৪৮৪

[২৯০] মুসলিম : ৪৮৭

[২৯১] আবু দাউদ : ৮৭৩, মুসনাদে আহমাদ : ২৪০২৬, তিরমিযী'র "শামায়িল" : ২৯৮।

হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন -

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

আমাদের প্রতিপালক তুমি আসমান-জমিন সম পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী, অতঃপর তুমি যা চাও তাও পূর্ণ করে প্রশংসা। তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। তোমার প্রশংসায় বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার চাইতে বেশি হকদার। আমরা সবাই তোমার বান্দা; হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং তুমি যা দেয়া বন্ধ করো, তা দান করার শক্তি কারো নেই। ধনবানের ধন তোমার সামনে কোন কাজে আসে না।[২৯২]

সহীহ বুখারীতে আছে -

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ أَنَا! قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا. أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

রিফা'আহ ইবনে রাফি' যুরাকী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন পিছন হতে এক সাহাবা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا

---

[২৯২] মুসলিম : ৪৭৭

فِيْهِ বললেন। সালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি দেখলাম ত্রিশ জনের অধিক মালাইকাহ এর সওয়াব কে পূর্বে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।[২৯৩]

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ.

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দা সিজদারত অবস্থা-ই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম অবস্থা। অতএব তোমরা (তখন) অধিক পরিমাণে দু'আ পড়ো।[২৯৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ".

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় গিয়ে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

হে আল্লাহ! আমার সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। কম এবং বেশি, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয়।[২৯৫]

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ

---

[২৯৩] বুখারী : ৭৯৯
[২৯৪] মুসলিম : ৪৮২
[২৯৫] মুসলিম : ৪৮৩

مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

আম্মাজান আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিছানায় পেলাম না। আমি তাকে খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তার উভয় পায়ের তালুতে গিয়ে ঠেকল। তিনি সাজদায় ছিলেন এবং তার পা দু'টো দাঁড় করানো ছিল। এ অবস্থায় তিনি বলেছেন -

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার শাস্তি থেকে তোমার শান্তি ও স্বস্তির আশ্রয় চাই। আমি তোমার নিকট তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার প্রশংসার হিসাব করা আমার

সম্ভব না। তুমি নিজে তোমার যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করেছ, তুমি ঠিক তদ্রুপ।[২৯৬]

সুনান আবু দাউদ ও তিরমিজিতে আছে -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ .

হযরত ইবনে আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ .

---

[২৯৬] মুসলিম : ৪৮৬

হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমর প্রতি দয়া করুন, আমাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন, আমকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাকে রিযক দান করুন।[২৯৭]

সুনান আবু দাউদে আছে, রাসূল ﷺ দুই সেজদার মাঝে বলতেন -

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।[২৯৮]

সালাতের মধ্যে ও তাশাহহুদের পরের যিক্‌রসমূহ

বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ্! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবন ও মরণের ফিতনা হতে এবং মাসীহ্ দাজ্জাল এর ফিতনা হতে।[২৯৯]

---

[২৯৭] তিরমিজি : ২৮৪,২৮৫

[২৯৮] আবু দাউদ : ৮৭৪, নাসায়ী : ১০৬৮

[২৯৯] বুখারী : ১৩৭৭ মুসলিম : ৫৮৮, আহমাদ : ৯৪৭০

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

নবী ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতে এ বলে দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব হতে, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে। হে আল্লাহ্! গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ততা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।[৩০০]

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ. قَالَ: قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

[৩০০] বুখারী: ৮৩৩, ২৩৯৭, ৬৩৬৮, ৬৩৭৫, ৬৩৭৬, ৬৩৭৭, ৭১২৯

إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﷺ হতে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহর রাসূল এর নিকট আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৩০১]

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ

---

[৩০১] বুখারী : ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮

إِلَّا أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّه فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ . ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন এ বলে শুরু করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ

إِلَّا أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّه فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখ সে মহান সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিলাম যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। তার কোন শরীক নেই। আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম বাদশাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রতিপালক, আর আমি তোমার বান্দা। আমি নিজে আমার প্রতি যুলুম করেছি। আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সব পাপ ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে সর্বোত্তম আখলাক বা নৈতিকতার পথ দেখাও। তুমি ছাড়া এ পথ আর কেউ দেখাতে সক্ষম নয়। আর আখলাক বা নৈতিকতার মন্দ দিকগুলো আমার থেকে দূরে রাখ। তুমি ছাড়া আর কেউ মন্দগুলোকে দূরে রাখতে সক্ষম নয়। আমি তোমার সামনে হাজির আছি, তোমার আনুগত্য করতে প্রস্তুত আছি। সব রকম কল্যাণের মালিক তুমিই। অকল্যাণের দায়–দায়িত্ব তোমার নয়। আমার সব কামনা-বাসনা তোমার কাছেই কাম্য। আমার শক্তিসামর্থ্যও তোমারই দেয়া। তুমি কল্যাণময়, তুমি মহান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই তওবা করছি।
আর রুকু করার সময় বলতেন -

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ

وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ.

হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করলাম। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড় এবং সব স্নায়ুতন্ত্রী তোমার কাছে নত ও বশীভূত হল।

আর রুকু থেকে উঠে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। আসমান, জমিন এবং এতদুভয় পরিপূর্ণ। ভর্তি প্রশংসা একমাত্র তোমারই প্রাপ্য আর তারপরে আপনি যত পরিমাণ চাইবেন সে পরিমাণও।

আর যখন সাজদায় যেতেন তখন বলতেন -

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

হে আল্লাহ! তোমারই উদ্দেশ্যে আমি সিজদা করলাম। তোমারই প্রতি আমি ঈমান পোষণ করেছি। তোমারই উদ্দেশ্যে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আমার মুখমন্ডল সে মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সিজদা করল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন আর কান ও চোখ ফুটিয়ে শোনা ও দেখার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। মহা কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা, তিনি কতই না উত্তম সৃষ্টিকারী।

অতঃপর সবশেষে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বলতেন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বের ও পরের, গোপনে এবং প্রকাশ্যে কৃত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আর যে সব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি তাও ক্ষমা করে দাও। আমার কৃত যেসব পাপ সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে বেশি জান তাও ক্ষমা করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অন্ত, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[৩০২]

সুনান আবু দাউদে আছে -

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ " كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ" . قَالَ أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّيْ لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ .

আবু সালিহ ﷺ হতে নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি সালাতে কি দু'আ পাঠ কর? লোকটি বলল, আমি তাশাহহুদ (তথা আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি) পাঠ করি এবং বলি -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ .

কিন্তু আমি আপনার ও মু'আযের অস্পষ্ট শব্দগুলো বুঝতে পারি না (অর্থাৎ আপনি ও মু'আয কি দু'আ পড়েন তা বুঝতে সক্ষম হই না)। নবী ﷺ বলেন, আমরাও তার আশে-পাশে ঘুরে থাকি (অর্থাৎ জান্নাত প্রার্থনা করি)।[৩০৩]

মুসনাদে আহমদ ও সুনান তিরমিজিতে আছে -

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ صَلَاتِه: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا وَأَعُوْذُ بِكَ

---

[৩০২] মুসলিম : ৭৭০

[৩০৩] আবু দাউদ : ৭৯২, ইবনু মাজাহ : ৯১০

مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাতে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি কাজে অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ়তা, তোমার দেয়া নেয়ামাতের কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার সাথে তোমার ইবাদাত করার যোগ্যতা। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি সত্যবাদী জিহবা ও বিশুদ্ধ অন্তর। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার জানা সকল মন্দ হতে এবং কামনা করি তোমার জানা সকল কল্যাণ। আমি ক্ষমা চাই তোমার জানা সর্বপ্রকারের অপকর্ম হতে। অবশ্যই তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।[৩০৪]

সুনানে নাসায়ীতে আছে, হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলতেন -

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ. اَللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ،

---

[৩০৪] আহমদ : ৫/৮৩৮, তিরমিজি : ৩৪০৭

وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

হে আল্লাহ! তোমার নিকটেই আছে গায়েবের জ্ঞান, তুমি সকল সৃষ্টি ওপর ক্ষমতাবান, তুমি যদি জান [মনে করো] আমার বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আর তুমি যদি মনে করো মৃত্যু আমার কল্যাণকর তাহলে আমার মৃত্যু ঘটাও। আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে তোমাকে ভয় করার তাওফীক চাই, আমি খুশি ও রাগের সময়ে সত্য কথা বলার তাওফীক চাই, আমি মধ্যপন্থা তথা অভাবী ও ধনীর মাঝামাঝি জীবন যাপন করতে চাই। আমি তোমার কাছে এমন নেয়ামত (অনুগ্রহ) চাই যা শেষ হয়ে যাবে না। আমি তোমার কাছে চাই এমন চক্ষু শীতলকারী (বস্তু) যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। মৃত্যুর পর আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই। আমি তোমার নিকটে মৃত্যুর পরে আরাম-আয়েশের শীতলতা চাই। আমি তোমার চেহারার দিকে দৃষ্টির প্রশান্তি স্বরূপ চেয়ে থাকতে চাই। তোমার সাথে সাক্ষাতের বাসনা কোন ভ্রান্তিকর ফিতনাহ যেন বিনষ্ট করতে না পারে আমি সেই প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত করা আর আমাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের পথের পথিক করো।[৩০৫]

---

[৩০৫] সুনান আন নাসায়ী : ১৩০৬, নাসায়ী'র সনানুল কুবরা : ১২২৮, সহীহ ইবনু হিব্বান : ৫০৯, ইমাম বায়হাকী'র "আসমা ওয়াস সিফাত" : ১২০, মুসতাদরাক হাকিম : ১/৫২৪, মুসনাদে আহমাদ : ১৮৩৫১

সালামের পরে ও সেজদার মধ্যকার যিক্‌রসমূহ

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

হযরত সাওবান ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে তিনবার ইসতিগফার করতেন এবং বলতেন -

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।[৩০৬]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

হযরত মুগীরাহ ইবনে শুবাহ ﷺ কর্তৃক আযাদকৃত ক্রীতদাস ওয়াররাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুগীরাহ বিন শুবাহ মু'আবিয়াহ ﷺ কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন -

---

[৩০৬] মুসলিম : ৫৯১

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও শরীক বিহীন। সার্বভৌম ক্ষমতা তার জন্য নির্দিষ্ট। সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও তাতে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নেই। আর যা দিতে না চাও তার দেবার শক্তিও কারো নেই। আর কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার নিকট থেকে রক্ষা করতে পারে না।[৩০৭]

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ . وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

হযরত আবু যুবায়র ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ .

---

[৩০৭] মুসলিম : ৫৯৩

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কারও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যকারও বন্দেগী করি না। তাঁরই সমস্ত নেয়ামাত, সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। যদিও তা কাফিরগণ অপছন্দ করে।

আর তিনি (ইবনে যুবায়ের) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের পরে কথাগুলো বলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন।[৩০৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের শেষে-

তেত্রিশবার আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ বা سُبْحَانَ اللهِ

তেত্রিশবার আল্লাহ তা'আলার তাহমীদ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

এবং তেত্রিশবার তাকবীর বা اَللهُ أَكْبَرُ বলবে,

আর এভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে -

---

[৩০৮] মুসলিম ৫৯৪

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও তার কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম, তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৩০৯]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَصْلَتَانِ، أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِأَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِأَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَذٰلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ؟ قَالَ: يَأْتِيْ أَحَدَكُمْ يَعْنِي الشَّيْطَانَ فِيْ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهُ، وَيَأْتِيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهَا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'টি বিষয় বা দু'টি অভ্যাসের প্রতি যে মুসলিম খেয়াল রাখবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে যাবে। অভ্যাস দু'টি সহজ কিন্তু তা আমলকারীর সংখ্যা কম। তা হলো -

---

[৩০৯] মুসলিম : ৫৯৭

(১) প্রত্যেক সালাতের পর দশবার سُبْحَانَ اللهِ দশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও দশবার اَللهُ أَكْبَرُ বলবে। মুখে (পাঁচ ওয়াক্ত) এর সংখ্যা একশ পঞ্চাশ কিন্তু মীযানে তা এক হাজার পাঁচশ

(২) যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে চৌত্রিশ বার اَللهُ أَكْبَرُ, তেত্রিশ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللهِ বলবে। তা মুখে একশ কিন্তু মীযানে এক হাজার।

আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তা হাতের আঙ্গুলে গণনা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অভ্যাস দু'টো সহজ হওয়া সত্ত্বেও এর আমলকারীর সংখ্যা কম কেন? তিনি বললেন, তোমরা বিছানায় ঘুমাতে গেলে শয়তান তোমাদের কোনো লোককে তা বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর সালাতের মধ্যে শয়তান এসে তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সে ঐগুলো বলার আগেই প্রয়োজনের দিকে চলে যায়।[৩১০]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

হযরত উক্ববাহ ইবনে আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ সূরা দুটি পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩১১]

নাসায়ী আল কাবীর গ্রন্থে আছে -

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ

---

[৩১০] আবু দাউদ : ৫০৬৫, তিরমিজি : ৩৪১০, নাসায়ী : ১৩৪৭ ইবনু মাজাহ : ৯২৬, নাসায়ী আমালুল নাহারি ওয়াল লাইলাহ : ৮১৯

[৩১১] আবু দাউদ : ১৫২৩, তিরমিযী : ২৯০৩, আহমাদ : ৪/১৫৫

صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ.

হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না।[৩১২]

মুসান্নিফ ﷺ বলেন, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর এসেছে যে তিনি বলেন, আমি কখনো সালাতের শেষে 'আয়াতুল কুরসী' ছাড়ি নাই, তবে কখনো ছাড়লেও তা ভুলে হয়েছে।

তাশাহহুদের যিক্‌র

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে -

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّيْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত তার উভয় হাতের মধ্যে নিয়ে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

---

[৩১২] নাসাঈ কুবরা : ৯৯২৮, ত্বাবারানী : ৭৫৩২, সহীহুল জামে : ৬৪৬৪

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহ তা'আলার সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।[৩১৩]

মুসলিম শরীফে আছে -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُوْلُ "اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবেই আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন -

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

---

[৩১৩] বুখারী : ৮৩১, ৮৫৩, ১২০২, ৬২৩০, ৬২৬৫, ৬৩২৮, ৭৩৮১, মুসলিম : ৪০২, আহমাদ : ৩৫৭৫

যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা, প্রাচুর্য, প্রশংসা এবং পবিত্রতা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী। আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং বারাকাত অবতীর্ণ হোক। আমাদের ও আল্লাহ তা'আলার সকল নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহ তা'আলার রাসূল।[৩১৪]

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে উল্লেখ করেন, হযরত উমর ﷺ লোকদের মিম্বারে বসে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন এভাবে -

اَلتَّحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.[৩১৫]

সালাত আদায়কারী যে তাশাহহুদই পড়ুক তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে। তবে ইমাম আহমদ ও আবু হানিফা ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণিত তাশাহহুদ পড়তে বলেন। ইমাম শাফেয়ী ﷺ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত তাশাহহুদ পড়তে বলেন। ইমাম মালেক উমর ﷺ এর বর্ণিত তাশাহহুদ পড়তে বলেন।

রাসূল ﷺ এর প্রতি সালাত

বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ: لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَأَهْدِهَا لِيْ فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ

---

[৩১৪] মুসলিম : ৪০৩

[৩১৫] (মুয়াত্তা মালিক ১/১৪৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৬৫-২৬৬, ত্বহাভী শারহুল মায়ানী ১/ ২৬১, নাসবুর রায়াহ ১/৪২২)

الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ: قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব ইবনে উজরা ﷺ আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া দেব না যা আমি নবী ﷺ হতে শুনেছি? আমি বললাম, হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর কীভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কীভাবে আপনার উপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম ﷺ এবং ইবরাহীম ﷺ-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।[৩১৬]

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا

---

[৩১৬] বুখারী : ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭ মুসলিম : ৪০৬, আহমাদ : ১৮১৫৬

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

আবু হুমাইদ সা'ঈদী ﵁ হতে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কীভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে পড়বে -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ﵇ এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ﵇ এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।[৩১৭]

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَه بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا أَنَّهٗ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

---

[৩১৭] বুখারী : ৩৩৬৯, ৬৩৬০, মুসলিম : ৪০৭, আহমাদ : ২৩৬৬১

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .
وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

হযরত আবু মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ এর বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। বাশীর ইবনে সা'দ ﷺ তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর দরূদ পাঠ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কীভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা আফসোস করে বললাম, সে যদি তাকে এ প্রশ্ন না করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বল -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তার পরিবার পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেন যেভাবে তুমি ইবরাহীম ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজনকে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান করেন যেভাবে তুমি ইবরাহীম ﷺ এর পরিবার-পরিজনকে দুনিয়া ও আখিরাতে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।
আর সালাম দেয়ার নিয়ম যা আপনারা ইতিপূর্বে জেনেছেন।[৩১৮]
সুনানে ইবনে মাজাহতে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ . قَالَ:

---

[৩১৮] সহীহ মুসলিম : ৪০৫

فَقَالُوْا لَهُ فَعَلِّمْنَا . قَالَ قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ. اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দরূদ পেশ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দরূদ পেশ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, নিশ্চয় তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। রাবী বলেন, সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তোমরা বলো-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ. اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল, প্রেরিত রাসূলগণের নেতা, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নবী, কল্যাণের উৎস, কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী ও দয়ার নবী মুহাম্মাদের উপর আপনার রহমত, আপনার দয়া ও আপনার প্রাচুর্য নাযিল করুন। হে আল্লাহ্! তাঁকে সেই সুপ্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিন, যার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ ঈর্ষান্বিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।[৩১৯]

ইস্তেখারার দু'আ

সহীহ বুখারীতে আছে -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ

---

[৩১৯] ইবনে মাজাহ : ৯০৬, বায়হাকী আদ দাওয়াত : ১/১১৯

عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِه فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ.

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের সব কাজে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরজ নয় এমন দু'রাক'আত সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়ে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِه فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِه فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ.

প্রভু হে! আমি তোমার জ্ঞানের ওয়াসিলাতে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি; তোমার কুদরতের ওয়াসিলায় শক্তি চাচ্ছি আর তোমার অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান আর আমি দুর্বল। তুমিই জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং তুমিই সর্বজ্ঞ। প্রভু হে! তুমি যদি মনে কর যে, এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দাও এবং তার প্রাপ্তি আমার জন্য সহজতর করে দাও। অতঃপর তুমি তাতে বারাকাত দাও। আর যদি তুমি মনে কর এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় ইহকালে ও পরকালে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে শীঘ্রই কিংবা বিলম্বে

তাহলে তুমি তাকে আমা হতে দূর করে দাও এবং আমাকে তা হতে দূরে রাখো; অতঃপর তুমি আমার জন্য যা মঙ্গলজনক তা ব্যবস্থা কর- সেটা যেখান থেকেই হোক না কেন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করে তোল।

তিনি ইরশাদ করেন هَذَا الْأَمْرَ এর স্থলে তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।[৩২০]

মুসনাদে আহমদে আছে -

عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ.

সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যা ফায়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাতেই হল আদম সন্তানের নেকবখতী, আর আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেখারা বা কল্যাণ প্রার্থনা ত্যাগ করা হল মানুষের বদবখতী এবং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকাও হল দুর্ভাগ্য।[৩২১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি খালিকের (আল্লাহ তা'আলার) সাথে ইস্তেখারা করে, মাখলুকের সাথে পরামর্শ করে এবং নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে সে লজ্জিত হয় না।[৩২২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

এবং কাজ-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন কোন ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হও, তখন আল্লাহ তা'আলারই প্রতি ভরসা কর; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।[৩২৩]

---

[৩২০] বুখারী : ১১৬২, ৬৩৮২, ৭৩৯০
[৩২১] তিরমিজি : ২১৫১
[৩২২] আল কালিমুত তায়্যিব
[৩২৩] সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

হযরত কাতাদা ﷺ বলেন, কোন জাতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় পরামর্শ করলে তারা তাদের বিষয়ে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।

বিপদাপদ পেরেশানী ও দুঃখ যাতনার সময়ের দু'আ

বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। বিপদের সময় নবী ﷺ এ দু'আ পড়তেন -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও অশেষ ধৈর্যশীল, আরশে আযীমের প্রভু। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আসমান জমিনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।[৩২৪]

তিরমিজিতে আছে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে কঠিন কাজ হাযির হলে তিনি বলতেন -

---

[৩২৪] বুখারী : ৬৩৪৬, ৬৩৪৫, মুসলিম : ৪৮/২১, হা : ২৭৩০, আহমদ : ৩৩৫৪

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ .

হে চিরজীবি, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার রহমতের ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করি।[৩২৫]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ "سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ". وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ "يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ভয়াবহ বিপদে পড়লে আকাশের দিকে নিজ মাথা তুলে বলতেন -

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

মহান আল্লাহ খুবই পবিত্র।

আর যখন তিনি আকুতি সহকারে দু'আ করতেন তখন বলতেন -

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ .

হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী।[৩২৬]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ، اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হলো -

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার রহমতের প্রত্যাশী, আপনি আমাকে আমার নফসের হাতে সমর্পণ করবেন না এক মুহূর্তের জন্য। আর

---

[৩২৫] তিরমিজি : ৩৫২৪

[৩২৬] তিরমিজি : ৩৪৩৬

আপনি আমার সব ব্যাপার সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে দিন। আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[৩২৭]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ: اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

আসমা বিনতে উমাইস রা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিবো না, যা তুমি বিপদের সময় পাঠ করবে? তা হচ্ছে -

اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

আল্লাহ! আল্লাহ! আমার রব্ব! তাঁর সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।[৩২৮]

কোন কোন বর্ণনায় এটা সাতবার বলার কথা আছে।

তিরমিজির বর্ণনায় আছে -

عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ.

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা হতে বর্ণিত আছেত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নবী যুন-নূন ইউনুস আ মাছের পেটে থাকাকালে যে দু'আ করেছিলেন তা হলো -

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয় যালিমদের দলভুক্ত- (সূরা আম্বিয়া : ৮৭)। যে কোন মুসলিম লোক

---

[৩২৭] আবু দাউদ : ৫০০২

[৩২৮] আবু দাউদ : ১৫২৫, নাসায়ী 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ : ৬৪৭, ইবনু মাজাহ : ৩৮৮২, আহমাদ : ৬/৩৬৯

কোন বিষয়ে কখনো এ দু'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন।[৩২৯]

অন্য বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় আমি এমন এক কালিমা জানি যা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার বিপদ দূর করে দিবেন। তা হলো আমার ভাই ইউনুস ﷺ এর দু'আ।

মুসনাদে আহমদে আছে -

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَثُرَ هَمُّه فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِيْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِه نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَه فِيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهٗ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَلْهَمْتَ عِبَادَكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِه فِيْ مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجِلَاءَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ. مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ غَمَّهٗ وَأَبْدَلَهٗ فَرَجًا.

আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'ঊদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে যেন বলে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِيْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِه نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَه فِيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهٗ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَلْهَمْتَ عِبَادَكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِه فِيْ مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجِلَاءَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে।

---

[৩২৯] তিরিমিজি : ৩৫০৫, আল-কালিমুত তাইয়্যিব : ১২২/৭৯, তা'লীকু র রাগীব : ২/২৭৫, ৩/৪৩, মিশকাত তাহকীক সানী : ২২৯২

তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের ওয়াসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছো, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছো, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছো (অদৃশ্য অবস্থায় থেকে অন্তরে কথা বসিয়ে দেয়া) অথবা তুমি গায়বের পর্দায় তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছো- তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ চিন্তা-ফিকির দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো। যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন।[৩৩০]

রিযিক আনয়নকারী, কষ্ট ও সংকীর্নতা প্রতিরোধকারী যিক্‌রসমূহ

আল্লাহ তা'আলা তার নবী নুহ ﷺ সম্পর্কে বলেন -

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا.

সুতরাং বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।[৩৩১]

সুনানে আবু দাউদে আছে -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَزِمَ

---

[৩৩০] মিশকাত : ২৪৫২, সহীহ ইবনে হিব্বান : ৯৭২, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী : ১০৩৫২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব : ১২৪, সহীহ আত্ তারগীব : ১৮২২

[৩৩১] সূরা নুহ : ১০-১২

الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

ইবনে আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিয়মিত ইসতিগফার পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক বিপদ হতে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সকল দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।[৩৩২]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا.

আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে "সূরা আল ওয়াকি'আহ্" তিলাওয়াত করবে, সে কখনো অভাব অনটনে পড়বে না। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ তাঁর কন্যাদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা তিলাওয়াত করতে বলতেন।[৩৩৩]

দুশমনের মোকাবিলা ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে যিক্র

সুনান আবু দাউদে আছে -

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

আবু বুরদা ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ কোনো সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করলে বলতেন -

---

[৩৩২] আবু দাউদ : ১৫১৮, ইবনু মাজাহ : ৩৮১৯, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' : ৩/৩৫১

[৩৩৩] ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান : ২২৬৯, মিশকাত : ২১৮১

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ .

হে আল্লাহ! আমরা তাদের মোকাবিলায় তোমাকে যথেষ্ট ভাবছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।[৩৩৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ، بِكَ أَحُوْلُ، وَبِكَ أَسُوْلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ

আনাস ইবনে মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ আরম্ভের সময় বলতেন -

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ، بِكَ أَحُوْلُ، وَبِكَ أَصُوْلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

হে আল্লাহ! আপনিই আমার শক্তির উৎস ও সাহায্যকারী। আপনার সাহায্যেই আমি কৌশল অবলম্বন করি, আপনার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি।[৩৩৫]

আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুর মোকাবিলায় দু'আ করেন -

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِيْنُ.

হে বিচার দিবসের মালিক আমি শুধু তোমারই ইবাদত করি শুধু তোমারই সাহায্য চাই। এ দু'আ বলার পর আমি দেখলাম, লোকদেরকে ফেরেশতাগণ তাদের সামনে ও পিছন থেকে ধরাশায়ী করতেছে।

হযরত ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি যখন কোন সুলতান কিংবা কাউকে ভয় কর তাহলে বলো -

---

[৩৩৪] আবু দাউদ : ১৫৩৭, আহমাদ : ৪/৪১৫, সুনানে বায়হাক্বী : ৫/২৫৩, তাবরীযী মিশকাত : ২৪৪১

[৩৩৫] আবু দাউদ : ২৬৩২, তিরমিজি : ৩৫৮৪

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ.

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ধৈর্যশীল ও প্রজ্ঞাময়। সাত আসমানের রব! মহান আরশের রব! আল্লাহ তা'আলা কতইনা পবিত্র। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার আশ্রিত তো শক্তিশালী, আপনার প্রশংসা তো অতি মহান।[৩৩৬]

সহীহ বুখারীতে আছে -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ "حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ ﷺ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন -

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

দু'আটি ইবরাহীম ﷺ বলেছিলেন, যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা বিরাট সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ করেছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। এ কথা তাদের ঈমানের শক্তি বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল -

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক"।[৩৩৭]

---

[৩৩৬] ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৩৪৬

[৩৩৭] সূরা আলে ইমরান : ৩/১৭৩, বুখারী : ৪৫৬৩, ৪৫৬৪

যে সকল যিক্‌র শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী -

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ. لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِه. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَاءَ. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

তেলাওয়াত করবে শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত -

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّه وَالْمُؤْمِنُوْنَ. كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

তেলাওয়াত করবে তা তার জন্য সকল অনিষ্ট হতে যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি এ দু'আ প্রতিদিনে একশ' বার পাঠ করে -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব, তারই যাবতীয় প্রশংসা; তিনিই সব বিষয়ের উপর শক্তিধর।

সে দশজন গোলাম মুক্ত করার পুণ্য অর্জন করে, তার (আমলনামায়) একশ' নেকী লেখা হয় এবং তার হতে একশ' পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর তা ঐ দিন বিকাল পর্যন্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে তার জন্যে রক্ষাকারী হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ .

আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানদের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে।[৩৩৮]

নবী ﷺ শয়তান হতে এই বলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন -

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ.

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত কর তবে আপনি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাইবেন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৩৩৯]

পূর্বে বর্ণিত আছে, আযান শয়তানকে তাড়ায়।

---

[৩৩৮] সূরা মুমিনুন : ৯৭-৯৮

[৩৩৯] ফুসসিলাত : ৩৬

হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে একটি খনির দায়িত্ব দেয়া হলে সেখানকার মানুষেরা জ্বীনের অধিক উৎপাতের অভিযোগ করলো। তিনি তাদের প্রত্যেক ওয়াক্তে বেশি বেশি আযান দিতে বলেন, বেশি বেশি আযান দেয়ার পর তারা আর জ্বীনের কিছুই দেখে নাই।

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ﵁ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلَاتِيْ وَقِرَاءَتِيْ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّيْ.

আবদুল আ'লা ﵁ হতে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে আবুল আস ﵁ নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার সালাত ও কিরাআতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সব কিছুতে গোলমাল বাঁধিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা এক (প্রকারের) শয়তান, যার নাম 'খিনযিব'। যে সময় তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে তখন (আউযুবিল্লাহ পড়ে) তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চেয়ে তিনবার তোমার বাম পাশে থুথু ফেলবে। উসমান ইবনে আবুল আস ﵁ বলেন, আমি তা করলাম আর আল্লাহ তা'আলা আমার হতে তা দূর করে দিলেন।[৩৪০]

আবু দাউদ শরীফে আছে -

حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِيْ صَدْرِيْ؟ قَالَ: فَقَالَ لِيْ: إِذَا وَجَدْتَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

---

[৩৪০] মুসলিম : ২২০৩

আবু যুমাইল ﷺ বলেন, একদা আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বললাম, আমি আমার অন্তরে যেসব বিষয় অনুভব করি এগুলো কি? তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি মনের মধ্যে এ ধরণের কিছু উদ্রেক হতে দেখবে, তখন তুমি পাঠ করবে -

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই প্রকাশ্য তিনি গুপ্ত এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক অবহিত।[৩৪১]

শয়তানের ক্ষতি অধিক প্রতিরোধ করে-

- ❖ সূরা ফালাক
- ❖ সূরা নাস
- ❖ সূরা সাফফাতের শুরু অংশ
- ❖ সূরা হাশরের শেষ অংশ।

নেয়ামতের সংরক্ষণ ও নতুন নেয়ামত লাভের যিক্‌র

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ

তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছে করেছেন (তা-ই হয়েছে), আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই।[৩৪২]

সুতরাং যে বাগানে কিংবা ঘরে প্রবেশ করে অথবা তার মাল, সন্তান-সন্ততি অথবা অবস্থা ভাল লাগে, সে যেন বলে -

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ

তাহলে সে তাতে কোন ক্ষতি দেখবেনা।[৩৪৩]

---

[৩৪১] সূরা হাদীদ : ৩, আবু দাউদ : ৫১১০

[৩৪২] সূরা কাহাফ : ৩৯

[৩৪৩] তাফসীর ইবনে কাসীর, মুসনাদ আবু ইয়া'লা

হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সম্পদে, পরিবার পরিজনে কোন নেয়ামত দিলে যদি সে বলে -

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ

তাহলে সে তাতে মৃত্যু ছাড়া কোন ক্ষতি দেখবেনা।
সুনানে ইবনে মাজাহতে আছে -

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ". وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ".

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যাঁর করুণায় নেক কাজসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। আর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। [৩৪৪]

মুসিবতের সময় যিক্‌র

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ

---

[৩৪৪] ইবনে মাজাহ : ৩৮০৩

وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ .

আর আমি তোমাদের কে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের কে- যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ) আমরা তো আল্লাহ্ তা'আলারই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।[৩৪৫]

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন সব বিষয়ে' إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করে এমনকি তার জুতা হারিয়ে গেলেও কেননা এটিও মুসিবত।

মুসলিম শরীফে আছে -

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللهُ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا . إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا .

উম্মে সালামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিমের ওপর মুসীবাত আসলে যদি সে বলে, আল্লাহ তা'আলা যা হুকুম করেছেন- إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আমরা আল্লাহ তা'আলারই জন্যে এবং তারই কাছে ফিরে যাব বলে এবং এ দু'আ পাঠ করে -

---

৩৪৫ সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭

اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا .

হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসীবাতে সাওয়াব দান কর এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর, তবে মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন।[৩৪৬]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى أَبِيْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهٗ فَأَغْمَضَهٗ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِه فَقَالَ "لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ . ثُمَّ قَالَ " اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِه فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهٗ فِيْ قَبْرِه . وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ .

উম্মে সালামাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সালামাহকে দেখতে এলেন, তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে। আবু সালামাহ এর পরিবারের লোকেরা কান্না শুরু করে দিল। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভাল কথা ছাড়া কোন খারাপ কিছু বলাবলি করো না। কেননা, তোমরা যা কিছু বল তার স্বপক্ষে ফেরেশতাগণ 'আমীন' বলে থাকে। এরপর তিনি এভাবে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ আবু সালামাহ কে ক্ষমা কর এবং হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে উচু করে দাও, তুমি তার বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে রাব্বুল আলামীন তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা জ্যোতির্ময় করে দাও।"[৩৪৭]

---

[৩৪৬] মুসলিম : ৯১৮

[৩৪৭] মুসলিম : ৯২০

ঋণ পরিশোধ ও ঋণ থেকে মুক্ত থাকার যিক্‌র

তিরমিজি শরীফে আছে -

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّيْ قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَأَعِنِّيْ . قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ " قُلِ اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

আলী ﷺ হতে বর্ণিত আছে, একটি চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার নিকটে এসে বলে, আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে আমি অপরাগ হয়ে পড়েছি। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর 'সীর' পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন, তুমি বল,

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হতে বিরত রাখ বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে আত্মনির্ভরশীল কর"।[৩৪৮]

---

[৩৪৮] তিরমিজি : ৩৫৬৩

দংশন বা কামড়ে ঝাড়ফুঁক করার যিক্‌র

সহীহ বুখারীতে আছে -

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান এবং হুসাইন عليهما السلام এর জন্য নিম্নের দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম عليه السلام ইসমাঈল ও ইসহাক عليهما السلام এর জন্য দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।[৩৪৯]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيْمٌ لُدِغَ فَهَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرِأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ فَقُلْتُ لَا تُحَرِّكُوْهَا حَتّٰى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ " مَا كَانَ يُدْرِيْهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ بِسَهْمٍ مَعَكُمْ.

---

[৩৪৯] বুখারী : ৩৩৭১

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি স্থানে নামলাম। অতঃপর আমাদের নিকট একটি মহিলা এসে বলল, এলাকার সর্দারকে সাপে কেটেছে, তোমাদের মাঝে কি কোন ঝাড়ফুঁককারী আছে? সে সময় আমাদের এক লোক উঠে তার সাথে গেল, সে যে সুন্দর ঝাড়ফুঁক করতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না। সে সূরা ফাতিহা দ্বারা তাকে ঝাড়ফুঁক করল। এতে সে সুস্থ হয়ে গেল। তখন তারা তাকে একপাল বকরী দিল এবং আমাদের দুধ পান করাল। আমরা বললাম, তুমি কি ভাল ঝাড়ফুঁক করতে জানতে? সে বলল, আমি তো সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর কিছু দিয়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করিনি।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বললাম, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গমন না করা পর্যন্ত ঐ বকরীগুলোকে এখান হতে নিয়ে যেও না। তারপরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে তার নিকট তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, সে-কি করে বুঝল যে, এ সূরাটি দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? তোমরা বকরীগুলো বণ্টন করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সাথে একটি অংশ রেখ।[৩৫০]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هٰكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا " بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا .

আম্মাজান আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ম করে ছিলেন যে, মানুষ তার শরীরের কোথাও অসুস্থতা অনুভব করলে অথবা তাতে কোন ফোঁড়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আঙ্গুল দ্বারা এ রকম করতেন - (এ কথা বলে এভাবে করার ধরণ বুঝানোর জন্য)। বর্ণনাকার সুফইয়ান رحمه الله তার তর্জনী আঙ্গুলটি

---

[৩৫০] বুখারী : ২২৭৬, ৫৭৩৬,৫৭৪৯, মুসলিম : ২২০১

জমিনে রাখলেন- অতঃপর তা তুলে নিলেন এবং সে সময় এ দু'আ পড়তেন -

بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا .

আল্লাহ তা'আলার নামে- আমাদের জমিনের ধূলামাটি আমাদের কারো (মুখের) লালার সঙ্গে (মিলিয়ে)–আমাদের পালনকর্তার আদেশে তা দিয়ে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে (মালিশ করছি)।[৩৫১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কোন মানুষ পীড়িত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ডান হাত দ্বারা তাকে মুছে দিতেন, তারপর বলতেন -

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

সমস্যা বিদূরিত করে দিন, হে জনগণের পালনকর্তা! আর সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনার সুস্থতা ও মুক্তি ছাড়া আর কোন (প্রকৃতপক্ষে নির্ভরযোগ্য) শিফা নেই। এমন নিরাময় করুন যার পর কোন রোগব্যাধি বাকী না থাকে।[৩৫২]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِيْ جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى

---

[৩৫১] বুখারী : ৫৭৪৫, মুসলিম : ২১৯৪

[৩৫২] বুখারী : ৫৭৪৩,৫৭৫০, মুসলিম : ২১৯১

الَّذِيْ تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ ثَلَاثًا . وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

উসমান ইবনে আবুল আস-সাকাফী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার দেহে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশ ব্যথাযুক্ত হয়, তার উপরে তোমার হাত রেখে তিনবার بِسْمِ اللهِ বলবে এবং সাতবার বলবে -

أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

আল্লাহ তা'আলা এবং তার ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা আমি অনুভব করি এবং যা ধারণা করি তার অনিষ্ট হতে।[৩৫৩]

সুনান আবু দাউদে আছে -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ . إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ.

ইবনে আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমন রোগীকে দেখতে গেলো যার অন্তিম সময় আসেনি, সে যেন তার সামনে সাতবার বলে -

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ .

আমি মহান আরশের প্রভু মহামহিম আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্তি দেন, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই রোগমুক্তি দেয়া হবে।[৩৫৪]

---

[৩৫৩] মুসলিম : ২২০২

[৩৫৪] আবু দাউদ : ৩১০৬

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اشْتَكٰى مِنْكُمْ شَيْئًا. أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ. تَقَدَّسَ اسْمُكَ. أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ. اِغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا. أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ. أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجَعِ. فَيَبْرَأُ.

আবু দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ বা কারো ভাই যদি অসুস্থ হয় তবে সে যেন বলে -

رَبَّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ. تَقَدَّسَ اسْمُكَ. أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ. اِغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا. أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ. أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجَعِ.

হে আমাদের আসমানের রব, আল্লাহ! আপনার পবিত্র নাম, আপনার যাবতীয় নির্দেশ আসমান-জমিনে কার্যকর। আপনার রহমত যেমন আকাশে বিদ্যমান, তেমন জমিনেও রহমত বর্ষণ করুন! আমাদের পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্র বান্দাদের রব, আপনার দয়া থেকে দয়া বর্ষণ করুন এবং এ রোগের জন্য আপনার আরোগ্য ব্যবস্থা থেকে রোগমুক্তি দিন। তাহলে সে আরোগ্য লাভ করবে।[৩৫৫]

---

[৩৫৫] আবু দাউদ : ৩৮৯২

কবরস্থানে প্রবেশের যিক্‌র

সহীহ মুসলিমে আছে -

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ فِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ: اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِيْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

সুলায়মান ইবনে বুরায়দাহ ﷺ তার পিতা [বুরায়দাহ ইবনে হুসায়ব ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তারা যখন কবরস্থানে যেতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দু'আ শিখিয়ে দিতেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আবু বকর এর বর্ণনানুযায়ী বলত -

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ.

কবরবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার শান্তি বর্ষিত হোক। আর যুহায়ের-এর বর্ণনায় আছে -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

হে কবরবাসী ঈমানদার মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তা'আলা চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি।[৩৫৬]

সুনানে ইবনে মাজাহতে আছে -

---

[৩৫৬] মুসলিম : ৯৭৫

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ فَقَدْتُهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُوْنَ. اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ.

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে হারিয়ে ফেললাম (বিছানায় পেলাম না)। তিনি মারকাদে বাকিতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বলেন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُوْنَ. اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ.

হে কবরবাসি মু'মিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের জন্য অগ্রগামী এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ্! তাদের পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তাদের পরে আমাদের বিপদে ফেলো না।[৩৫৭]

ইস্তিস্কার যিক্‌র

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।[৩৫৮]

---

[৩৫৭] মুসলিম : ৯৭৪, নাসায়ী : ২০৩৭, ২০৩৯, আহমাদ : ২৩৯০৪, ২৩৯৫৪, ২৪২৮০, ২৪৯৪৩, ২৫৩২৭

[৩৫৮] সূরা নূহ : ১০-১২

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَوَاكِيَ فَقَالَ : اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ. قَالَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ .

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ এর কাছে কতিপয় লোক (বৃষ্টি না হওয়ায়) ক্রন্দনরত অবস্থায় এলে তিনি দু'আ করলেন -

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ .

হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিলম্বে নয় বরং তাড়াতাড়ি ক্ষতিমুক্ত-কল্যাণময়, তৃপ্তিদায়ক, সজীবতা দানকারী, মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় (এবং বৃষ্টি হয়)।[৩৫৯]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ ﷺ وَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِه عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ . ثُمَّ قَالَ: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ

---

[৩৫৯] আবু দাউদ : ১১৬৯, আবদ ইবনু হুমাইদ : ১১২৫, ইবনু খুযাইমাহ : ১৪১৬

يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ عَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أُمْطِرَتْ بِإِذْنِ اللهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَأٰى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

আয়েশা ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে লোকজন অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করলে তিনি একটি মিম্বার স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। সেটি তাঁর ঈদগাহে রাখা হলো এবং তিনি লোকদেরকে ওয়াদা দিলেন যে, তিনি তাদেরকে নিয়ে একদিন সেখানে যাবেন। আয়েশা ﵂ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার পর বের হয়ে মিম্বারের উপর বসে তাকবীর বলে মহা মহীয়ান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন এবং বলেন, তোমরা তোমাদের অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছ। অথচ মহান আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা তাকে ডাকো, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে ওয়াদাবদ্ধ।
অতঃপর তিনি বলেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ.

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান, শেষ বিচারের দিনের মালিক। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আপনি

সম্পদশালী আর আমরা ফকীর ও মুখাপেক্ষী। কাজেই আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আপনি যা কিছু বর্ষণ করবেন, তা দ্বারা আমাদের জন্য প্রবল শক্তি ও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছার ব্যবস্থা করে দিন।

অতঃপর তিনি দু' হাত এতোটা উঁচু করলেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা গেলো। অতঃপর হাত উঠানো অবস্থায়ই তিনি লোকদের দিকে স্বীয় পিঠ ঘুরিয়ে দিয়ে চাদরটি উল্টিয়ে নিলেন। এরপর তিনি লোকজনের দিকে ফিরে মিম্বার হতে নেমে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এ সময় মহান আল্লাহ তা'আলা এক খন্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটালেন, যার মধ্যে গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বৃষ্টিপাত হলো। এমনকি তিনি মাসজিদ পর্যন্ত আসতে না আসতেই পথঘাট পানিতে প্লাবিত হয়ে গেলো।

যখন লোকজনকে বাড়ি-ঘরের দিকে দৌড়াতে দেখলেন, তখন নবী ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, তার সামনের পাটির দাঁত দেখা গেলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতবান এবং আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রসূল।[৩৬০]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ "اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

আমর ইবনে শু'আইব ﷺ তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় বলতেন -

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

---

[৩৬০] আবু দাউদ : ১১৭৩

হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের ও প্রাণীদেরকে পানি দান করুন, আপনার রহমত বিস্তৃত করুন এবং আপনার মৃত শহরকে (শুষ্ক ভূমিকে) জীবিত করুন।[৩৬১]

ইমাম শাবী ﵀ বলেন, একদা উমর ﵁ বৃষ্টি কামনায় বের হলেন, তিনি শুধু ইস্তেগফার করলেন, লোকেরা বললো, আপনিতো দেখছি বৃষ্টি চাচ্ছেন না? তিনি বলেন, আমি এমন ওসিলায় বৃষ্টি চাচ্ছি, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন -

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ.

আরও এই যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার যথাযথ মর্যাদা দান করবেন।[৩৬২]

বাতাশ প্রবাহিত হলে যিক্‌র

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَلرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَرَوْحُ اللهِ تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ. وَتَأْتِيْ بِالْعَذَابِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلَا تَسُبُّوْهَا. وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا. وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.

আবু হুরায়রা ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বায়ু আল্লাহ তা'আলার অন্যতম রহমত। তা কখনো শান্তি বয়ে আনে আবার কখনো আযাব নিয়ে আসে। সুতরাং বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলে তোমরা তাকে গালাগলি দিবে না, বরং

---

[৩৬১] আবু দাউদ : ১১৭৬

[৩৬২] সূরা হুদ : ৩

আল্লাহ তা'আলার নিকট এর কল্যাণ চাইবে এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করবে।[৩৬৩]

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ " اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ "

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত। যখন বাতাস প্রবল আকার ধারণ করত, তখন নবী ﷺ এভাবে দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মেঘের কল্যাণ কামনা করছি ও এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে এবং যে কল্যাণের সাথে প্রেরিত হয়েছে তাও এবং তোমার কাছে এর অকল্যাণ ও এর মধ্যে যে অকল্যাণ নিহিত আছে এবং যে অকল্যাণ নিয়ে এসেছে তা থেকে আশ্রয় চাই।[৩৬৪]

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فَإِنْ مُطِرَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا.

আম্মাজান আয়েশা ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ আকাশের প্রান্তে মেঘ উঠতে দেখলে যাবতীয় নফল ইবাদাত ছেড়ে দিতেন, এমন কি তিনি সালাতে থাকলেও। অতঃপর তিনি বলতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

---

[৩৬৩] আবু দাউদ : ৫০৯৭

[৩৬৪] মুসলিম : ৮৯৯

شَرِّهَا হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যদি বৃষ্টি হতো তাহলে বলতেন, اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا হে আল্লাহ! বরকতপূর্ণ ও সুমিষ্ট পানি দান করো।[৩৬৫]

বজ্রপাতের সময় যিক্‌র

হযরত আব্দল্লাহ ইবেন যুবাইর ﷺ বজ্রপাত শুনলে বলতেন -

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ.

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, বজ্রপাত যার প্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতাগণও তা-ই করে তাঁর ভয়ে। হযরত কা'ব বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ তিনবার বলবে সে বজ্রপাত হতে মুক্তি পাবে।

তিরমিজি শরীফে আছে -

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনলে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলো না, তোমার শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করো না, বরং তার আগেই আমাদেরকে মাফ করে দাও"।[৩৬৬]

---

৩৬৫ আবু দাউদ : ৫০৯৯

৩৬৬ তিরমিজি : ৩৪৫০

বৃষ্টি অবতরণের সময় যিক্‌র

বুখারী ও মুসলিমে আছে -

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ তা'আলার করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।[৩৬৭]

বলা হয়ে থাকে বৃষ্টিপাতের সময় দু'আ কবুল করা হয়।[৩৬৮]

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ "صَيِّبًا نَافِعًا"

---

[৩৬৭] বুখারী : ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩, মুসলিম : ১/৩২ হা : ৭১, আহমাদ : ১৭০৬০

[৩৬৮] আল উম্ম ইমাম আশ শাফেয়ী ﵀ : ১/৫৫৪

আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বৃষ্টি দেখলে বলতেন, صَيِّبًا نَافِعًا হে আল্লাহ্! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও।[৩৬৯]

عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ. قَالَ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتّٰى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّه تَعَالٰى.

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম এমন সময় বৃষ্টি নামল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাপড় খুলে দিলেন, ফলে এতে বৃষ্টির পানি পৌছল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ কেন করলেন? তিনি (ﷺ) বললেন, কেননা এটা মহান আল্লাহর নিকট থেকে আসার সময় খুবই অল্প।[৩৭০]

অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পানির সমস্যার সময়ে যিক্‌র

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَائِمًا. ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللهِ مَا نَرٰى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ

---

[৩৬৯] বুখারী : ১০৩২
[৩৭০] মুসলিম : ৮৯৮

وَلَا قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا .اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন দারুল কাযা (বিচার করার স্থান)-এর দিকের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। লোকটি আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ দু' হাত তুলে দু'আ করলেন -

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا.

হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন।

আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরা ও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ হতে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়লো। অতঃপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে

পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন।
আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন দু' হাত তুলে দু'আ করলেন -

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا .اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ্! টিলা, মালভূমি, উপত্যকায় এবং বনভূমিতে বর্ষণ করুন।[৩৭১]

নতুন চাঁদ দেখার সময় যিক্‌র

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ : اللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে, নতুন চাঁদ দেখার পর নবী ﷺ বলতেন -

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

হে আল্লাহ আমাদের জন্য চাঁদটিকে বরকতময় (নিরাপদ), ঈমান, নিরাপত্তা ও শান্তির বাহন করে উদিত করেন! হে নতুন চাঁদ। আল্লাহ তা'আলা আমারও প্রভু, তোমারও প্রভু।[৩৭২]

---

[৩৭১] বুখারী : ১০১৪, মুসলিম : ৮৯৫, ৮৯৬,৮৯৭
[৩৭২] তিরমিজি : ৩৪৫১

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ. آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

কাতাদাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ নতুন চাঁদ দেখে বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর উপর ঈমান আনলাম।" একথা তিনবার বলতেন, অতঃপর বলতেন, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা যিনি অমুক মাস শেষ করলেন এবং এ মাস এনে দিলেন।[৩৭৩]

রোযা ও ইফতারের যিক্‌র

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: اَلصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ধরণের লোকের দু'আ কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদার যতক্ষণ ইফতার না করে, সুবিচারক শাসকের দু'আ এবং মজলুমের (নির্যাতিতের) দু'আ। আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'আগুলো মেঘমালার উপরে (আকাশের) তুলে নেন এবং এর জন্য আকাশের

---

[৩৭৩] আবু দাউদ : ৫০৯২

দ্বারগুলো খুলে দেয়া হয়। রববুল আলামীন বলেন, আমার মর্যাদার শপথ! আমি নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য করব কিছু দেরি হলেও।[৩৭৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ.

قَالَ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ إِذَا أَفْطَرَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের অবশ্যই একটি দু'আ আছে, যা রদ হয় না (অর্থাৎ কবুল হয়)। ইবনে আবু মুলাইকা ﷺ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ-কে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

হে আল্লাহ্! আমি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যা সব কিছুর উপর পরিব্যপ্ত, যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন।[৩৭৫]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

মু'আয ইবনে যুহরা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইফতার করার সময় বলতেন -

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

হে আল্লাহ! আমরা আপনার জন্যই সাওম পালন করলাম, আপনার দেওয়া রিযিকে ইফতার করলাম।[৩৭৬]

---

[৩৭৪] তিরমিজি : ৩৫৯৮

[৩৭৫] ইবনু মাজাহ : ১৭৫৩

[৩৭৬] আবূ দাউদ : ২৩৫৮, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর : ৫০০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী : ৮১৩৪, যঈফ আল জামি' : ৪৩৪৯, ইরওয়া : ৯১৯

অন্য বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফতারের সময় এ দো'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا . فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

হে আল্লাহ! আমরা আপনার জন্যই সাওম পালন করলাম, আপনার দেওয়া রিযিকে ইফতার করলাম। অতএব, আপনি আমাদের সাওম কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী"।[৩৭৭]

সফরের যিক্‌র

ইমাম তবারানী ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, সফরের সময় দুই রাকাত সালাত হতে উত্তম কিছু কেউ তার পরিবার পরিজনের নিকট রেখে আসে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: وَدَّعَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ .

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিদায় দিয়ে বলেন -

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

আমি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার আমানতে সোপর্দ করলাম, যাঁর নিকট সোপর্দকৃত জিনিস ধ্বংস হয় না।[৩৭৮]

মুসনাদে আহমদে আরো আছে, হযরত উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুকে আমানত রাখেন তা হেফাযত করেন। [৩৭৯]

---

[৩৭৭] আবূ দাউদ : ২৩৫৮

[৩৭৮] ইবনে মাজাহ : ২৮২৫ আহমাদ : ৮৯৭৭, সহীহাহ : ১৬, ২৫৪৭, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব : ১৬৭

[৩৭৯] নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৫০৯, বায়হাকি আল কুবরা : ৯/১৭৩

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا: اُدْنُ مِنِّيْ أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا. فَيَقُوْلُ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

সালিম ﷺ হতে বর্ণিত আছে, কোন লোক সফরের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হলে ইবনে উমার ﷺ তাকে বলতেন, আমার কাছে আস। আমি তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন। তিনি বলতেন -

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ আমলের জন্য আমি আল্লাহ তা'আলাকে যিম্মাদার করলাম।[৩৮০]

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَلَا يَدَعُهَا حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُوْلُ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ.

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোন লোককে নবী ﷺ বিদায় দেয়ার সময় তাকে নিজের হাতে ধরতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের হাত নবী ﷺ হতে না ছাড়াতেন সে পর্যন্ত তিনিও তার হাত ছাড়তেন না। তিনি বলতেন -

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ.

তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ আমলের ব্যাপারে আমি আল্লাহ তা'আলাকে আমানতদার নিযুক্ত করলাম।[৩৮১]

---

৩৮০ তিরমিজি : ৩৪৪৩, নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৫২৩

৩৮১ তিরমিজি : ৩৪৪২

عنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِيْ. قَالَ: زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى. قَالَ زِدْنِيْ. قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ. قَالَ زِدْنِيْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ. قَالَ: وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরো বেশি দিন। তিনি বললেন, তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো বেশি দান করুন। তিনি বললেন, তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তোমার জন্য মঙ্গলকে সহজতর করুন, তুমি যেখানেই থাক।[৩৮২]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ. قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ".

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, অতএব উপদেশ দিন। তিনি বললেন, অবশ্যই তুমি আল্লাহ তা'আলার ভয়, তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দিবে। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন -

اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

---

৩৮২ তিরমিজি : ৩৪৪৪

হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও এবং তার জন্য সফর সহজতর করে দাও।[৩৮৩]

যানবাহনে আরোহণের যিক্‌র

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا ﷺ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ . وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا. سُبْحَانَكَ إِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ . ثُمَّ ضَحِكَ . فَقُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ. ثُمَّ ضَحِكَ. فَقُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرُكَ .

আলী ইবনে রাবী'আহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী ﷺ-এর কাছে আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার নিকট আরোহণের জন্য একটি জন্তু আনা হল। তিনি পা দানীতে তার পা রেখে বললেন, بِسْمِ اللهِ তারপর তিনি তার পিঠের উপর ঠিকমত বসার পর বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তারপর বললেন -

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ،

---

[৩৮৩] তিরমিজি : ৩৪৪৫, ইবনে মাজাহ : ২৭৭১, ইবনু খুজাইমাহ : ২৫৬১, ইবনে হিব্বান : ২৫৯২

পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাব।[৩৮৪]

এরপর তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তিনবার ও اَللّٰهُ أَكْبَرُ তিনবার বললেন এবং আরো বললেন -

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

তুমি অত্যন্ত পবিত্র সত্তা, আমার উপর আমি অত্যাচার করেছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ কর, কেননা তুমি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

তারপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি তা-ই করতে দেখেছি যা আমি করলাম। তারপর তিনি হেসেছিলেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বললেন, যখন বান্দা বলে, "হে আল্লাহ! আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না", সে সময় আল্লাহ তা'আলা তার এ কথায় খুশি হন।[৩৮৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا إِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ

---

[৩৮৪] সূরা আয-যুখরুফ : ১৩-১৪

[৩৮৫] তিরমিজি : ৩৪৪৬, আল-কালিমুত তাইয়্যিব : ১৭২/১২৬, সহীহ আবূ দাউদ : ২৩৪২

وَالْأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ. وَزَادَ فِيهِنَّ "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

ইবনে উমর ﷺ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে তার উটে আরোহণের সময় তিনবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতেন, এরপর এ দু'আ পাঠ করতেন -

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

পবিত্র মহান সে সত্তা- যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ। আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাকওয়া এবং তোমার সন্তুষ্টি বিধানকারী কাজের তাওফীক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে।

এরপর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও উপরোক্ত দুআ পড়তেন এবং এর সাথে যোগ করতেন -

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী।[৩৮৬]

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন তাকবীর اَللهُ أَكْبَرُ বলতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম, সে সময় سُبْحَانَ اللهِ বলতাম।[৩৮৭]

সফর হতে ফিরে আসার যিক্‌র

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ. ثُمَّ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখনই কোন যুদ্ধ বা হজ্জ অথবা উমরাহ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার اَللهُ أَكْبَرُ বলতেন এবং পরে বলতেন -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

---

[৩৮৬] মুসলিম : ১৩৪২

[৩৮৭] বুখারী : ২৯৯২, ২৯৯৪

قَدِيْرٌ ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী ও তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।[৩৮৮]

বাহন কষ্টদায়ক মনে হলে যিক্‌র

হযরত ইউনুস ইবনে উবাইদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অনমনীয় পশুর কানে পড়ে -

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

তারা কি চায় আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আর তাঁর দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে পশু অনুগত হয়ে যাবে।[৩৮৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, আমরা এমনটি করেছি ফলে পশুকে অনুগত পেয়েছি।

---

[৩৮৮] বুখারী : ১৭৯৭, ২৯৯৫, ৩০৮৪, ৪১১৬, ৬৩৮৫ মুসলিম : ১৩৪৪

[৩৮৯] ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৫১১

পশু পলায়ন করলে যিক্‌র

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, মরুভূমিতে তোমাদের কারো পশু পলায়ন করলে সে যেন ডাক দেয় হে আল্লাহ তা'আলার বান্দা তোমরা পশুটিকে ধর কেননা আল্লাহ তা'আলার কতক ফেরেশতা আছে যারা পশুটিকে আটকাবে।

কোন গ্রাম কিংবা নগরে প্রবেশের দু'আ

হযরত ছোহাইব ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কোন গ্রামে প্রবেশের আগে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

হে আল্লাহ! হে সপ্তাকাশ ও যা কিছুকে তা ছেয়ে আছে তার প্রতিপালক! হে সপ্ত পৃথিবী ও যা কিছু তা বহন করে তার প্রতিপালক! হে শয়তানদল ও তারা যাদেরকে ভ্রষ্ট করে তাদের প্রতিপালক! হে বায়ু ও যা কিছুতে তা প্রবাহিত থাকে তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অমঙ্গল হতে পানাহ চাচ্ছি।[৩৯০]

---

[৩৯০] হাকেম : ২/১০০, ইবনুস সুন্নী : ৫২৪, নাসায়ী আমালুল ঈয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৫৪৪

ঘরে প্রবেশের দু'আ

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ رضي الله عنها تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِه ذٰلِكَ.

খাওলা বিনতে হাকীম আস্ সুলামিয়্যাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে লোক কোন ঘাটিতে নেমে এ দু'আ পড়ে -

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালাম দিয়ে তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। সে ঐ ঘাটি হতে অন্য ঘাটিতে রওনা না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। [৩৯১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ: يَا أَرْضُ! رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ. وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় রাত ঘনিয়ে এলে বলতেন -

يَا أَرْضُ! رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

---

[৩৯১] মুসলিম : ৬৭৭১, ৬৭৭২

হে জমিন! আমার ও তোমার রব আল্লাহ! আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার ভেতরের খারবী থেকে, তোমার মধ্যে সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে এবং তোমার বুকে যেসব অনিষ্ট চলাফেরা করে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকটআশ্রয় চাই সিংহ, বিষধর কালো সাপ, বিচ্ছু, তোমার শহরে অনিষ্ট জন্মদানকারী অধিবাসী ও এদের বংশধরের অনিষ্ট থেকে।[৩৯২]

খাদ্য ও পানীয়র ক্ষেত্রে যিক্‌র

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক।[৩৯৩]

عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ "يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ".

উমার ইবনে আবু সালামাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত চারপাশে ঘুরত। তিনি আমাকে বললেন, হে বালক! তুমি তোমার ডান হাতে খাও এবং নিজের পাশ হতে খাও।[৩৯৪]

---

[৩৯২] আবু দাউদ : ২৬০৩

[৩৯৩] সূরা বাকারা : ১৭২

[৩৯৪] বুখারী : ৫৩৭৬, মুসলিম : ২০২২

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنْ نَسِيَ فِيْ أَوَّلِه فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِه وَآخِرِه"

আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খাওয়া শুরু করে তখন যেন সে بِسْمِ اللهِ বলে। সে খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তবে যেন বলে -

بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِه وَآخِرِه.

এর শুরু ও শেষ আল্লাহ তা'আলার নামে।[৩৯৫]

عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِه إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلٰى فِيْهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ. فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اِسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِه.

উমাইয়্যাহ ইবনে মাখশী رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। তখন এক লোক খাচ্ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করেনি। মাত্র এক লোকমা খাবার বাকি থাকতে সে তা মুখে দেয়ার সময় বললো -

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَه وَآخِرَه

তখন নবী ﷺ হেসে দিলেন এবং বললেন, শয়তান তার সঙ্গে খাচ্ছিল। যখন সে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করলো, শয়তান তার পেটের খাবার বমি করে ফেলে দিলো।[৩৯৬]

---

[৩৯৫] ইরওয়া : ১৯৬৫, তা'লীকুর রাগীব : ৩/১১৫-১১৬, তাখরীজ-কালিমুত তাইয়্যিব : ১১২, তিরমিজি : ১৮৫৮, আবু দাউদ : ৩৭৬৭, ইবনে মাজাহ : ৩২৬৪

[৩৯৬] মিশকাত : ৪২০৩, নাসায়ী, আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' আহমাদ, হাকিম, আবু দাউদ : ৩৭৬৮

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার উপর সন্তুষ্ট, যে খাদ্য গ্রহণের পরে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়ে এবং পানীয় পান করার পরে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে।[৩৯৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন।[৩৯৮]

حَدَّثَنِيْ وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ.

ওয়াহশী ইবনে হারব থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন, হয়তো তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে খাও। তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা একত্রে আহার করো এবং খাদ্য গ্রহণের সময়

---

[৩৯৭] মুসলিম : ২৭৩৪

[৩৯৮] বুখারী : ৩৫৬৩, ৫৪০৯, মুসলিম : ২০৬৪

আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে বরকত দেয়া হবে।[৩৯৯]

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ". غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস ﷺ হতে তার পিতার সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক আহার করার পর বলল -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এটা আহার করিয়েছেন এবং এটা আমাকে রিযক দিয়েছেন, আমার তা লাভ করার প্রচেষ্টা বা শক্তি ব্যতীত", তার আগের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হয়।[৪০০]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ".

আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খেতেন অথবা কিছু পান করতেন, তখন বলতেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে খাবার খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং মুসলিমদের অন্তর্গত করেছেন"।[৪০১]

---

[৩৯৯] আবু দাউদ : ৩৭৬৪, ইবনে মাজাহ : ৩২৮৬

[৪০০] তিরমিজি : ৩৪৫৮, আবু দাউদ : ৩৮৫০

[৪০১] তিরমিজি : ৩৪৫৭

ইমাম নাসায়ী উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট খাদ্য উপস্থিত করা হলে তিনি বলতেন, بِسْمِ اللهِ আর খাবার শেষ করে বলতেন -

اَللّٰهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا أَعْطَيْتَ.

হে আল্লাহ তুমিই খাদ্য দিয়েছ, তুমিই পান করিয়েছ, তুমিই মুখাপেক্ষী হীন করেছে, তুমিই পরিতৃপ্ত করেছ, তুমিই পথ দেখিয়েছ, তুমিই জীবন দিয়েছ, যা তুমি দিয়েছ তার জন্য তোমারই প্রশংসা।[৪০২]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর দস্তরখান তুলে নেয়া হলে তিনি বলতেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

পবিত্র বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে আমাদের রব, এ থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারব না, বিদায় নিতে পারব না এবং এ থেকে বেপরওয়া হতেও পারব না।[৪০৩]

---

[৪০২] হাকেম : ২/১০০, ইবনুস সুন্নী : ৪৬৬, নাসায়ী আল কুবরা : ৬/৩১০

[৪০৩] বুখারী : ৫৪৫৯, ৫৪৫৮

কারো মেহমান হলে যিক্‌র

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﷺ قَالَ: نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى أَبِيْ . قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبِيْ وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللهَ لَنَا. فَقَالَ "اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ".

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার আব্বার কাছে আসলেন। আমরা তার সম্মুখে কিছু খাবার ও ওয়াত্‌বা (খেজুর চূর্ণ, পনির ও ঘি যোগে তৈরি এক প্রকার খাদ্য) পেশ করলাম। তিনি তা হতে খেলেন। অতঃপর খেজুর নিয়ে আসলে তিনি তা খেতে লাগলেন। অতঃপর তার নিকট সুপেয় পানি আনা হলে তিনি তা পান করেন। পরে তিনি তার ডান পাশের লোককে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে বুসূর ﷺ বলেন, অতঃপর আমার আব্বা তার সওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বললেন -

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ .

ইয়া আল্লাহ! তুমি তাদের রিযকে বারাকাত দাও, তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি দয়া করো।[৪০৪]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﷺ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

---

[৪০৪] মুসলিম : ২০৪২

আনাস ইবনে মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ-এর বাড়িতে গেলেন। সা'দ ﷺ রুটি ও যাইতুন তৈল আনলেন। তা খাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন -

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

তোমাদের নিকট রোযাদারগণ ইফাতর করেছে, সৎ লোকেরা তোমাদের খাদ্য খেয়েছে এবং ফেরেশতাগণ তোমার জন্য রহমতের দু'আ করেছেন।[৪০৫]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ: أَثِيْبُوْا أَخَاكُمْ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا إِثَابَتُهُ؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأُكِلَ طَعَامُهُ، وَشُرِبَ شَرَابُهُ، فَدَعَوْا لَهُ فَذٰلِكَ إِثَابَتُهُ.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান ﷺ নবী ﷺ এর জন্য খাবার তৈরী করলেন। তিনি নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁর বাড়িতে দা'ওয়াত করলেন। তারা খাওয়া শেষ করলে নবী ﷺ বললেন, তোমাদের ভাইয়ের প্রতিদান দাও। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার প্রতিদান কি? তিনি বললেন, কোনো লোককে ঘরে প্রবেশ করিয়ে সেখানে পানাহার করানো হলে যদি তার (দা'ওয়াতদাতার) জন্য দু'আ করা হয়, এটাই তার প্রতিদান।[৪০৬]

---

[৪০৫] আবু দাউদ : ৩৮৫৪

[৪০৬] আবু দাউদ : ৩৮৫৩

সালাম

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দিবে।[৪০৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا. وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا. أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না মু'মিন হও। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় অবহিত করব না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাস সৃষ্টি হবে? তা হল, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।[৪০৮]

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির ﷺ বলেন, তিনগুণ যে একত্রিত করবে সে ঈমানকে একত্রিত করবে।

- ❖ নিজ থেকে ইনসাফ করা
- ❖ জগৎবাসীকে সালাম দেয়া
- ❖ অভাব অনটনে খরচ করা।

---

[৪০৭] বুখারী : ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম : ১/১৪ হা : ৪২, আহমাদ : ৬৭৬৫

[৪০৮] মুসলিম : ৫৪, আবু দাউদ : ৫১৯৩

ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী ﷺ এর নিকট এসে বললো, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ। তিনি তার জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। নবী ﷺ বললেন, দশ নেকি। এরপর আরেকজন এসে বললো, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ নবী ﷺ অনুরূপ জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন, বিশ নেকি। অতঃপর আরেকজন এসে বললো, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ নবী ﷺ তারও জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন, ত্রিশ নেকি।[৪০৯]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

আবু উমামাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে আগে সালাম দেয়।[৪১০]

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا، أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.

আলী ইবনে আবূ-তালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেন, রাস্তা অতিক্রমকালে দলের একজন যদি সালাম দেয় তাহলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে উপবিষ্টদের একজন তার উত্তর দিলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট।[৪১১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

---

[৪০৯] আবু দাউদ : ৫১৯৫
[৪১০] আবু দাউদ : ৫১৯৭
[৪১১] আবু দাউদ : ৫১৯৫

আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত যে, একবার তিনি একদল শিশুর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করা কালে তিনি তাদের সালাম করে বললেন যে, নবী ﷺ ও তা করতেন।[৪১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ. فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ. فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ মজলিসে উপস্থিত হলে যেন সালাম দেয় এবং মজলিস থেকে বিদায়ের সময়ও যেন সালাম দেয়। প্রথম সালাম শেষ সালামের চেয়ে বেশি জরুরী নয়।[৪১৩]

হাঁচি দিলে যিক্‌র

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ. وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ. فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ. فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ. وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِذَا قَالَهَا. ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই কেউ হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে, যারা তা শোনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব হবে। আর হাই তোলা,

---

[৪১২] বুখারী : ৬২৪৭, মুসলিম : ৩৯/৫, হা : ২১৬৮
[৪১৩] আবু দাউদ : ৫২০৮

শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, তাই যথাসম্ভব তা রোধ করা উচিত। কারণ কেউ যখন মুখ খুলে হা করে তখন শয়তান তাতে হাসে।[৪৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ . وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়, তখন সে যেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে। আর শ্রোতা যেন এর জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলে। আর যখন সে يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে, তখন হাঁচিদাতা তাকে বলবে-

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঠিক পথ দেখান এবং তোমাদের সংশোধন করুন।[৪৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَلْيَقُلْ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. وَيَقُوْلُ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যদি কেউ হাঁচি দেয় তাহলে সে বলবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য) আর তার ভাই অথবা সাথী বলবে, يَرْحَمُكَ اللهُ

---

[৪৪] বুখারী : ৬২২৩, ৩২৮৯
[৪৫] বুখারী : ৬২২৪

আর হাঁচিদাতা বলবে -

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঠিক পথ দেখান এবং তোমাদের সংশোধন করুন।[৪১৬]

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, হযরত আবু মুসা ﷺ বলেন,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ .

তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে তাহলে তোমরা তার হাঁচির উত্তর দিবে। আর যদি সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা না করে তবে তোমরাও তার হাঁচির উত্তর দিও না।[৪১৭]

বিবাহের শুভেচ্ছা এবং স্ত্রীর নিকট গমনের যিক্‌র

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنِ" الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا . يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

---

[৪১৬] আবু দাউদ : ৫০৩৩

[৪১৭] মুসলিম : ২৯৯২

[النساء: ١] (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) [آل عمران: ١٠٢] (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا)

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবাহ দেয়ার সময় উপরের দু'আ বলতেন।[৪১৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ কাউকে বিয়ের পর শুভেচ্ছা জানালে বলতেন -

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

আল্লাহ তা'আলা তোমার কল্যাণ করুন, তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় হোক।[৪১৯]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ.

---

[৪১৮] আহযাব : ৭০-৭১, আবু দাউদ : ১০৯৭, ২১১৮, তিরমিযী : ১১০৫, নাসায়ী : ১৪০৩, ইবনে মাজাহ : ১৮৯২, মুসনাদে আহমদ : ১/৩০২

[৪১৯] আবু দাউদ : ২১৩০, তিরমিজি : ১০৯১, নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ২৫৯, ইবনে মাজাহ : ১৯০৫

আমর ইবনে শুআইব ﷺ থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ে করে অথবা কোনো দাসী ক্রয় করে তখন সে যেন বলে -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

আর যখন কোনো উট কিনবে তখন যেন সেটির কুঁজের উপরিভাগ ধরে অনুরূপ দু'আ করে। ইমাম আবু দাউদ ﷺ বলেন, আবু সাঈদের বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর তার কপালের চুল ধরে বলবে। স্ত্রী এবং দাসীর ব্যাপারেও বরকতের দু'আ করবে।[৪২০]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ. لَمْ يَضُرَّهُ.

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে -

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ- অতঃপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৪২১]

---

[৪২০] আবূ দাউদ : ২১৬০, নাসায়ী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ২৪০, ইবনে মাজাহ : ১৯০৫

[৪২১] বুখারী : ১৪১, ৩২৭১, ৩২৮৩, ৫১৬৫, ৬৩৮৮, ৭৩৯৬, মুসলিম ত্বলাক (তালাক) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ১৭ হা : ১৪৩৪, আহমাদ : ১৯০৮

প্রসবের সময় ও সন্তান সম্পৃক্ত যিক্‌র

বর্ণিত আছে, যখন হযরত ফাতেমা ﵂ এর সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলো রাসূল ﷺ উম্মে সালামা ও জায়নাব বিনতে জাহাসকে ﵄তাকে নিয়ে আসতে এবং তার উপর আয়াতুল কুরসী ও সূরা আ'রাফের নিচের আয়াত-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

ও সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়তে নির্দেশ দিলেন।[৪২২]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফি ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা ﵂ যখন আলী ﵁- এর পুত্র হাসান ﵁-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন।[৪২৩]

হযরত হাসান ইবনে আলী ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন -

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَأَذَّنَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُمْنٰى . وَأَقَامَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُسْرٰى . لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

---

[৪২২] ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ : ৬২১

[৪২৩] আবু দাউদ : ৫১০৫

যে ব্যক্তির কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয়া হবে, বাচ্চাদের মা (শয়তান) তার কোন অনিষ্ঠ করতে পারবে না।[৪২৪]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ.

আয়েশা رضي الله عنها সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন। খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন।[৪২৫]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْأَذٰى عَنْهُ وَالْعَقِّ.

আমর ইবনে শু'আইব رضي الله عنه হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে, মাথা মুন্ডন করতে এবং আকীকা করতে আদেশ করেছেন।[৪২৬]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সন্তানের নাম রাখেন ইব্‌রাহীম। যেমন -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাত্রে আমার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আমি তার নাম আমার পিতা ইব্‌রাহীম عليه السلام এর নামে রাখি।[৪২৭]

---

[৪২৪] এটি আবূ ইয়য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে : ৪/১৬০২ এবং তার থেকে ইবনুস সুন্নী "আমলুল ইওয়াম ওয়াল-লায়লাহ" গ্রন্থে : ২০০/৬১৭ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির : ১৬/১৮২/২, আবূ ইয়য়ালার সূত্র হতে, ইবনু বিশরান "আল-আমলী" গ্রন্থে : ১/৮৮ এবং আবু তাহের কুরাশী "হাদীস ইবনু মারওয়য়ান আনসারী ওয়য়া গায়য়রেহি" গ্রন্থে : ১/২ ইয়য়াহইয়া ইবনুল মাল আর-রায়য়ী সূত্রে মারওয়য়ান ইবনু সুলায়য়মান হতে বর্ণনা করেছেন।

[৪২৫] আবূ দাউদ : ৫১০৬, মুসলিম : ২৮৬, ২১৪৭, বুখারী : ৫৯৯৪

[৪২৬] তিরমিজি : ২৮৩২, ইরওয়য়াহ : ৪/৩৯৯-৪০০

[৪২৭] মুসলিম : ২৩১৫

তিনি বাচ্চাদের জন্মের কাছাকাছি সময়ে আরো নাম রাখেন ইব্‌রাহীম ইবনে আবু মুসা, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা, মুনযির ইবনে উসাঈদ।[৪২৮]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ. فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ

আবু দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো।[৪২৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে তোমাদের নামগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।[৪৩০]

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ. وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ. وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ.

আবু ওয়াহব আল-জুশামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও

---

[৪২৮] মুসলিম : ২১৪৫, ২১৪৪, ২১৪৯

[৪২৯] আবু দাউদ : ৪৯৪৮, দারেমী : ২৫৯৪, আহমদ : ৭/২৬২-২৬৩

[৪৩০] মুসলিম : ২১৩২

আব্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম।[৪৩১]
রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্দ নামকে পরিবর্তন করে উত্তম নাম রেখেছেন। যেমন তিনি বাররাহকে 'যাইনাব' নাম রাখেন। তিনি হাযনকে সাহল নামকরণ করেন। তিনি আসিয়াকে জামিলাহ নামকরণ করেন, তিনি আসরাম কে যার'আ নামকরণ করেন, তিনি হারবকে সালাম নামকরণ করেন, তিনি মুদতাজাকে মুনবাইস নামকরণ করেন, উফরা নামক জমিনকে খাঁদিরা নামকরণ করেন, তিনি শিয়াবুল দলাদাহকে শিয়াবুল হুদা নামকরণ করেন।[৪৩২]

মোরগ, গাধা ও কুকুরের আওয়াজের সময় যিক্‌র

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْأَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ ফেরেশতাদের দেখে আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।[৪৩৩]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ، وَنَهِيْقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ.

---

[৪৩১] আবু দাউদ : ৪৯৫০, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ : ৮১৪, নাসায়ী : ৩৫৬৫, আহমাদ : ৬/৪৬৫
[৪৩২] মুসলিম : ২১৪২, বুখারী : ৫৭৫৭, মুসলিম : ২১৩৯ ,আবু দাউদ : ৪৮৭০
[৪৩৩] বুখারী : ৩৩০৩, মুসলিম : ৪৮/২০ হা : ২৭২৯, আহমাদ : ৯৪১৪

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পেলে أَعُوذُ بِاللَّهِ বলবে। কেননা কুকুর ও গাধা যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।[৪৩৪]

আগুন নেভানোর যিক্‌র

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ".

হযরত আমর ইবনে শু'আইব ﷺ হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেন, যখন তোমারা আগুন দেখবে তখন আল্লাহু আকবর তাকবীর বলবে, কেননা তাকবীর আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[৪৩৫]

মজলিসের কাফফারা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক মজলিসে বসে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথাবার্তা বলেছে, সে উক্ত মজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলে -

---

[৪৩৪] আবু দাউদ : ৫১০৩, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ

[৪৩৫] ইবনুস সুন্নী "আমলুল ইওয়াম ওয়াল-লাইলাহ" : ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭.২৯৮ যাদুল মাআদ : ৪/২১২-২১৩, মাজমূউল ফাতাওয়া : ২৪/২২৯

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি", তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৪৩৬] অপর বর্ণনায় আছে, যদি সে ভালো মজলিসে থাকে তাহলে দু'আ তার জন্য মহর স্বরূপ হবে আর ভালো মন্দ মিশ্রিত মজলিসে হলে তাহলে তার জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ، إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো কওমের লোকেরা কোনো সমাবেশে একত্রিত হওয়ার পর চলে যাবার সময় তাতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ না করেই চলে গেলে তা যেন গাধার শবদেহ। তা তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হবে।[৪৩৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتّٰى يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لِأَصْحَابِهِ " اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا

---

[৪৩৬] তিরমিজি : ৩৪৩৩

[৪৩৭] আবু দাউদ : ৪৮৫৫, নাসায়ী আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ, আহমাদ, হাকিম

وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا.

ইবনে উমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত বাক্যে তার সাহাবীগণের জন্য দু'আ না করে হঠাৎ কোন মজলিস হতে খুব কমই বিদায় হতেন।

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا.

হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে তুমি এত পরিমাণ আল্লাহভীতি ভাগ কর যা আমাদের মাঝে ও তোমার প্রতি অবাধ্যাচারী হওয়ার মাঝে বাধা হতে পারে এবং আমাদের মাঝে তোমার প্রতি আনুগত্য এত পরিমাণ প্রদান কর যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দিবে, এতটা দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান কর যার মাধ্যমে তুমি পৃথিবীর যে কোন অনিষ্ট আমাদের জন্য সহজসাধ্য করবে, যতক্ষণ আমাদের তুমি জীবিত রাখ ততক্ষণ আমাদের শ্রবণশক্তি, আমাদের চক্ষু ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে আমাদের জীবনোপকরণ দান কর (কিংবা আমাদের চোখ-কান মৃত্যু পর্যন্ত তাজা ও সুস্থ রাখ), আর তাকে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও।

আমাদের উপর যে যুলুম করে তার প্রতি আমাদের প্রতিশোধ সুনির্ধারিত কর, আমাদের প্রতি যে দুশমনী করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহযোগিতা কর, আমাদের ধর্ম পালনে আমাদেরকে বিপদাক্রান্ত করো না, দুনিয়া অর্জনকে আমাদের ও আমাদের জ্ঞানের

উদ্দেশ্যে রূপান্তর করো না এবং আমাদের প্রতি যে দয়া করবে না তাকে আমাদের উপর প্রভাবশালী (শাসক নিয়োগ) করো না"।[৪৩৮]

ক্রোধের সময় যা করবে ও বলবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪৩৯]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

সুলাইমান ইবনে সুরাদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন দু'জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 'আমি শয়তান হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই'। তবে তার রাগ চলে যাবে।[৪৪০]

---

[৪৩৮] তিরমিজি : ৩৫০২, আল-কালিমুত তাইয়য়্যিব : ২২৫/১৬৯, মিশকাত : ২৪৯২ নাসায়ী আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ : ৪০২

[৪৩৯] সূরা ফুসসিলাত : ৩৬

[৪৪০] বুখারী : ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫ মুসলিম : ২৬১০

عَنْ عَطِيَّةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

আতিয়্যাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন অযু করে নেয়।[৪৪১]

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

আবু যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগের উদ্রেক হয় তাহলে সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ দূর হয় তো ভালো, অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে।[৪৪২]

বিপদগ্রস্ত লোককে দেখার সময় যা বলবে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক কোন রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে বলে -

---

[৪৪১] আবু দাউদ : ৪৭৮৪

[৪৪২] আবু দাউদ : ৪৭৮২, মুসনাদে আহমদ : ৭/১৬৩-১৬৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا .

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন", সে উক্ত ব্যাধিতে কখনো আক্রান্ত হবে না।[৪৪৩]

বাজারে প্রবেশের সময় যিক্‌র

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيَنِيْ أَخِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهٗ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ .

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি' ﷺ বলেন, আমি মক্কায় পৌঁছালে আমার ভাই সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তার বাবা হতে, তার দাদার সনদে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক বাজারে প্রবেশ করে বলে -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

---

[৪৪৩] তিরমিজি : ৩৪৩২

"আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, সকল ক্ষমতা তারই, সমস্ত প্রশংসা তার জন্য, তিনিই প্রাণ দান করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, তার হাতেই মঙ্গল এবং তিনিই সবসময় প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতার অধিকার",
তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দশ লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার দশ লক্ষ গুণ সম্মান বৃদ্ধি করেন।[৪৪৪]

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً.

বুরায়দাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন বাজারে প্রবেশ করলে বলতেন -

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً.

আল্লাহ তা'আলার নামে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বাজারের কল্যাণ এবং এতে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই এর অকল্যাণ হতে এবং এতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, এতে যেন কোন ক্ষয়-ক্ষতি ও ক্রয়-বিক্রয়ের ফাঁদে না পড়ি।[৪৪৫]

---

[৪৪৪] তিরমিজি : ৩৪২৮

[৪৪৫] বায়হাক্বী-দা'ওয়াতুল কাবীর, মুসতাদারাক লিল হাকিম : ১৯৭৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর : ৩০০, য'ঈফ আল জামি' : ৪৩৯১, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী : ৫৫৩৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব : ২৩১

পশু হোঁচট খেলে যিক্‌র

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ . فَقَالَ : لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَعَاظَمَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلَ بِقُوَّتِيْ وَلٰكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَصَاغَرَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ .

আবুল মালীহ ﷺ হতে এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জন্তুযানে নবী ﷺ এর পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তাঁর সাওয়ারী হোঁচট খেলে আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন, একথা বলো না যে, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। কেননা তুমি একথা বললে সে অহংকারে ঘরের মতো বড় আকৃতির হয়ে যাবে এবং সে বলবে, আমার ক্ষমতায় হয়েছে। অতএব বলো, بِسْمِ اللهِ । যখন তুমি بِسْمِ اللهِ বলবে তখন শয়তান সংকীর্ণ হয়ে মাছির মত হয়ে যাবে।[৪৪৬]

হাদিয়া বা সদকা পেলে দাতার জন্য দু'আ

হযরত আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাউকে কোন হাদিয়া দেয়া হলে কিংবা সদকা করা হলে সে যে দু'আ করবে আমরা তার জন্য সে দু'আই করব এতে তার দু'আর পরিবর্তে দু'আ আর আমাদের হাদিয়া ও সদকার প্রতিদান আমাদের জন্য রয়ে যাবে।[৪৪৭]

---

[৪৪৬] আবু দাউদ : ৪৯৮২

[৪৪৭] নাসায়ী আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ : ৩০৩

যার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া হলো

হযরত আবু আইয়্যুব রা হতে বর্ণিত তিনি রাসূল ﷺ এর দাড়ি মুবারক হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিলে রাসূল ﷺ বলেন, হে আবু আইয়্যুব! আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে তোমার অপছন্দনীয় বস্তু দূর করে দিন।

নতুন ফল দেখার সময় যিক্‌র

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَفِيْ ثِمَارِنَا وَفِيْ مُدِّنَا وَفِيْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ . ثُمَّ يُعْطِيْهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ .

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, মৌসুমের প্রথম ফল রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেয়া হত। তিনি তখন বলতেন, "হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায়, আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে), আমাদের মুদ-এ ও আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, বরকতের উপর বরকত দান করুন।" অতঃপর তিনি ফলটি তার নিকট উপস্থিত সবচেয়ে ছোট শিশুকে দিয়ে দিতেন।[৪৪৮]

---

[৪৪৮] মুসলিম : ১৩৭৩

ভালো কিছু দেখলে কিংবা নজর লাগার আশংকা হলে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ

তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছে করেছেন (তা-ই হয়েছে), আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই।[৪৪৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ.

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুদৃষ্টির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাস্তব। কোন বিষয় যদি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত, তাহলে কুদৃষ্টি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত।[৪৫০]

অন্য হাদীসে আছে, তোমাদের কেউ যখন নিজের জীবন ও সম্পদে মনোমুগ্ধকর কিছু দেখে সে যেন তাতে বরকত কামনা করে কেননা কুদৃষ্টির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাস্তব।

অন্য হাদীসে আছে, কেউ যখন মনোমুগ্ধকর কিছু দেখে সে যেন বলে -

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ

অন্য হাদীসে আছে -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا .

---

[৪৪৯] কাহাফ : ৩৯

[৪৫০] মুসলিম : ২১৮৮

আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় চাইতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দুটি গ্রহণ করেন এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করেন।[৪৫১]

শুভ ও অশুভ লক্ষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ. قَالَ: قِيْلَ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ".

আনাস ইবনে মালিক ﷺ এর সনদে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ ও কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে আমাকে আনন্দ দেয় ফাল ও সুলক্ষণ। বর্ণনাকারী বলেন, তখন বলা হলো- ফাল কী? তিনি বললেন, উত্তম কথা।[৪৫২]

রাসূল ﷺ সুলক্ষণকে পছন্দ করতেন যেমন হিজরতের সফরে এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলে রাসূল ﷺ তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে বললো বারিদা, রাসূল ﷺ তখন ভাল ধারণা করে বলেন, আমাদের বিষয় সহজ হয়ে গেল (তথা তিনি বারিদা শব্দকে বারদ হিসেবে নিলেন, যার অর্থ শীতল হলো)।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, যেন আমরা উক্‌বাহ ইবনে রাফি' এর গৃহে রয়েছি। তখন আমাদের নিকট ইবনে তাব* নামক খেজুর হতে কিছু তাজা খেজুর নিয়ে আসা হলো। তখন আমি এর বিশ্লেষণ করলাম- পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্য উন্নতি এবং আখিরাতে উত্তম পরিণতি। আর আমাদের দ্বীন অবশ্যই উত্তম।

---

[৪৫১] তিরমিজি : ২০৫৮, নাসায়ী : ৫৪৯৪, ইবনু মা-জাহ : ৩৫১১

[৪৫২] বুখারী : ৫৭৫৬, ৫৭৭৬, মুসলিম : ২২২৪

* ابْنِ طَابَ। ইবনে তাব আরবের উন্নতমানের খেজুরসমূহের একটি।

طَابَ শব্দের অর্থ হলো উত্তম।

আর কুলক্ষণ হলো, মুআবিয়াহ্ ইবনে হাকাম সুলামী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করে থাকে। তিনি বললেন, সেটি এমন একটি জিনিস, যা তোমাদের কেউ তার মনে উপলব্ধি করে, তবে সেটি যেন তোমাদের (কাজ-কর্ম হতে) বিরত না রাখে।[৪৫৩]

قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ : ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

আহমাদ আল-কুরাশী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, শুভ লক্ষণ হচ্ছে ফা'ল। এমন অশুভ কিছু নেই যা মুসলিমকে কোনো কাজে বা কোথাও যাত্রা থেকে বিরত রাখতে পারে। তবে তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোনো অসুবিধাজনক কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আপনিই তো কল্যাণদাতা এবং আপনিই তো অকল্যাণ দূরকারী। আপনি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই, শক্তিও নেই।"[৪৫৪]

---

[৪৫৩] মুসলিম : ৫৩৭

[৪৫৪] আবু দাউদ : ৩৯২৯

বাথরুমে প্রবেশ ও বের হওয়ার যিক্‌র

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

আনাস ইবনে মালিক ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪৫৫]

হযরত সাঈদ ইবনে মানছুর এর সাথে "بِسْمِ اللّٰهِ বলা বৃদ্ধি করেছেন।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتٰى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

যায়িদ ইবনে আরক্বাম ﷺ সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সাধারণত, পায়খানার স্থানে শয়তান এসে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন বলে -

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে শয়তান ও যাবতীয় অপবিত্রতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি।[৪৫৬]

---

[৪৫৫] বুখারী : ১৪২, ৬৩২২, মুসলিম : ৩৭৫

[৪৫৬] আবু দাউদ : ০৬, ইবনু মাজাহ : ২৯৬, নাসায়ী 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' : ৭৫, ৭৬, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ : ৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান : ১২৭, আহমাদ : ৪/৩৬৯, ৩৭৩, তায়ালিসি মুসনাদ বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' : ১/৯৬

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَه أَنْ يَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

আবু উমামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন এ কথা বলতে অপারগ না হয় - اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

হে আল্লাহ্! আমি কদর্যতা, অপবিত্রতা, কদাকার ও ক্ষতিকর বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাই।[৪৫৭]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللهِ .

আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জিনের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হলো- যখন তাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করে সে যেন بِسْمِ اللهِ বলে।[৪৫৮]

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ " غُفْرَانَكَ ".

আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন, غُفْرَانَكَ (হে আল্লাহ) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৪৫৯]

---

[৪৫৭] ইবনে মাজাহ : ২৯৯

[৪৫৮] ইবনে মাজাহ : ২৯৭

[৪৫৯] মুসনাদে আহমদ : ৮/২৮৮, আবু দাউদ : ৩০, তিরমিজি : ৭, ইবনে মাজাহ : ৩০০

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ .

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ .

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন।[৪৬০]

অযুর পূর্বের যিক্‌র

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوْءًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ. وَيَقُوْلُ: تَوَضَّؤُوْا بِسْمِ اللّٰهِ،

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী পানি খোঁজ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো নিকট পানি আছে কি? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন بِسْمِ اللّٰهِ বলে অযু কর।[৪৬১]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا جَابِرُ! نَادِ بِوَضُوْءٍ . فَقُلْتُ أَلَا وَضُوْءَ أَلَا وَضُوْءَ أَلَا وَضُوْءَ... وَقَالَ " خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عَلَيَّ وَقُلْ بِاسْمِ اللّٰهِ " . فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِاسْمِ اللّٰهِ . فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

---

[৪৬০] ইবনে মাজাহ : ৩০১, ইরওয়ায়িল গালীল : ৫৩, জামি সগীর : ৪৭১, ৪৩৭৮, ৪৩৮৮; মিশকাত : ৩৭৪

[৪৬১] নাসায়ী : ৭৮, মুসনাদে আহমাদ : ১২৭১৭, ইবনু খুযায়মাহ : ১৪৪, বায়হাক্বী'র "সুনানুল কুবরা" : ১/৪৩, দারাকুত্বনী : ১

জাবির ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে জাবির! অযু করার জন্য ঘোষণা দাও। আমি ঘোষণা করলাম, হে লোক সকল অযু করো, অযু করো, অযু করো। রাসূল ﷺ আরো বললেন, হে জাবির! ঐ মশকটি নিয়ে এসো এবং بِسْمِ اللهِ বলে তার পানি আমার হাতের উপর ঢালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ অনুযায়ী بِسْمِ اللهِ বলে আমি সেটার পানি ঢাললাম। অমনি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য হতে পানি উথলিয়ে উঠছে।[৪৬২]

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِه، عَنْ أَبِيْهَا، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ .

রাবাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হুয়াইত্বিব হতে তার দাদীর সূত্রে, তিনি তার পিতার (সাঈদ ইবনে যাযড়দ) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (সাঈদ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অযুর শুরুতে بِسْمِ اللهِ বলেনি তার অযু হয়নি।[৪৬৩]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَه وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ .

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তির সালাত হয় না যে (সঠিকভাবে) অযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির অযু হয় না যে তাতে আল্লাহ তা'আলার নাম নেয় না।[৪৬৪]

---

[৪৬২] মুসলিম : ৩০১৩
[৪৬৩] তিরমিজি : ২৫
[৪৬৪] আবু দাউদ : ১০১

অযুর পরের দু'আ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه إِلَّا فُتِحَتْ لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

উকবাহ ইবনে আমির আল জুহানী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে অযু করে এ দু'আ পড়বে -

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه.

তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৪৬৫]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ فُتِحَتْ لَه ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করার পর বলে -

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি নবী

---

[৪৬৫] মুসলিম : ২৩৪

ﷺ তার বান্দাহ ও তারই রাসূল; হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছামত যে কোন দরজা দিয়েই তাতে যেতে পারবে।[৪৬৬]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ " فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ " . ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ . فَقَالَ...

উক্ববাহ ইবনে আমির আল-জুহানী ﷺ নবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় উত্তমরূপে অযু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে (দু'আ পড়ার কথা) বলেছেন।[৪৬৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ .

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর তিনবার বলে -

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শারীক নাই, তিনি একক এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, তার জন্য জান্নাতের আটটি

---

৪৬৬ তিরমিজি : ৫৫

৪৬৭ দারিমী : ৭১৬, আহমাদ : ৪/১৫০, নাসায়ী 'আমামুল ওয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' : ৮৪

দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।[৪৬৮]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِيْ رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযু করে অতঃপর বলে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি।
তার জন্য তা এক শুভ্র পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেওয়া হয়, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।[৪৬৯]
অযুর বিবিধ অঙ্গ ধৌত করার সময় সাধারণত যে সকল যিক্‌র করা হয় এর কোনো ভিত্তি রাসূল ﷺ হতে নেই, সাহাবী তাবেয়ীদের থেকেও নেই এবং চার ইমামের থেকেও নেই। তবে এ বিষয়ক রাসূল ﷺ এর নামে কিছু মিথ্যা কথা আছে।[৪৭০]

---

[৪৬৮] ইবনে মাজাহ : ৪৬৯, আহমাদ : ১৩৩৮১, আবূ দাউদ : ১০৫০ সহীহ, জামি সগীর : ৬১৬৮, মাজাহ : ১০৯০ সহীহ, তিরমিযী : ৪৯৮ সহীহ, মিশকাত : ১৩৮৩ সহীহ, ইরওয়াহ : ৯৬, সহীহ আবূ দাউদ : ১৬২, সহীহ তারগীব : ২১৯

[৪৬৯] নাসাঈর কুবরা : ৯৯০৯, হাকেম : ২০৭২, ত্বাবারানীর আওসাত্ব : ১৪৫৫, সহীহ তারগীব : ২২৫

[৪৭০] যাদুল মাআদ : ১/১৯৫, মানারুল মুনিফ : ৯৬-৯৭ আল আযকার : ১/১১৬

জানাজার সালাত

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ: صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِه وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

আওফ ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযায় যে দুআ পড়লেন, আমি তার সে দু'আ মনে রেখেছি। দু'আয় তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও ও তার প্রতি দয়া কর। তাকে নিরাপদে রাখ ও তার ত্রুটি মার্জনা কর। তাকে উত্তম সামগ্রী দান কর ও তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা মুছে দাও এবং পাপ থেকে এরূপভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাকে তার ঘরকে উত্তম ঘরে পরিণত কর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে

জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।[৪৭১]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَه مِنَّا فَأَحْيِه عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّه عَلَى الْإِيمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَه.

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাতে এ দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَه مِنَّا فَأَحْيِه عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّه عَلَى الْإِيمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَه.

হে আল্লাহ্! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখো তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করো, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদের পথভ্রষ্ট করো না।[৪৭২]

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَسَمِعْتُه يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ، فَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِه مِنْ

---

[৪৭১] মুসলিম : ৯৬৩

[৪৭২] আবু দাউদ : ৩২০১

فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

ওয়াসিলা ইবনে আসকা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাথে নিয়ে মুসলিমদের এক লোকের জানাযার সালাত আদায় করলেন। তখন আমি তাকে এ দু'আ করতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার দায়িত্বে থাকলো, আপনি তাকে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।" আব্দুর রাহমানের বর্ণনায় রয়েছে, "এ ব্যক্তি আপনার যিম্মায় ও প্রতিবেশী থাকলো। সুতরাং আপনি তাকে কবরের বিপদ ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আপনি তো প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা আপনিই একমাত্র ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৪৭৩]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَمَّاخٍ ﷺ قَالَ: شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: أَمَعَ الَّذِيْ قُلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَلَامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذٰلِكَ؟ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَه.

আলী ইবনে শাম্মাখ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি আবু হুরায়রা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, মৃতের জানাযায় আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কোনো দু'আ পড়তে শুনেছেন? তিনি বললেন, আপনি কি এ কথাই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? মারওয়ান বললেন, হ্যাঁ। ইবনে শাম্মাখ

---

[৪৭৩] আবু দাউদ : ৩২০২

বলেন, ইতিপূর্বে তাদের উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে কথোপকথন হয়। আবু হুরায়রা বললেন, তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন -

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا. وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا. وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ. وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا. جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَه.

"হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো, তুমি তাকে ইসলামের পথে হেদায়েত দিয়েছো, তুমি তার রূহ কবয করেছো, তুমি তার গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই অবহিত। 'আমরা তোমার কাছে তার সুপারিশকারী হিসেবে এসেছি, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।[৪৭৪]

আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে ফেললে যিক্‌র

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِيْ حَلِفِه بِاللَّاتِ . فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِه تَعَالَ أُقَامِرْكَ.فَلْيَتَصَدَّقْ .

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কসম করে এবং সে কসম করতে গিয়ে বলে, লাতের কসম সে যেন এর পরপরই বলে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন এর সাথে সাথেই কিছু সদকা করে দেয়।[৪৭৫]

সুতরাং যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে শপথ করে তার কাফফারা হলো لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ কেননা নবী করিম ﷺ বলেন, যে গায়রুল্লাহর নামে শপথ করে সে শিরক করলো। আর শিরকের কাফফারা তাওহীদ

---

[৪৭৪] আবু দাউদ : ৩২০০

[৪৭৫] মুসলিম : ১৬৪৭

আর তা হলো لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ। যে ব্যক্তি বলে, আস! আমারা জুয়া খেলি সেও মন্দ ও অশ্লীল কথা বললো, আর এর কাফফারা হলো জুয়ার বিপরীত কাজ আর তা হলো সদকা।

عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ وَلَا تَعُدْ.

সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লাত ও উয্যার নামে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বলো, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। অতঃপর তুমি তিনবার বামদিকে থুথু নিক্ষেপ করো এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো, আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করো না।[৪৭৬]

মুসলিম ভাইয়ের গীবত করে ফেললে যিক্‌র

ইমাম বায়হাকি ﷺ তার "আদ দাওয়াতুল কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, গীবতের কাফফারা হলো যার গীবত করা হলো তার জন্য ইস্তেগফার করা। এভাবে বলা হে আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

এ মাসআলায় উলামায়ে কেরামের দু'টি মতামত রয়েছে, তা হলো গীবত হতে তাওবাহ করতে গীবতকৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তেগফার করলে হবে নাকি তাকে জানিয়ে তার কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে?

বিশুদ্ধ মত হলো গীবতকৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তেগফার করলে এবং গীবতকৃত স্থানে তার প্রসংশা করলে যথেষ্ট হবে, তাকে জানিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ এ মতকেই পছন্দ করেছেন।

---

[৪৭৬] ইবনে মাজাহ : ২০৯৭, নাসায়ী : ৩৭৭৬, ৩৭৭৭, ইরওয়াহ : ৮/১৯২

আর যারা বলেন গীবতকৃত ব্যক্তিকে জানিয়ে তার কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে, তারা গীবতকে অর্থনৈতিক হক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ উভয়ের মাঝে ভিন্নতা সুস্পষ্ট। অর্থনৈতিক অধিকারে মাজলুমকে হুবহু অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার দ্বারা সে উপকৃত হয়, যদি সে ইচ্ছা করে অর্থ গ্রহণ করবে নতুবা ফিরিয়ে দিবে।
আর গীবতের ক্ষেত্রে এমনটি সম্ভব নয়, তাকে জানানোর দ্বারা শরিয়তের ইচ্ছার বিপরীত কাজ হয় কেননা এতে গীবতকৃত ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে ও কষ্ট দেয়, সে যখন শুনে তাকে কি অপবাদ দেয়া হলো। কখনো কখনো এটি শত্রুতারও সৃষ্টি করে। এবং গীবতকৃত ব্যক্তি কখনই তাকে আর ক্ষমা করে না। যা শরিয়ত পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা যিনি হাকিম প্রজ্ঞাময় তিনি এমন কাজের নির্দেশ ও আবশ্যক করে দেয়া দূরে থাক অনুমোদন ও বৈধতাও দেন না। শরীয়তের উদ্দেশ্যই হলো ফিতনা শেষ করা ফিতনা সৃষ্টি করা নয়। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে করণীয়

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَكَبِّرُوْا وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا.

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তা'আলার দুটি নিদর্শন। আর চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয় না। অতএব তোমরা যখন চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাকবীর বল আর আল্লাহ

তা'আলার কাছে দু'আ কর এবং সালাত আদায় কর ও সদকা কর।
৪৭৭

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِيْ. بِأَسْهُمِيْ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتّٰى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় আমি তীর নিক্ষেপ করেছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন আমি এগুলো ফেলে রেখে মনে মনে ভাবলাম, আজ সূর্যগ্রহণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নতুন কিছু প্রকাশ পায় কিনা তা অবশ্যই দেখব। আমি তার কাছে পৌছে গেলাম। এ সময় তিনি দু' হাত উঠিয়ে দুআ করছিলেন এবং তাকবীর বা اللهُ أَكْبَرُ, তাহমীদ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও তাহলীল বা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলায় মশগুল ছিলেন। অবশেষে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর তিনি দু'টি সূরা পাঠ করলেন এবং দু' রাকাত সালাত আদায় করলেন।[৪৭৮]

সূর্যগ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত, দাসমুক্তি, ও বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র, ও সদকা করতে বলেছেন, কেননা এ সকল ইবাদত বালা মুসিবত দূর করে।

---

[৪৭৭] বুখারী : ৯৯৭, ১০০০, মুসলিম : ৯০১
[৪৭৮] মুসলিম : ৯১৩

কিছু হারিয়ে গেলে দু'আ

হযরত ইবনে উমর ﷺ কেউ কিছু হারিয়ে গেলে তাকে বলতেন, তুমি বল -

اَللّٰهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ، هَادِيَ الضَّلَالَةِ، تَهْدِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ.

অন্য বর্ণনায় আছে হযরত ইবনে উমর رضي الله عنه কে হারানো বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সে অযু করবে দুই রাকার সালাত আদায় করবে, এরপর তাশাহহুদ পরে বলবে -

اَللّٰهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ، هَادِيَ الضَّلَالَةِ، تَهْدِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ.

অন্য বর্ণনায় আছে, কেউ কিছু হারিয়ে ফেললে সে যেন বলে -

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ.

তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা ফিরিয়ে দিবেন।[৪৭৯]

আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা এবং এটি তাসবীহের দানা হতে উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِيْنِهِ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আঙ্গুলে গুণে গুণে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। ইবনে কুদামাহ ﷺ বলেন, ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা।[৪৮০]

---

[৪৭৯] التاريخ المجدد لمدينة السلام لابن النجار

[৪৮০] আবু দাউদ : ১৫০২, তিরমিযী : ৩৪১০, নাসায়ী : ১৩৪৭, ইবনু মাজাহ : ৯২৬

عَنْ يُسَيْرَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

ইউসায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তাকবীর বা اَللهُ أَكْبَرُ, তাকদীস বা سُبْحَانَ اللهِ এবং তাহলীল বা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এগুলো খুব ভালভাবে স্মরণে রাখবে এবং এগুলোকে আঙ্গুলে গুণে রাখবে। কেননা আঙ্গুলগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এগুলোও সেদিন (কিয়ামতের দিন) কথা বলবে।[৪৮১]

কুরআনুল কারীমের পর আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্যসমূহ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

সামুরা ইবনে জুনদাব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি পছন্দনীয় কালাম চারটি। سُبْحَانَ اللهِ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (এক) আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর উপাস্য নেই এবং اَللهُ أَكْبَرُ আল্লাহ তা'আলা

---

[৪৮১] আবু দাউদ : ১৫০১, তিরমিযী : ৩৫৮৫, আহমাদ : ৬/৩৭০

সর্বশ্রেষ্ঠ। এগুলোর যে কোন শব্দ দ্বারা তুমি আরম্ভ কর, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।[৪৮২]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الْكَلَامِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

সামুরা ইবনে জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চারটি শ্রেষ্ঠ বাক্য আছে তার যে কোনটি দিয়ে শুরু করাতে তোমার ক্ষতি নেই, سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ তা'আলা মহান)।[৪৮৩]

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

আবু যার ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কালাম সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশতা কিংবা তার বান্দাদের জন্য যে কালাম নির্বাচন করেছেন, আর তা হলো- سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি"।[৪৮৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

---

[৪৮২] মুসলিম : ২১৩৭

[৪৮৩] ইবনে মাজাহ : ৩৮১১

[৪৮৪] মুসলিম : ২৭৩১

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'টি কালিমাহ জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হালকা, মীযানের পাল্লায় খুবই ভারী, রহমান পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। তা হলো -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ .

আমি আল্লাহ তা'আলার সমস্ত প্রশংসা, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, আমি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।'[৪৮৫]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَأَنْ أَقُوْلَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি বলি -

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ .

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান" পড়া আমার নিকট বেশি প্রিয়, সে সব বিষয়ের চেয়ে, যার উপর সূর্য উদিত হয়।[৪৮৬]

অধিক সাওয়াবের যিক্‌র

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ ! قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ

---

[৪৮৫] বুখারী : ৬০৪৩, মুসলিম : ২৬৯৪

[৪৮৬] মুসলিম : ২৬৯৫

قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ . سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

জুওয়াইরিয়াহ ﵂ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরবেলা ফজরের সালাত আদায় করে তার নিকট থেকে বের হলেন। ঐ সময় তিনি সালাতের স্থানে বসাছিলেন। এরপর তিনি চাশতের পরে ফিরে আসলেন। এমতাবস্থায়ও তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলাম তুমি সে অবস্থায়ই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমার নিকট হতে রওনার হওয়ার পর চারটি কালিমাহ তিনবার পড়েছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওযন করা হলে এ কালিমাহ চারটির ওযনই ভারী হবে। কালিমাগুলো এই -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার মাখলুকের সংখ্যার পরিমাণ, তার সন্তুষ্টির পরিমাণ, তার আরশের ওযন পরিমাণ ও তার কালিমাসমূহের সংখ্যার পরিমাণ।"[৪৮৭]

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّه دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ قَالَ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

---

[৪৮৭] মুসলিম : ২৭২৬

আইশা বিনতে সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এক মহিলার ঘরে যান, যার সামনে ছিল খেজুরের অনেকগুলো বিচি অথবা নুড়ি পাথর, যার সাহায্যে সে তাসবীহ পাঠ করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়েও সহজ ও উত্তম পথ প্রসঙ্গে জানাবো না?

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ. وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ . وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ. وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

"আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র আকাশে তার সৃষ্টি জীবের সমসংখ্যক, আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র দুনিয়াতে তার সৃষ্ট জীবের সমসংখ্যক, আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র এতদুভয়ের মধ্যকার সৃষ্টির সমসংখ্যক, আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র তিনি যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করবেন তার সমসংখ্যক, অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা মহান, অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, অনুরূপ সংখ্যকবার আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কল্যাণ করার বা ক্ষতিসাধনের আর কোন শক্তি নেই"।[৪৮৮]

---

[৪৮] আবুদাউদ : ৩৫৬৮

একাকীত্ব অনুভব করলে যা বলবে

হযরত বারা ইবনে আযিব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে একাকীত্বের অভিযোগ করলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ দু'আ পড়তে বললেন -

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ . جَلَّلْتَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضِ بِالْعِزَّةِ، وَالْجَبَرُوتِ.

লোকটি এ দু'আ পড়লো এবং তার একাকীত্ববোধ চলে গেল।[৪৮৯]

নতুন পোশাক পরিধানের যিক্‌র

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا، أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى.

আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, জামা অথবা পাগড়ি, এর নাম উচ্চারণ করে তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন -

---

[৪৮৯] তবারানী আল কাবীর : ২/২৪, বায়হাক্বী আদ দাওয়াতুল কাবীর : ১/১২৯, আবু নায়ীম মারেফাতুস সাহাবাহ : ১/৩৮৫-৩৮৬

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَه. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ. وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَه.

আবু নাদরাহ ﵁ বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কেউ নতুন কাপড় পরলে তাকে বলা হতো, এ কাপড় যেন তোমার দ্বারা পুরাতন হয় এবং মহান আল্লাহ তা'আলা যেন এর পরে তোমায় আরো কাপড় পরান।[৪৯০]

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ، وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ.

সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস ﵁ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কাপড় পরার সময় এ দু'আ পাঠ করবে তার আগে পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ، وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করে পরালেন।[৪৯১]

---

[৪৯০] আবু দাউদ : ৪০২০

[৪৯১] আবু দাউদ : ৪০২৩

ফজর দেখার সময় দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) নবী ﷺ যখন ভ্রমণে থাকতেন তখন সকালবেলা বলতেন -

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

শ্রবণকারী শ্রবণ করুক এবং আল্লাহ তা'আলার দেয়া কল্যাণ ও নেয়ামতের উপর আমাদের প্রশংসার সাক্ষী থাকুক। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের সাথী হোন এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ দান করুন। আমি মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাই।"[৪৯২]

আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত ও তাকদীরের প্রতি সমর্পিত হওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন বিদেশে সফর করে কিংবা কোথাও যুদ্ধে

---

[৪৯২] মুসলিম : ২৭১৮

লিপ্ত হয় তাদের সম্বন্ধে বলে, 'তারা আমাদের কাছে থাকলে মৃত্যুবরণ করত না, নিহতও হত না'। ফলে আল্লাহ তা'আলা এটিকে তাদের মনের অনুতাপে পরিণত করে দেন, বস্তুত, আল্লাহ্ তা'আলাই জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা'আলা তার সম্যক দ্রষ্টা।[৪৯৩]

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেন যারা বলে এমন এমন করলে এমন এমন হতো না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, "যদি" শব্দ সম্পর্কে সাবধান থাকো। কেননা "যদি" শব্দ শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।[৪৯৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَّأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ، اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا . وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শক্তিধর ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম ও অতীব পছন্দনীয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে, যাতে তোমার উপকার রয়েছে তা অর্জনে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য কামনা কর। তুমি অক্ষম হয়ে যেও না। এমন বলো না যে, যদি আমি এমন এমন

---

[৪৯৩] আলে ইমরান : ১৫৬

[৪৯৪] ইবনে মাজা : ৪১৬৮, মুসলিম : ২৬৬৪, আহমাদ : ৮৫৭৩, ৮৬১১, যিলালুল জান্নাহ : ৩৫৬

করতাম তবে এমন হত না। বরং এ কথা বল যে, আল্লাহ তা'আলা যা নির্দিষ্ট করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের কর্মের দুয়ার খুলে দেয়।[৪৯৫]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّه حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَضٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ. وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ. فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

আওফ ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ দু'জন লোকের মাঝে বিচার করলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির বিপক্ষে রায় হয়েছে, সে চলে যাওয়ার সময় বলল, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। তখন নবী ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অচেতন মূর্খকে তিরস্কার করেন। তোমাকে সচেতন ও সজাগ হওয়া উচিত। এরপরও যদি তোমার ওপর কোনো বালা-মুসিবত এসে পড়ে তাহলে -

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

(আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী) বলো।

রাসূল ﷺ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এমন কথা বলতে নিষেধ করেন, যা উপকার করে না বরং ক্ষতি করে এবং তাকে আবশ্যকীয় সকল উপায় উপকরণ গ্রহণ করতে আদেশ করেন। এরপর যদি সে অক্ষম হয় তাহলে বলবে -

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

---

[৪৯৫] মুসলিম : ২৬৬৪

আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।[৪৯৬]

যদি সে উপায় উপকরণ অবলম্বনের পর বলে حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। তাহলে সে প্রশংসিত হবে এবং তার কথা ও কাজে উপকৃত হবে। আর যদি সে উপায় উপকরণ অবলম্বন গ্রহণ না করে অক্ষমতা পেশ করে এ কথা বলে তাহলে সে উপায় উপকরণ অবলম্বন না করার কারণে তিরস্কৃত হবে এবং একথা তার সে উপকার করবে না যে উপকার উপায় উপকরণ অবলম্বনকারীর করে।[৪৯৭]

বান্দার জন্য আবশ্যকীয় দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনাসমূহ

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ .

আয়েশা ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিপূর্ণ বাক্যে দু'আ করা পছন্দ করতেন (যে দু'আয় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কথা থাকে), এছাড়া অন্যান্য দু'আ ত্যাগ করতেন।[৪৯৮]

عَنِ ابْنٍ لِسَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّه قَالَ : سَمِعَنِيْ أَبِيْ وَأَنَا أَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ! إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ " سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ " . فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ إِنْ أُعْطِيْتَ

---

[৪৯৬] আবূ দাউদ : ৩৬২৪, ৩৬২৫

[৪৯৭] যাদুল মাআদ : ২/৩৬২-৩৬৩, মাজমূউল ফাতাওয়া

[৪৯৮] আবূ দাউদ : ১৪৮২

الْجَنَّةَ أُعْطِيْتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ. وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّرِّ.

সা'দ ﷺ এর এক পুত্রের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত, তার সমস্ত নেয়ামাত ও আনন্দদায়ক বস্তু চাই এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আগুন হতে ও তথাকার শক্ত শিকল ও হাতকড়া বেড়ী হতে, এবং এ জাতীয় দু'আ।' তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শীঘ্রই এমন জাতির আবির্ভাব হবে যারা দু'আর মধ্যে সীমালঙ্ঘন করবে। সাবধান! তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। তোমাকে জান্নাত দেয়া হলে সমগ্র জান্নাত ও তার যাবতীয় কল্যণকর সম্পদও তোমাকে দেয়া হবে। আর যদি জাহান্নামের আগুন হতে রেহাই পাও তাহলে তথাকার যাবতীয় অমঙ্গল ও কষ্টদায়ক সব কিছু হতেই রেহাই পাবে।[৪৯৯]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে এই দু'আ শিখিয়েছেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নেই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি, যা

---

[৪৯৯] আবু দাউদ : ১৪৮০

তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা অবগত নই।[৫০০]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ . رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ. وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ. وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيْبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'আ করতেন,

رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ. وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ. وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيْبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

হে আমার রব!! আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন না। শত্রুর প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাকে জবাব দেয়ার তাওফীক দিন, তবে তাকে আমার উপর প্রতারক বানাবেন না। আমাকে কল্যাণের পথ দেখান, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার পথকে আমার জন্য সহজ করুন, যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার কৃতজ্ঞ ও স্মরণকারী, ভীত ও আনুগত্যকারী, আপনার প্রতি আস্থাশীল ও আপনার দিকে

---

[৫০০] ইবনে মাজাহ : ৩৮৪

প্রত্যাবর্তনকারী বানিয়ে দিন। হে রব্ব! আমার তওবা কবুল করুন, আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে পরিষ্কার করুন, আমার ডাকে সাড়া দিন, আমার ঈমান ও আমলের প্রমাণে আমাকে কবরে ফেরেশতাদের প্রশ্নে স্থির রাখুন, আমার অন্তরকে সরল পথের অনুসারী করুন, আমার জিহ্বাকে সদা সত্য বলার তাওফীক দিন এবং আমার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও যাবতীয় দোষ হতে মুক্ত রাখুন।'[৫০১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, শোক-তাপ, অক্ষমতা-অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জোর-জবরদস্তি হতে আশ্রয় চাই।[৫০২]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ: لَا أَقُوْلُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ

---

[৫০১] আবূ দাউদ : ১৫১০, তিরমিযী : ৩৫৫১, ইবনু মাজাহ : ৩৮৩০, আহমাদ : ১৯৯৭

[৫০২] বুখারী : ৬৩৬৯, মুসলিম : ২৭০৬, নাসায়ী : ৫৪৪৯, তিরমিযী : ৩৪৮৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ : ২৯১৪১, আহমাদ : ১০৫২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী : ১২৯, সহীহ আল জামি' : ১২৮৯

خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا .

যায়দ ইবনে আরকাম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট তেমনই বলব যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন।

তিনি ﷺ বলতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا .

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই অপারগতা, অলসতা, ভীরুতা, বখিলতা, বার্ধক্যতা এবং কবরের শাস্তি থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে পরহেযগারিতা দান করুন এবং একে সংশোধন করে দিন। আপনি একমাত্র সর্বোত্তম সংশোধনকারী এবং আপনিই একমাত্র তার মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই এমন ইলম হতে যা কোন উপকারে আসবে না ও এমন অন্তঃকরণ থেকে যা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত হয় না; এমন আত্মা থেকে যা কখনও তৃপ্ত হয় না। আর এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।"[৫০৩]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ

---

[৫০৩] মুসলিম : ২৭২২

الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ . قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ .

নবী ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের মধ্যে এ বলে দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার কাছে গুনাহ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই।

আয়েশা ﵂ বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে এত আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? (এ কথা শুনে) তিনি ﷺ বললেন, কেউ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।[৫০৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ .

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵄ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দু'আর মধ্যে একটি ছিল এই যে -

---

[৫০৪] বুখারী : ৭৯৮, ২২৬৭, ৬০০৭, মুসলিম : ৫৮৯

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তি আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।[৫০৫]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ: قُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি "লাইলাতুল কদর" জানতে পারি তাহলে সে রাতে কি বলব? তিনি বললেন, "তুমি বল -

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

হে আল্লাহ! তুমি সম্মানিত ক্ষমাকারী, তুমি মাফ করতেই পছন্দ কর, অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও।[৫০৬]

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّه مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّه مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّه لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا .

হযরত আবু বকর رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, অবশ্যই তোমরা সততা অবলম্বন করবে। কারণ তা পুণ্যের সাথী এবং দু'টির অবস্থান

---

[৫০৫] মুসলিম : ২৭৩৯

[৫০৬] তিরমিজি : ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ : ৩৮৫০

জান্নাতে। তোমরা অবশ্যই মিথ্যাকে পরিহার করবে। কারণ তা পাপাচারের সাথী এবং এ দু'টির অবস্থান জাহান্নামে। তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা ঈমানের পর কাউকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার চেয়ে অধিক উত্তম কিছু দান করা হয়নি। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না এবং পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।[৫০৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :مَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনার চাইতে অধিক প্রিয় কিছু তার কাছে চাওয়া হয় না।[৫০৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَه مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَقَالَ لَه مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ: فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দু'আ সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন, তুমি তোমার রবের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। তারপর সে দ্বিতীয় দিন তার নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ﷺ কোন দু'আ সর্বোত্তম তিনি তাকে আগের মতই উত্তর দেন। তারপর সে তার নিকট তৃতীয়

---

[৫০৭] ইবনে মাজা : ৩৮৪৯, তিরমিযী : ৩৫৫৮, রাওদুন নাদীর : ৯১৭, তাখরীজুল মুখতার : ৬২-৬৪

[৫০৮] তিরমিযী : ৩৫১৫

দিন এলে তিনি আগের মতই উত্তর দেন এবং বলেন, যদি তুমি দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতের নিরাপত্তা লাভ করতে পার তাহলে মনে রেখো তুমি সফলতা লাভ করলে।[৫০৯]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ ، فَقَالَ " أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ ؟ قَالَ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا أَرْجُوْ بِهَا الْخَيْرَ . قَالَ " فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ.

মুআয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি তার দু'আয় বলছে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার সকল নিআমাত কামনা করি"। তিনি বলেন, সকল নিআমাত কি? সে বলল, আমি একটি দুআ করেছি যার উসীলায় কল্যাণ লাভের কামনা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পূর্ণ নেয়ামাত হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশলাভ এবং জাহান্নাম হতে রেহাই।[৫১০]

حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ .

আবু মালিক আল আশজাঈ ﷺ তার পিতার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক ইসলাম কবুল করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ দু'আ বলতে শিখিয়ে দিতেন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ .

হে আল্লাহ। আপনি আমাকে মাফ করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন।[৫১১]

---

[৫০৯] তিরমিযী : ৩৫১২
[৫১০] তিরমিযী : ৩৫২৭
[৫১১] মুসলিম : ২৬৯৭

মুসনাদে আহমদে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন -

اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.

হে আল্লাহ! আমাদের সব কাজের শেষ ফল সুন্দর করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও কবরের আজাব থেকে মুক্ত রাখুন।[৫১২]

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَلِظُّوْا بِـ " يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ".

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ বাক্যটি আবশ্যিকভাবে আঁকড়ে ধর।[৫১৩]

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

মু'আয ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ধরে বললেন, "হে মুআয! আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে মুআয! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে এ দো'আটি পড়া অবশ্যই ত্যাগ করবে না -

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুকর (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর।[৫১৪]

---

[৫১২] মুসনাদে আহমদ

[৫১৩] তিরমিযী : ৩৫২৪, ৩৫২৫

[৫১৪] আবূ দাউদ : ১৫২২, ৫৪৮২, ৫৪৮৩, আহমাদ : ২১৬২১

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ. قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا أَحَدٌ. قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِه أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِه أَعْطٰى.

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ আল-আসলামী ﷺ হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক লোককে তার দু'আ এভাবে বলতে শুনেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তা'আলার মহান নামের ওয়াসীলায় তার নিকটে প্রার্থনা করেছে, যে নামের ওয়াসীলায় দুআ করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যে নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।[৫১৫]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ صَحِبْتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ ﷺ فِيْ سَفَرٍ. فَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُوْلَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

---

[৫১৫] তিরমিজি : ৩৪৭৫

বনী হানযালার কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক সফরে শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ -এর সাথী হলাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব না যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলতে শিখাতেন? "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি কাজে অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ়তা, তোমার দেয়া নেয়ামাতের কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার সাথে তোমার ইবাদাত করার যোগ্যতা। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি সত্যবাদী জিহবা ও বিশুদ্ধ অন্তর। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার জানা সকল মন্দ হতে এবং কামনা করি তোমার জানা সকল কল্যাণ। আমি ক্ষমা চাই তোমার জানা সর্বপ্রকারের অপকর্ম হতে। অবশ্যই তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।[৫১৬]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي: يَا حُصَيْنُ! كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلٰهًا؟ قَالَ أَبِي سَبْعَةً سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ. قَالَ: فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ: قَالَ: يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي. فَقَالَ: قُلْ: اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতাকে বললেন, হে হুসাইন! তুমি প্রতিদিন কত উপাস্যের পূজা-আর্চনা কর? আমার পিতা বললেন, সাতজন, ছয়জন এ মাটির দুনিয়াতে এবং একজন আকাশে। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এদের মধ্যে কার থেকে আশা ও ভীতি অনুভব কর? তিনি বললেন, যে আকাশে আছে তার হতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হুসাইন, আহা! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে তাহলে

---

[৫১৬] তিরমিজি : ৩৪০৭

আমি তোমাকে দুটি বাক্য শিখিয়ে দিতাম যা তোমার কল্যাণে আসত।

রাবী বলেন, হুসাইন ﷺ ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যে দুটি বাক্য শিখিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, এখন তা আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বল -

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ .

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত নসীব কর এবং আমার নাফসের অনিষ্ট হতে আমাকে বাঁচাও।[৫১৭]

হযরত আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট আবু বকর রা আসলেন এবং বললেন, তুমি কি রাসূল ﷺ হতে কোন দু'আ শুনেছ যা আমাকে শিক্ষা দিবে? আমি বললাম তা কি? তিনি বলেন, হযরত ঈসা তার সঙ্গীদের শিক্ষা দিতেন, তিনি বলেন, যদি তোমাদের কারো উহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকে এর মাধ্যমে দু'আর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার সমাধান করে দিবেন।

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ، كَاشِفَ الْغَمِّ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ، رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، أَنْتَ رَحْمَانِيْ فَارْحَمْنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ .

হে আল্লাহ, আপনি পেরেশানি দুর করার মালিক, যত চিন্তা আছে সব চিন্তা লাঘবকারী, যারা দুর্দশাগ্রস্ত সকল নিরুপায় মানুষের দাওয়াত ও আহবানে সাঙা দানকারী, দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনি রহমান, উভয় জগতে আপনি রাহিম, আপনি আমাকে দয়া করেন। সুতরাং আমাকে এমন অনুগ্রহ দ্বারা দয়া করুন যা আপনি ছাড়া অন্য সবার অনুগ্রহ থেকে আমাকে সম্পুর্ণ অমুখাপেক্ষী করে দিবে।[৫১৮]

---

[৫১৭] তিরমিজি : ৩৪৮৩

[৫১৮] তাবরানী রচিত কিতাবুদ দুআ, হাদীস নং : ১০৪১, মুসাদরাকে হাকেম, হাদীস নং : ১৮৯৮

হযরত উম্মে সালামাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এভাবে তার রবের কাছে দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَثَبِّتْنِيْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقِّقْ إِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَاتِيْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِيْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَه وَجَوَامِعَه وَأَوَّلَه وَظَاهِرَه وَبَاطِنَه وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِيْ وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتَضَعَ وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ أَمْرِيْ وَتَطَهِّرَ قَلْبِيْ وَتَحْصِنَ فَرْجِيْ وَتُنَوِّرَ قَلْبِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِيْ نَفْسِيْ وَفِيْ قَلْبِيْ وَفِيْ سَمْعِيْ وَفِيْ بَصَرِيْ وَفِيْ رُوْحِيْ وَفِيْ خَلْقِيْ وَفِيْ خُلُقِيْ وَفِيْ أَهْلِيْ وَفِيْ مَحْيَايَ وَفِيْ مَمَاتِيْ وَفِيْ عَمَلِيْ فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْنَ.

হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উত্তম প্রার্থনা, দু'আ, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সাওয়াব, উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু কামনা করছি। আমাকে তুমি অটল অবিচল রাখ। আমার আমলনামা ভারী করে দাও, আমার ঈমানকে সুদৃঢ় কর, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আমার সালাত কবুল কর এবং আমার গুনাহ ক্ষমা কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত কর।

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি কল্যাণের শুরু, শেষ, পূর্ণাঙ্গ, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যসহ জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান কর। আমীন!

হে আল্লাহ! আমি যা উপস্থিত করছি, কর্ম করছি ও আমল করছি এবং এসবের উত্তম প্রতিদান অর্জনের জন্য তোমার নিকট মুনাজাত করছি। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুর কল্যাণসহ জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা তোমার কাছে চাই। আমীন!

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার মর্যাদা বুলন্দ কর, আমার গোনাহর বোঝা সরিয়ে নাও। আমার সবকিছু ঠিক করে দাও, আমার অন্তরকে পবিত্র কর, আমার লজ্জাস্থানকে হেফাজাত কর, আমার অন্তরকে আলোকিত কর, আমার গুনাহ ক্ষমা কর।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার মন ও আত্মায়, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিতে বরকত দান কর। বরকত দান কর আমার রূহে, আকৃতিতে, চরিত্র-মাধুর্যে, আমার পরিবারে, আমার জীবনে, মৃত্যুতে এবং আমার আমলে বরকত দান কর। সুতরাং আমার নেক আমল কবুল কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে তুমি আমাকে অধিষ্ঠিত করিও। আমীন![৫১৯]

রাসূল ﷺ আরো দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلٰى حُبِّكَ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভাল ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজসমূহ বর্জনের, দরিদ্রজনদের ভালবাসার তাওফীক চাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি যখন কোন গোত্রকে বিপদে ফেলার ইচ্ছা কর তখন তুমি আমাকে বিপদমুক্ত রেখে তোমার কাছে তুলে নিও। আমি প্রার্থনা করি তোমার ভালবাসা, যে তোমায় ভালবাসে তার ভালবাসা এবং এমন কাজের ভালবাসা যা তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে দেয়।[৫২০]

---

[৫১৯] হাকেম : ১/৫২০, বায়হাক্বী আদ দাওয়াতুল কাবীর : ১/১৬৭-১৬৮

[৫২০] হাকেম : ১/৫২১, তিমিজি : ৩২৩৫

সহীহ মুস্তাদরাকে হাকেমে আরো আছে, হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ.

হে আল্লাহ আপনি আমাকে যে রিয্ক দিয়েছেন তাতেই আমাকে পরিতৃপ্ত করে দিন আর তাতে বরকত দিন এবং প্রতিটি অদৃশ্য বিষয়ে কল্যাণ সহকারে আমার জন্য দিয়ে দাও।

এতে আরো আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا.

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন -

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا.

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি যা শিখিয়েছ তা দিয়ে আমাকে উপকৃত কর, আমার জন্য যা উপকারী হবে তা আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার ইলম (জ্ঞান) বাড়িয়ে দাও।[৫২১]

এতে আরো আছে -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ

---

[৫২১] তিরমিজি : ৩৫৯৯, ইবনে মাজাহ : ২৫১, ৩৮৮৩

وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَه لِيْ خَيْرًا .

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে এই দু'আ শিখিয়েছেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নেই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা অবগত নই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঐ মঙ্গলই চাচ্ছি যা চেয়েছেন তোমার (নেক) বান্দা ও তোমার নবী, আর তোমার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি যা হতে তোমার বান্দা ও নবী ﷺ পানাহ চেয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার জন্য যেসব ফায়সালা করে রেখেছ তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও।[৫২২]

অন্য বর্ণনায় আছে -

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَا سَلْمَانَ الْخَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ يُرِيْدُ أَنْ يَمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمٰنَ . وَتَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيْهِنَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِيْ إِيْمَانٍ . وَإِيْمَانًا فِيْ خُلُقٍ حَسَنٍ . وَنَجَاحًا يَتْبَعُه فَلَاحٌ . وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً . وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا.

---

[৫২২] ইবনে মাজাহ : ৩৮৪৬

এতে আরো আছে, হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছ, তিনি বলতেন -

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ، اَللّٰهُمَّ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

হে আল্লাহ! তোমার নিকটেই আছে গায়েবের জ্ঞান, তুমি সকল সৃষ্টি ওপর ক্ষমতাবান, তুমি যদি মনে করো, আমার বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আর তুমি যদি মনে করো মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তাহলে আমার মৃত্যু ঘটাও। আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে তোমাকে ভয় করার তাওফীক চাই, আমি খুশি ও রাগের সময়ে সত্য কথা বলার তাওফীক চাই, আমি মধ্যপন্থা তথা অভাবী ও ধনীর মাঝামাঝি জীবন যাপন করতে চাই। আমি তোমার কাছে এমন নি'আমত (অনুগ্রহ) চাই যা শেষ হয়ে যাবে না। আমি তোমার কাছে চাই এমন চক্ষু শীতলকারী (বস্তু) যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। মৃত্যুর পর আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই। আমি তোমার নিকটে মৃত্যুর পরে আরাম-আয়েশের শীতলতা চাই। আমি তোমার চেহারার দিকে দৃষ্টির প্রশান্তি স্বরূপ চেয়ে থাকতে চাই। তোমার সাথে সাক্ষাতের বাসনা কোন ভ্রান্তিকর ফিতনাহ যেন বিনষ্ট করতে না পারে আমি সেই প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের

সাজে সজ্জিত করো আর আমাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের পথের পথিক করো।[৫২৩]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একটি দু'আ ছিল -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার রহমত নির্ধারণকারী বিষয় প্রার্থনা করছি, তোমার মাগফিরাতের কার্যকারণসমূহ প্রার্থনা করছি, আর (প্রার্থনা করছি) প্রতিটি গুনাহ হতে দূরে থাকা ও প্রতিটি নেকী লাভ করা এবং জান্নাতের সাফল্য ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি।[৫২৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ দু'আ করতেন -

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُه بِيَدِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُه بِيَدِكَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ইসলামের সাথে দণ্ডায়মান, উপবেশন এবং শয়নাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমার উপর কোন শত্রু ও হিংসুককে হাসাবেন না। হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট প্রত্যেক সেই

---

[৫২৩] সুনান আন নাসায়ী : ১৩০৬, নাসায়ী'র সনানুল কুবরা" : ১২২৮, সহীহ ইবনু হিব্বান : ৫০৯, ইমাম বায়হাকী'র "আসমা ওয়াস সিফাত" : ১২০, মুসতাদরাক হাকিম : ১/৫২৪, মুসনাদে আহমাদ : ১৮৩৫১

[৫২৪] হাকেম : ১/৫২৫

কল্যাণ হতে প্রার্থনা করছি, যার ভান্ডার তোমার হাতে এবং প্রত্যেক সেই অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার ভান্ডারও তোমারই হাতে।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ দু'আ করতেন -

حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَه وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَه . وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ . قَالَ: وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمٰنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِيْنَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি অন্তঃকরণ দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার দু' আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি চাইলে তা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তিনি চাইলে তা বক্র পথে চালিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন -

يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ .

হে অন্তরসমূহের স্থিরতাদানকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন। তিনি আরো বলতেন, মিযানের পাল্লাও দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে উন্নত করবেন এবং কোন সম্প্রদায়কে অবনত করবেন।[৫২৫]

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِيْ عِمْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتّٰى يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لِأَصْحَابِه : اَللّٰهُمَّ

---

[৫২৫] ইবনে মাজাহ : ১৯৯, আহমাদ : ১৭১৭৮

اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

ইবনে উমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত বাক্যে তার সাহাবীগণের জন্য দু'আ না করে হঠাৎ কোন মজলিস হতে খুব কমই বিদায় হতেন -

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে তুমি এত পরিমাণ আল্লাহভীতির ভাগ দান কর যা আমাদের মাঝে ও তোমার প্রতি অবাধ্যাচারী হওয়ার মাঝে বাধা হতে পারে এবং আমাদের মাঝে তোমার প্রতি আনুগত্য এত পরিমাণ প্রদান কর যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দিবে, এতটা দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান কর যার মাধ্যমে তুমি পৃথিবীর যে কোন অনিষ্ট আমাদের জন্য সহজসাধ্য করবে, যতক্ষণ আমাদের তুমি জীবিত রাখ ততক্ষণ আমাদের কর্ত, আমাদের চক্ষু ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে আমাদের জীবনোপকরণ দান কর

(কিংবা আমাদের চোখ-কান মৃত্যু পর্যন্ত তাজা ও সুস্থ রাখ), আর তাকে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও।
আমাদের উপর যে যুলুম করে তার প্রতি আমাদের প্রতিশোধ সুনির্ধারিত কর, আমাদের প্রতি যে দুশমনী করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহযোগিতা কর, আমাদের ধর্ম পালনে আমাদেরকে বিপদাক্রান্ত করো না, দুনিয়া অর্জনকে আমাদের ও আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্যে রূপান্তর করো না এবং আমাদের প্রতি যে দয়া করবে না তাকে আমাদের উপর প্রভাবশালী (শাসক নিয়োগ) করো না।[৫২৬]
এ দু'আগুলো সম্পর্কে হযরত উমর ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আসমূহের মাধ্যমে মজলিশ শেষ করতেন।
আলহামদুলিল্লাহ, সকল তারীফ আল্লাহ তা'আলার। তাঁরই জন্য অগণিত প্রশংসা। পবিত্রতা তাঁরই। পরম বরকতময় তিনি। আমার রব যতটুকু হামদ পছন্দ করেন, যতটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট, যতটুকু তাঁর মহিমান্বিত চেহারার উপযোগী তত হামদ আপনার। আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে, উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার। এমন প্রশংসা যা বন্ধ হবে না, পুরাতন হবে না এবং শেষ হবে না। প্রশংসাকারীগণের প্রশংসার সমান, গাফেলদের গাফলতির সমান। আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুক সর্বশেষ নবী ও রাসূল আমাদের সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি, তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি, তাঁর ওহীর আমানতদার, তাঁর মাঝে ও তাঁর বান্দাগণের মাঝে মধ্যস্থতাকারী, হেদায়েতের দরজা উন্মোচনকারী, মানুষদেরকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, এবং পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিত পথের দিকে আনয়নকারী। যাকে তিনি ঈমানের ঘোষক হিসেবে, সিরাতে মুস্তাকীমের পথ প্রদর্শক হিসেবে, চির সুখের জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে, সকল ভালো কাজের আদেশ দাতা হিসেবে, সকল মন্দ কাজের

---

[৫২৬] তিরমিজি : ৩৫০২, আল-কালিমুত তাইয়্যিব : ২২৫/১৬৯, মিশকাত তাহকীক সানী : ২৪৯২

নিষেধকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ফলে তিনি মৃত হৃদয়কে জীবিত করেছেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করেছেন, বিক্ষিপ্ত ও ভগ্ন হৃদয়ে ভালোবাসা ও প্রীতির বন্ধন সঞ্চার করেছেন। তিনি তাঁর রবের প্রতি মানুষদের আহ্বান করেছেন জেনে বুঝে শুনে, হেকমত ও উত্তম উপদেশ দিয়ে, এবং আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করেছেন যেভাবে জিহাদ করা উচিত লা শারিক এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা পর্যন্ত। এমনকি বিশ্বজুড়ে তাঁর দাওয়াত সূর্যের মতো দেদীপ্যমান হয়েছিল, যেমন রাত দিন সবখানে পৌঁছেছিল ঠিক তেমন আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের জন্য মনোনীত দ্বীন সর্বত্র পৌঁছে ছিল। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ফেরেশতাগণ, এবং তাঁর সৃষ্টি তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুক। যেমন তিনি আল্লাহ তা'আলাকে চিনিয়েছেন তাঁর প্রতি আহ্বান করেছেন।

বয়ান সংকলনের কিতাবসমূহ

বয়ান সংকলন

শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফি.

[শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাল্লাহ-এর ৫টি বয়ান সংকলন]

- আল্লাহ তা'আলার সিফাত
- দরূদ শরীফের ফযীলত
- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ এর ফযীলত
- তওবা ও ইস্তেগফার
- যিকরের পরিচয়, ফযীলত ও মা'রেফাতের হাকীকত

সর্বমোট ৬টি কিতাব

[আল্লামা অলিপুরী দা.বা. এর ১টি বয়ান সংকলন]

- আত্মার পবিত্রতা কী? কেন? কীভাবে?

প্রকাশনা বিভাগ
মাদরাসায়ে ইসলামিয়া দারুল উলূম সুধন্যপুর
সুধন্যপুর, এলাহিপুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

সুধন্যপুর মাদ্রাসার প্রকাশনা বিভাগের কিতাবে কোন ত্রুটি নজরে পড়লে বা আপনার যে কোন সুপরামর্শ থাকলে অনুগ্রহ করে নিচের প্রকাশনা বিভাগের হোয়াটস্ অ্যাপ, ইমো বা টেলিগ্রাম নাম্বারে ভয়েস/মেসেজ/স্ক্রিনশট দিয়ে জানাবেন। অথবা সরাসরি কল বা এস.এম.এসও করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন – আমীন।

প্রকাশনা বিভাগ : ০১৭২ ৯৮ ৫০ ১৬৪

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ, শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী কাসেমী দা. বা. এর মাদ্‌রাসা

মাদ্‌রাসায়ে ইসলামিয়া দারুল উলূম সুধন্যপুর

সুধন্যপুর, এলাহিপুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

যোগাযোগ

মাদ্রাসায় বিভিন্ন ফান্ডে (লিল্লাহ বোর্ডিং, নির্মাণ, যাকাত, গোরাবা, শিক্ষক বেতন, মেহমানদারী, লাইব্রেরী ফান্ড ইত্যাদিতে) অংশগ্রহণ করতে চাইলে যোগাযোগ করুন [০১৬২০০০৩৭৩৭ - অফিস], [০১৯১১৩৯৯৩৬৯ বিকাশ, নগদ, রকেট।

[০১৭২৯৮৫০১৬৪-প্রকাশনা বিভাগের এ নম্বরটিতে মাদ্রাসার ইমো, হোয়াটস্ অ্যাপ, ভাইবার, স্কাইপি, টেলিগ্রাম সহ বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় ও শিওরক্যাশ করা আছে।

টেলিগ্রাম

প্লে স্টোর থেকে ইমো এর মত Telegram লিখে সার্চ দিয়ে ইনস্টল করুন, তারপর mushtakunnobi লিখে টেলিগ্রামেই সার্চ দিন, অডিও বয়ানসহ শায়খ দা.বা. এর সকল আপডেট পেতে JOIN দিন।

ওয়েবসাইট

www.dusbd.com

ইমেইল

darululoom.shudhonnopur@gmail.com

অফিসিয়াল ফেসবুক

www.fb.com/darululoom.shudhonnopur (Page)
www.fb.com/mushtakunnobi.official (Page)
www.fb.com/groups/mushtakunnobi.official (Group)

ইউটিউব

https://www.youtube.com/@dus-bd

সুধন্যপুর মাদ্রাসায় কীভাবে আসবেন?

কুমিল্লা পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড নেমে রিক্সাওয়ালাকে 'মুশতাকুন্নবী হুজুরের সুধন্যপুর মাদ্রাসা' বা কিছমত হোসেনপুর হয়ে সুধন্যপুর আসার কথা বললে মাদ্রাসায় নিয়ে আসবে।



কুরিয়ার ডেলিভারি

COURIER DELIVERY

সুধন্যপুর মাদ্রাসা প্রকাশনা বিভাগ অথবা কুরিয়ারে প্রকাশনা বিভাগের কিতাব সমূহ পেতে উপরের ফেসবুক পেজ এ মেসেজ করুন অথবা এ নম্বরে কল করুন ০১৭২৯৮৫০১৬৪, ফোন রিসিভ না হলে এস.এম.এস করুন, অবশ্যই আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

বয়ান সংকলন

নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের
প্রতিটি কিতাব পাচ্ছেন
একটি সুদৃশ্য সিন্দুকে।



৬টি কিতাব
আকর্ষণীয়
৬টি বক্সে

আপনার কপিটি
আজই সংগ্রহ করুন

বয়ান সংকলনের অন্যান্য কিতাবসমূহ



ইসলামী বয়ানের কিতাবসমূহ





Allah Ta'alar opar
Onugroher
শায়খ মুফতি মুশ...
372027#1095012-
5
ROK-STK

...সবুক পেইজ-এ মেসেজ দিন
...opur
...l
...bi.official
অথবা ম্যাসেজ করুন ০১৭২ ৯৮ ৫০ ১৬৪

www.dusbd.com